পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৪ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 34, Issue 1678, Saturday, April 25, 2026 FREE www.parichoy.com

ঋণখেলাপিরা এখন রাজনৈতিক ব্যবস্থার অংশ, সংস্কারে বাধা সৃষ্টি করছে: রেহমান সোবহান

বিস্তারিত ১০ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

- ট্রাম্পের নৈশভোজে গুলি চালানো সন্দেহভাজন ব্যক্তি পেশায় শিক্ষক, ক্যালিফোর্নিয়ার বাসিন্দা - ৫ম পাতায়
- মার্কিন সামরিক বাহিনীর প্রতি বছর শান্তিতে নোবেল জেতা উচিত: পিট হেগসেথ - ৫ম পাতায়
- যুক্তরাষ্ট্রে শিথিল হচ্ছে গাঁজা নীতি, ৪৭ বিলিয়ন ডলারের শিল্পে বড় পরিবর্তনের আভাস - ৬ষ্ঠ পাতায়
- যুক্তরাষ্ট্রে ৪৭ বিলিয়ন ডলারের গাঁজা শিল্পে বড় পরিবর্তন, শিথিল হচ্ছে নিয়ম- ৬ষ্ঠ পাতায়
- ইরান যুদ্ধ ও পোপের সাথে বিবাদ: ট্রাম্পের মেজাজ নিয়ে মার্কিনিদের মধ্যে সংশয়-৭ম পাতায়
- মার্কিন অনুমতি ছাড়া হরমুজ প্রণালিতে কোনো জাহাজ চলবে না: হেগসেথ-৭ম পাতায়
- 'কিছু রাজনৈতিক দল দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য কথা-বার্তা শুরু করেছে' -৮ম পাতায়
- জামায়াতের আমির ও তার দল কখনোই সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করেন না: মির্জা ফখরুল -৯ম পাতায়

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

গুলি চালিয়ে ইরান যুদ্ধ থেকে আমাকে সরানো যাবে না: ট্রাম্প

ফ্লোরিডায় বৃষ্টির মরদেহের খোঁজ চলছে, হত্যাকারীর কী সাজা হতে পারে

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

বারী হোম কেয়ার
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX 2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND 469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934

আলাদীন
Aladdin
Tel: 718-784-2554

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS. 100% JOB PLACEMENT RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
WUST
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
SCHEV
Proprietary School
NYS Education Department Licensed Supervision
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

প্রকাশনার গৌরবময় ৩৪ বছর

প্রকাশনার এই ৩৪ বছরে প্রিয় পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা।

আপনাদের ভালোবাসাই আমাদের প্রেরণা।

পরিচয়

BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

কে কি বললেন

● গুলি চালিয়ে ইরান যুদ্ধ থেকে আমাকে সরানো যাবে না - প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

● মার্কিন সামরিক বাহিনীর প্রতি বছর শান্তিতে নোবেল জেতা উচিত - ওয়াশিংটন ডিসিতে এক প্রতিরক্ষা ব্রিফিং চলাকালীন মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ

● বর্তমানে অনেক ভালো কোম্পানি পুঁজিবাজারকে 'ক্যাসিনো' হিসেবে মনে করে এবং ক্যাসিনোতে কোনো ভালো কোম্পানি যাবে না - বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী

● জামায়াত আমির শফিকুর রহমান ও তার দল কখনোই সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করে না - বিএনপি মহাসচিব ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

● গণভোটের গণরায় অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে বিএনপি ফ্যাসিবাদের পথে যাত্রা শুরু করেছে - বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ও জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান

● শুধু ডলারে আর পাউন্ডে না, সিলেটকে পড়ালেখায়ও ফার্স্ট হতে হবে - পাবলিক পরীক্ষায় সিলেটের ফলাফল লন্ডনের ওয়েদারের মত উঠানামা করে উল্লেখ করে শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন

● ভ্যাট হার ১৫ শতাংশ হবে এবং অগ্রিম আয়কর (এআইটি) নিয়ে কোনো আপস করা হবে না -জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান আব্দুর রহমান খান

গুলি চালিয়ে ইরান যুদ্ধ থেকে আমাকে সরানো যাবে না: ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: পরবর্তী যে কোনো ধরনের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রত্যাশার বাইরে জবাব দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি)। রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা ইরনা এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

এক বিবৃতিতে আইআরজিসি বলেছে, ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর শক্তিশালী এবং বুদ্ধিদীপ্ত নীরবতা কোনোভাবেই দুর্বলতার লক্ষণ নয়। বিবৃতিতে আইআরজিসি আরও বলেছে, “এই ধৈর্য যেকোনো মুহূর্তে ভেঙে যেতে পারে। যুদ্ধবাজ এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী শত্রু যদি কোনো ভুল হিসাব করে নতুন করে কোনো আগ্রাসী পদক্ষেপ নেয়, তাহলে সেটিই তাদের বিরুদ্ধে ‘নারকীয় ঝড়ের’ সূচনা হতে পারে।”

তথ্যসূত্র: ডন

ওমান সফর শেষে আবারও পাকিস্তানে ফিরছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরাগচি

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি ওমান সফর শেষে আবারও পাকিস্তানে ফিরছেন। আজ বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

ট্রাম্পের নৈশভোজে গুলি চালানো সন্দেহভাজন ব্যক্তি পেশায় শিক্ষক, ক্যালিফোর্নিয়ার বাসিন্দা

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নৈশভোজে গুলি চালানো সন্দেহভাজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তার নাম কোল টমাস অ্যালেন (৩১)। তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার টরেন্সের বাসিন্দা এবং পেশায় একজন শিক্ষক।

লস অ্যাঞ্জেলেস-সংলগ্ন সান্তা মনিকা উপসাগরের তীরে সাউথ বে এলাকার একটি উপকূলবর্তী শহর এই টরেন্স।

ডিস্ট্রিক্ট অভ কলম্বিয়া পুলিশ বিভাগের প্রধান জানান, তদন্তকারীদের ধারণা, ওয়াশিংটন হিলটন হোটেলে ওই নৈশভোজের অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবেই এসেছিলেন সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তি।

শনিবার রাতের ওই ঘটনার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই হামলাকারীকে বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়

অন্তর্বতীর অদক্ষতায় ফোকলা অর্থনীতি

পরিচয় ডেস্ক: ড. মুহাম্মদ ইউনূস। নোবেলজয়ী আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব। থ্রি জিরোর প্রবক্তা হিসেবে জগেজাড়া খ্যাতি। কিন্তু বিশেষ মুহূর্তে বাংলাদেশের অন্তর্বতী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার চেয়ারে বসে বিদায়বেলায় দেশকে অনেকটাই ভঙ্গুর করে রেখে গেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

শ্রুতিমধুর বক্তৃতা দিয়ে বিশ্ব বদলে দেওয়ার স্বপ্ন দেখানো যত সহজ; দেশ চালানো যে ততটাই কঠিন তা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধারের বদলে আরো ‘বিশৃঙ্খলায়’ রেখে গিয়ে তারই প্রমাণ দিয়েছেন। তিনিসহ নিজের সহকর্মী আরো ‘তিন ডক্টরেট’ অর্থনীতিবিদও দেশের অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যকে টেনে তোলার বদলে অনেকটাই ডুবিয়েছেন বলে বিভিন্ন মহল থেকে ‘কড়া’ সমালোচনা চলছে। ব্যবসায়ী, অর্থনীতিবিদ, সাবেক আমলা-কেউ আর তাঁর সমালোচনায় বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়

ফ্লোরিডায় বৃষ্টির মরদেহের খোঁজ চলছে, হত্যাকারীর কী সাজা হতে পারে

পরিচয় ডেস্ক: ফ্লোরিডা স্টেটের টাম্পা শহরে ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ফ্লোরিডার (ইউএসএফ) বাংলাদেশি পিএইচডি শিক্ষার্থী নাহিদা সুলতানা বৃষ্টির (২৭) মরদেহ এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাঁর মরদেহ খুঁজে পেতে তল্লাশি অব্যাহত রয়েছে।

এনবিসি নিউজ ও স্থানীয় ফক্স ১৩ টাম্পা বে গণমাধ্যমের শনিবারের প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়।

ফক্স ১৩ টাম্পা বের প্রতিবেদনে বলা হয়, এই তল্লাশি-উদ্ধার অভিযানে ‘উই আর দ্য এসেনশিয়ালস’ নামের স্বেচ্ছাসেবীরাও যোগ দিয়েছেন।

একই প্রতিবেদনে বলা হয়, শনিবার উদ্ধারকারী দলগুলো স্যান্ড কি পার্ক এলাকায় তাদের অনুসন্ধান কার্যক্রম জোরদার করে। তদন্তকারীরা আগে এই এলাকাতে তল্লাশি চালিয়েছিলেন। এখন মুঠোফোনের বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়

মার্কিন সামরিক বাহিনীর প্রতি বছর শান্তিতে নোবেল জেতা উচিত: পিট হেগসেথ

পরিচয় ডেস্ক: ড. মুহাম্মদ ইউনূস। নোবেলজয়ী আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব। থ্রি জিরোর প্রবক্তা হিসেবে জগেজাড়া খ্যাতি। কিন্তু বিশেষ মুহূর্তে বাংলাদেশের অন্তর্বতী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার চেয়ারে বসে বিদায়বেলায় দেশকে অনেকটাই ভঙ্গুর করে রেখে গেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

শ্রুতিমধুর বক্তৃতা দিয়ে বিশ্ব বদলে দেওয়ার স্বপ্ন দেখানো যত সহজ; দেশ চালানো যে ততটাই কঠিন তা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধারের বদলে আরো ‘বিশৃঙ্খলায়’ রেখে গিয়ে তারই প্রমাণ দিয়েছেন। তিনিসহ নিজের সহকর্মী আরো বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়

আকাশছোঁয়া নির্মাণব্যয়, বিরক্ত হয়ে সরাসরি চীন থেকে ‘বাড়ি’ কিনে আনছেন অনেক আমেরিকান

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ি তৈরি করা কতটা ব্যয়বহুল, তা জানেন গেন্নাদি সিগান। তাই নিজের স্বপ্নের বাড়ির প্রায় সব সরঞ্জামই তিনি চীন থেকে আমদানি করে এনেছেন।

বাল্টিমোরের বাসিন্দা, পেশায় ইঞ্জিনিয়ার সিগানের বাড়ির সিংহভাগ সরঞ্জাম এসেছে দুই ডজনেরও বেশি চীনা কারখানা থেকে। নিজের পছন্দমতো জিনিসপত্র কিনতে ২০২৪ সালে পৃথিবীর অর্ধেক পথ পাড়ি দিয়ে চিনে গিয়েছিলেন তিনি।

তার বাড়িটি বেশ আরামদায়ক, তবে গঠনশৈলী কিছুটা শিল্পকারখানার মতো। বাল্টিমোরের সাবেকি কলোনিয়াল ও র‍্যাঞ্চ ধাঁচের বাড়িগুলোর ভিড়ে এটি সহজেই নজর কাড়ে। ধূসর রঙের ফাইবার সিমেন্ট দিয়ে তৈরি এই বাড়িতে রয়েছে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত বিস্তৃত জানালা ও একটি ওপেন কিচেন। নিজের বাড়ির ছোটখাটো বিষয়গুলো নিয়েও বেশ গর্বিত সিগান। এর মধ্যে রয়েছে শব্দহীন ম্যাগনেটিক লক দেওয়া দরজা ও ইউরোপীয় ধাঁচের জানলা। তিনি জানান, খুব শিগগিরই তার বাড়িটি ‘লিড’ সনদ পেতে চলেছে।

সিগানের বলেন, “বাড়ি তৈরি করা সারা জীবনের প্রকল্প। ব্যাপারটাকে আমি অ্যাডভেঞ্চার হিসেবেই দেখি। সেই ভাবনা থেকেই বাড়ি তৈরির কিছু সরঞ্জাম চীন থেকে আনার চেষ্টা বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

ভারতকে ‘নরককুণ্ড’ বলে মন্তব্য ট্রাম্পের; নয়াদিল্লির ক্ষোভ

পরিচয় ডেস্ক: সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শেয়ার করা একটি পোস্টে ভারতকে ‘হেলহোল’ বা নরককুণ্ড বলায় এর তীব্র নিন্দা জানিয়েছে নয়াদিল্লি সরকার। সেইসঙ্গে এ মন্তব্যকে অনুপযুক্ত ও রুচিহীন বলে অভিহিত করেছে তারা। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর আগামী মাসে ভারত সফরের পরিকল্পনার ঠিক আগে ট্রাম্প এই পোস্ট করলেন। তার এই সফরের লক্ষ্য এই দুই দেশের মধ্যে সাম্প্রতিক উত্তেজনা নিরসন করা।

কনজারভেটিভ পডকাস্ট উপস্থাপক মাইকেল স্যাভেজের করা মন্তব্যের একটি প্রতিলিপি গত বুধবার ট্রুথ সোশ্যালে শেয়ার করেন ট্রাম্প। সেখানে যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী প্রত্যেকের নাগরিকত্ব পাওয়ার সাংবিধানিক অধিকারের বিষয়ে সমালোচনা করা হয়। পোস্টটিতে যুক্তরাষ্ট্রে প্রযুক্তি খাতে কর্মরত ভারতীয় অভিবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলা হয়, তারা শ্বেতাঙ্গ স্থানীয় আমেরিকানদের নিয়োগ দেয় না। এও দাবি করা হয়, ভারতীয় অভিবাসীদের ইংরেজি দক্ষতা কম।

পোস্টে বলা হয়, এখানে একটি শিশু জন্ম নিলেই সঙ্গে সঙ্গে নাগরিক হয়ে যায়, তারপর তারা চীন, ভারত বা বিশ্বের অন্য

কোনো নরককুণ্ড থেকে পুরো পরিবারকে নিয়ে আসে।

ট্রাম্প স্যাভেজের ওই মন্তব্যের একটি ভিডিও পোস্ট করেন।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল মার্কিন প্রেসিডেন্টের শেয়ার করা এই মন্তব্যকে স্পষ্ট অজ্ঞতাপূর্ণ, অনুপযুক্ত ও রুচিহীন বলে অভিহিত করেন। তিনি এ মন্তব্যের নিন্দাও জানান। জয়সওয়াল বলেন, এগুলো কোনোভাবেই ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের বাস্তবতা প্রতিফলিত করে না, যা দীর্ঘদিন ধরে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও অভিন্ন স্বার্থের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। ভারতের প্রধান বিরোধী দল ন্যাশনাল কংগ্রেস এই মন্তব্যকে অত্যন্ত অপমানজনক ও ভারতবিরোধী বলে উল্লেখ করেছে। পোস্টটি যুক্তরাষ্ট্রেও উদ্বেগ সৃষ্টি করে। হিন্দু আমেরিকান ফাউন্ডেশন নামের একটি সংগঠন এটিকে ঘৃণামূলক ও বর্ণবাদী বক্তব্য বলে উল্লেখ করেছে।

সংগঠনটি এক্সে (সাবেক টুইটার) লিখেছে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে এ ধরনের বক্তব্য সমর্থন করা ঘৃণা আরও বাড়াবে এবং আমাদের সম্প্রদায়কে ঝুঁকির মধ্যে ফেলবে, এমন এক সময়ে যখন বিদেশিবিদ্বেষ ও বর্ণবাদ ইতোমধ্যেই সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে শিথিল হচ্ছে গাঁজা নীতি, ৪৭ বিলিয়ন ডলারের শিল্পে বড় পরিবর্তনের আভাস

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে গাঁজা সম্পর্কিত নীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার দেশটির বিচার বিভাগ জানিয়েছে, গাঁজা ব্যবহার করে উৎপাদিত কয়েকটি পণ্যের ওপর থেকে অবিলম্বে বিধিনিষেধ শিথিল করা হবে এবং খুব দ্রুতই এ মাদককে কম বিপজ্জনক হিসেবে পুনঃশ্রেণিবিন্যাস করা হবে।

কয়েক দশকের মধ্যে এটি যুক্তরাষ্ট্রের মাদক নীতিতে অন্যতম বড় পরিবর্তন। বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, এই পদক্ষেপে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে গাঁজা বৈধ হয়ে যাবে না। তবে *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

বিশ্বজুড়ে মানবাধিকার ধ্বংসের মূলে তিন ‘ক্ষুধার্ত শিকারি’-ট্রাম্প, পুতিন ও নেতানিয়াহু: অ্যামনেস্টি

পরিচয় ডেস্ক: ট্রাম্প, পুতিন ও নেতানিয়াহুকে ‘ক্ষুধার্ত শিকারি’ হিসেবে আখ্যা দিয়েছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। সংস্থাটি বলছে, এই তিন নেতা কেবল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারে মত্ত এবং তাদের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও ইসরায়েল বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার ব্যবস্থাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

মঙ্গলবার প্রকাশিত বৈশ্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদনে অ্যামনেস্টির মহাসচিব অ্যাগনেস ক্যালামার্ড বলেন, ‘একটি বৈশ্বিক পরিবেশ, যেখানে আদিম হিংস্রতা বিকশিত হতে পারে, তা দীর্ঘদিন ধরেই তৈরি হচ্ছিল।’ তিনি বলেন, ২০২৫ সালে এমন বড় নীতিগত পরিবর্তন দেখা গেছে, যা হলোকাস্ট ও বিশ্বযুদ্ধের পর গড়ে ওঠা আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলা থেকে সরে যাওয়ার ইঙ্গিত দেয়। গত ৮০ বছরে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা সেই ব্যবস্থা এখন দুর্বল হয়ে পড়ছে। লন্ডনে সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে ক্যালামার্ড বলেন, অধিকাংশ সরকার এসব ‘শিকারি’র মোকাবিলা না করে তাদের তুষ্ট করার পথ বেছে নিচ্ছে। এমনকি কেউ কেউ তাদের আচরণও অনুকরণ করছে।

তবে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যা এবং ইরানে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলার সমালোচনায় ইউরোপে ব্যতিক্রম হিসেবে স্পেনের প্রশংসা করেন তিনি। তার মতে, দ্বৈত মানদণ্ডের ঊর্ধ্বে অবস্থান নিয়ে স্পেন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার পক্ষে দাঁড়িয়েছে। ক্যালামার্ড যুক্তি দেন যে, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে ৪৭ বিলিয়ন ডলারের গাঁজা শিল্পে বড় পরিবর্তন, শিথিল হচ্ছে নিয়ম

পরিচয় ডেস্ক: গাঁজা ব্যবহার করে উৎপাদিত কিছু পণ্যের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা শিথিল এবং দ্রুতই এই মাদককে কম বিপজ্জনক হিসেবে পুনঃশ্রেণিবিন্যাসে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানিয়েছে মার্কিন বিচার বিভাগ (ডিওজে)। এটি যুক্তরাষ্ট্রের মাদক নীতিতে কয়েক দশকের মধ্যে অন্যতম বড় পরিবর্তন।

রয়টার্স বলছে, *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

সহযোগিতা না করা ন্যাটো দেশগুলোকে ‘শাস্তি’ দিতে ‘ভালো ও মন্দ’ তালিকা বানিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন

পরিচয় ডেস্ক: ইরান যুদ্ধে যেসব মিত্র দেশ আমেরিকার পাশে দাঁড়ায়নি, তাদেরও শাস্তি দেওয়ার উদ্যোগ নিচ্ছে ট্রাম্প প্রশাসন। এর অংশ হিসেবে ন্যাটোর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সামরিক অবদান ও আনুগত্যের নিরিখে ইতিমধ্যেই একটি ভালো ও মন্দ তালিকা তৈরি করেছে হোয়াইট হাউস।

চলতি মাসেই ওয়াশিংটন সফরে আসার কথা ন্যাটো প্রধান মার্ক রুটের। তিন ইউরোপীয় কূটনীতিক ও এক মার্কিন প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা জানান, রুটের সফরের আগেই সদস্য দেশগুলোর কার কী ভূমিকা, তার একটি বিস্তারিত খতিয়ান তৈরি করা হয়েছে। সেখানে দেশগুলোকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা হয়েছে।

মিত্র দেশগুলো কথা না শুনলে ফল ভুগতে হবে বলে যে হুঁশিয়ারি ডোনাল্ড ট্রাম্প দিয়ে আসছিলেন, এই তালিকা তারই প্রতিফলন। এর আগে গ্রিনল্যান্ড দখল বা ন্যাটো থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসার হুমকি দিয়ে জোটের মধ্যে চাপ তৈরি করেছিলেন ট্রাম্প।

ডিসেম্বরেই এই পরিকল্পনার আভাস দিয়েছিলেন মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ। তিনি বলেছিলেন, ইসরায়েল, দক্ষিণ কোরিয়া, পোল্যান্ড বা জার্মানির মতো যেসব মিত্র রাষ্ট্র আমাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলে, তারা বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পাবে। কিন্তু যারা যৌথ প্রতিরক্ষায় অংশ নেবে না, তাদের চরম মূল্য চুকাতে হবে।

ট্রাম্প প্রশাসন আপাতত তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ গোপন রাখলেও, অবাধ্য দেশগুলোকে ঠিক কী ধরনের শাস্তির মুখে পড়তে হতে পারে, তা নিয়ে অস্পষ্টতা রয়েছে। *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

ইরান যুদ্ধ নিয়ে ট্রাম্পের প্রকাশ্যে বীরত্ব, আড়ালে কার্টারের মতো পরাজিত হওয়ার ভয়

পরিচয় ডেস্ক: গুড ফ্রাইডের বিকেলে হোয়াইট হাউসের ওয়েস্ট উইং ছিল প্রায় ফাঁকা। তখন প্রেসিডেন্ট জানতে পারেন, ইরানে একটি মার্কিন যুদ্ধবিমান ভূপাতিত হয়েছে। নিখোঁজ রয়েছেন দুজন ক্রু। এ খবর পাওয়ার পর ট্রাম্প কয়েক ঘণ্টা ধরে তার সহযোগীদের ওপর চিৎকার-চেঁচামেচি করেন। তিনি বারবার বলতে থাকেন, ইউরোপীয় দেশগুলো কোনো সাহায্য করছে না।

নিখোঁজ ক্রুদের দ্রুত উদ্ধারে সামরিক বাহিনীকে নির্দেশ দেন ট্রাম্প। কিন্তু দীর্ঘদিন ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো সামরিক উপস্থিতি নেই। তাই ইরানের সেনাবাহিনীর চোখ এড়িয়ে সেখানে অভিযান চালানো মার্কিন বাহিনীর জন্য দুরূহ।

প্রশাসনের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার দাবি, নিখোঁজ ক্রুদের উদ্ধার অভিযানের সময় যখন প্রতি মুহূর্তের খবর আসছিল, তখন ট্রাম্পকেও যুদ্ধকক্ষ থেকে বাইরে রেখেছিলেন তার সহযোগীরা। কারণ, ট্রাম্পের অধৈর্য আচরণ কাজে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে বলে তাদের আশঙ্কা ছিল। তবে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলোতে তাকে আপডেট দেওয়া হচ্ছিল।

প্রথম ক্রুকে দ্রুতই উদ্ধার করা হয়। তবে দ্বিতীয় ক্রুকে উদ্ধারের খবর আসে শনিবার গভীর রাতে। একটি চরম ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানের মাধ্যমে তাকে উদ্ধার করা হয়। সবকিছু শেষে রাত ২টার পর ট্রাম্প ঘুমাতে যান।

ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠরা জানান, ওই সময় ১৯৭৯ সালের ইরানি জিম্মি সংকটের কথা তার বারবার মনে পড়ছিল। এটি ছিল মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম বড় ব্যর্থতা।

গত মার্চে ট্রাম্প বলেছিলেন, ‘জিমি কার্টারের সময় কী হয়েছিল দেখুন। জিম্মি সংকটের কারণে নির্বাচনটাই হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল তাদের। সে এক চরম বিশৃঙ্খলা ছিল।’

অথচ তখন ট্রাম্প নিজেই এমন এক শঙ্কার সামনে দাঁড়িয়ে। নিজেকে অস্থির দেখাবার চেষ্টা

এর মাত্র ছয় ঘণ্টা পর ট্রাম্প আবার নতুন পদক্ষেপ নেন। ইরানের অন্যতম বড় শক্তি হরমুজ *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

মার্কিন অনুমতি ছাড়া হরমুজ প্রণালিতে কোনো জাহাজ চলবে না: হেগসেথ

পরিচয় ডেস্ক: ইরানে মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে চূড়ান্ত সামরিক ফলাফল অর্জিত হয়েছে বলে দাবি করেছেন মার্কিন প্রতিরক্ষাসচিব পিট হেগসেথ। এই সাফল্যকে তিনি ভিয়েতনাম এবং ইরাকের মতো দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

শুক্রবার এক বক্তব্যে হেগসেথ বলেন, ‘শেষ পর্যন্ত *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

ইরান যুদ্ধ ও পোপের সাথে বিবাদ: ট্রাম্পের মেজাজ নিয়ে মার্কিনিদের মধ্যে সংশয়

পরিচয় ডেস্ক: ইরান যুদ্ধ এবং পোপ লিওর সঙ্গে বিবাদের জেরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মেজাজ ও মানসিক সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেক আমেরিকান। সম্প্রতি বার্তা সংস্থা রয়টার্স/ইপসোস পরিচালিত এক জনমত জরিপে দেখা গেছে, ট্রাম্পের জনপ্রিয়তার রেটিং তাঁর বর্তমান মেয়াদের সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে।

সোমবার শেষ হওয়া ছয় দিনব্যাপী এই জরিপ অনুযায়ী, মাত্র ৩৬ শতাংশ মার্কিনি ট্রাম্পের কার্যক্ষমতার প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন, যা গত মাসের তুলনায় অপরিবর্তিত। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের ২০ জানুয়ারি শপথ নেওয়ার কিছুদিন পর ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা সর্বোচ্চ ৪৭ শতাংশে পৌঁছেছিল।

গত ফেব্রুয়ারি থেকে ট্রাম্প প্রশাসন ও ইসরায়েলের শুরু করা ইরান যুদ্ধের ফলে যুক্তরাষ্ট্রে জ্বালানি তেলের দাম ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে, যা প্রেসিডেন্টের ওপর চাপ বাড়িয়েছে। জরিপে দেখা গেছে, ৩৬ শতাংশ আমেরিকান ইরানের ওপর মার্কিন সামরিক হামলার পক্ষে মত দিয়েছেন, যা ১০-১২ এপ্রিলের জরিপে ছিল ৩৫ শতাংশ। অনলাইনে পরিচালিত এই জরিপে ৪ হাজার ৫৫৭ জন প্রাপ্তবয়স্ক মার্কিন নাগরিক অংশ নেন। এতে ভুলের মাত্রা (মার্জিন অফ এরর) ধরা হয়েছে ২ শতাংশ।

জরিপে দেখা গেছে, ট্রাম্পের নিজ দল রিপাবলিকান পার্টির সদস্যদের মধ্যেও ৭৯ বছর বয়সী এই প্রেসিডেন্টের মেজাজ ও মানসিক তীক্ষ্ণতা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে তাঁর ধারাবাহিক কিছু বিস্ফোরক আচরণের পর এই সংশয় জোরালো হয়েছে।

মাত্র ২৬ শতাংশ আমেরিকান মনে করেন ট্রাম্প স্থির মেজাজী। এ প্রশ্নে রিপাবলিকানরা দ্বিধাবিভক্ত-৫৩ শতাংশ তাঁকে স্থির মেজাজী মনে করলেও ৪৬ শতাংশ তা মনে করেন *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

ডেটিংয়ে গিয়ে ইরান-ইউক্রেন নিয়ে গোপন তথ্য ফাঁস পেন্টাগন কর্মকর্তার

পরিচয় ডেস্ক: আমেরিকার বড় গণমাধ্যমগুলো একটি বিস্ফোরক গোপন ভিডিওকে এড়িয়ে যাচ্ছে। ওকিফ মিডিয়া গ্রুপের সাংবাদিক মাইকেল কেসি আরটি-কে জানিয়েছেন, ওই ভিডিওতে *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

মার্কিন নৌ-অবরোধ কত দিন সামলাতে পারবে ইরান? যুক্তরাষ্ট্রই বা চালিয়ে যেতে পারবে কত দিন?

পরিচয় ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, ইরান অর্থনৈতিকভাবে ভেঙে পড়ছে। তার দাবি, ইরানি বন্দরগুলোতে ওয়াশিংটনের নৌ-অবরোধের কারণে প্রতিদিন লাখ লাখ ডলার হারাচ্ছে দেশটি।

মঙ্গলবার রাতে নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যাল-এ ট্রাম্প লেখেন, ‘ইরান আর্থিকভাবে ধসে পড়ছে! তারা এখনই হরমুজ প্রণালি খুলতে চায়-নগদ টাকার জন্য হাহাকার করছে! দিনে ৫০০ মিলিয়ন ডলার হারাচ্ছে। সেনাবাহিনী ও পুলিশ বেতন না পাওয়ার অভিযোগ করছে।’ গত ১৩ এপ্রিল ইরানি বন্দরগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-অবরোধ শুরু হয়। এরপর যুক্তরাষ্ট্র হরমুজ প্রণালির কাছে ইরানের পতাকাবাহী একটি ট্যাংকারে গুলি চালিয়ে তা জব্দ করে এবং গভীর সমুদ্রে ইরানগামী বা ইরান থেকে আসা জাহাজগুলোকে পথ বদলাতে নির্দেশ দেয়। ইরানের সশস্ত্র বাহিনী একে জলদস্যুতার শামিল এবং বেআইনি কাজ বলে আখ্যা দিয়েছে। *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের কতজন প্রেসিডেন্ট আততায়ীর হাতে প্রাণ হারিয়েছেন?

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় চারজন প্রেসিডেন্ট আততায়ীর হামলায় নিহত হয়েছেন। এছাড়া আরও অনেক প্রেসিডেন্ট বিভিন্ন সময়ে মারাত্মক সব প্রাণঘাতী হামলার মুখোমুখি হয়েছেন। ১৮৩৫ সালে প্রথম কোনো ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট হিসেবে হত্যাচেষ্টা থেকে বেঁচে ফিরেছিলেন *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

ইরান যুদ্ধ: দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর আমেরিকার থেকে দূরে সরে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ছে

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের সঙ্গে মার্কিন-ইসরায়েল সংঘাত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে, আর সেই অনুযায়ী নিঃশব্দে নিজস্ব সিদ্ধান্তে পৌঁছাচ্ছে। অধিকাংশ দেশই অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতি গ্রহণ করেছে; তবে এই সতর্ক এবং নিরপেক্ষ অবস্থানের আড়ালে তারা ওয়াশিংটনের ওপর তাদের প্রতিরক্ষা নির্ভরতা কমানোর প্রচেষ্টাকে আরও বেগবান করছে। সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত প্রতিরক্ষা চুক্তি এবং তার পরপরই মালাক্কা প্রণালির ওপর দিয়ে মার্কিন যুদ্ধবিমানকে উড্ডয়ন সুবিধা (ওভারফ্লাইট রাইটস) দেওয়ার বিষয়ে, ইন্দোনেশিয়ার প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মধ্যে প্রকাশ্য মতবিরোধ এবং তারই ফলশ্রুতিতে পরে সেই প্রবেশাধিকার স্থগিতের ঘটনাটিও এই উত্তেজনারই এক স্পষ্ট প্রতিফলন।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অননুমেয় এবং লেনদেনভিত্তিক পররাষ্ট্রনীতি ওয়াশিংটন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশের রাজধানীর মধ্যেকার ব্যবধানকে *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

শেখ হাসিনা সরকারের মন্ত্রী ও সুবিধাভোগীদের পাচারের অর্থ ফেরাতে ১১ মামলা পরিচালনা করছে সরকার: প্রধানমন্ত্রী

পরিচয় ডেস্ক: শেখ হাসিনা এবং তার সরকারের মন্ত্রী ও সুবিধাভোগীদের পাচারের অর্থ ফেরাতে বাংলাদেশ সরকার ১১টি মামলা পরিচালনা করছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেন,ওশেখ হাসিনা এবং তার সরকারের মন্ত্রী ও অন্যান্য সুবিধাভোগী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পাচার করা অর্থ পুনরুদ্ধারে সরকার অগ্রাধিকার দিয়ে আইনি প্রক্রিয়া পরিচালনা করছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের সভাপতিত্বে একটি আন্তঃসংস্থা টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। এই টাস্কফোর্সের চিহ্নিত ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ১১টি মামলায় পাচার হওয়া অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে

আজ বুধবার (২২ এপ্রিল) জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রধানমন্ত্রী এসব তথ্য জানান। মুন্সীগঞ্জ-৩ আসনের সংসদ সদস্য মো. কামরুজ্জামান লিখিত প্রশ্নে জানতে চান- বিগত আওয়ামী ফ্যাসিস্ট আমলে বিভিন্ন উপায়ে বা প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া ২৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাচার করা হইয়াছে। উক্ত টাকা দেশে ফিরাইয়া আনিবার ব্যাপারে সরকারের পক্ষ হইতে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে কিনা বা হইবে কি না?

জবাবে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন,ওঅন্তর্বতী সরকারের গঠিত শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির তথ্যমতে, ২০০৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অর্থ প্রবাহের পরিমাণ আনুমানিক ২৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বছরে গড়ে ১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ১.৮ লাখ কোটি টাকা)। পাচার করা এ অর্থ একাধিক দেশে স্থানান্তরিত হওয়ার অভিযোগ থাকায় তা উদ্ধারে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সঙ্গে তথ্য বিনিময়, সম্পদ শনাক্তকরণ এবং পারস্পরিক আইনগত সহায়তা জোরদার করা হচ্ছে তিনি বলেন,ওএ লক্ষ্যে পারস্পরিক আইনগত সহায়তা চুক্তি (এমএলএটি) সম্পাদন এবং আইনগত সহায়তা অনুরোধ (এমএলএআর) বিনিময় প্রক্রিয়ার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করছে *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

বিএনপি নিজেরাই দেশের জমিদারি দখল নিতে চাচ্ছে: জামায়াত আমির

পরিচয় ডেস্ক: বিএনপিকে উদ্দেশ্য করে বিরোধীদলীয় নেতা ও জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান বলেছেন, 'দলটি ক্ষমতায় এসে প্রতিশ্রুতি ভেঙে এককভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার পথে হাঁটছে।'

তিনি আরও বলেন, 'ফ্যাসিবাদীরা ন্যারেটিভ তৈরি করে জাতিকে বিভক্ত করেছিল। আর আপনারা নির্বাচনের আগে বলেছিলেন, সবাইকে নিয়ে সরকার গঠন করবেন। এখন কী করছেন? একদলকে পাকিস্তানে, আরেক *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

এমপিদের শুল্কমুক্ত গাড়ি আমদানির সুবিধা বাতিল করল সরকার

পরিচয় ডেস্ক: বর্তমান অর্থনৈতিক বাস্তবতার নিরিখে জাতীয় সংসদের সদস্যদের জন্য বিদ্যমান শুল্কমুক্ত গাড়ি আমদানির সুবিধা বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এ লক্ষ্যে গতকাল বৃহস্পতিবার *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

'কিছু রাজনৈতিক দল দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য কথা-বার্তা শুরু করেছে'

পরিচয় ডেস্ক:সোমবার বিকেলে বগুড়া শহরের আলতাফুন্নেসা খেলার মাঠে জেলা বিএনপির আয়োজিত জনসভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য আমার যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, সেসব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য দেশের মানুষ বিএনপিকে ম্যানডেট দিয়েছে।

তিনি বলেন, 'কিছু রাজনৈতিক দল সংসদে, এবং সংসদের বাইরে জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

'কনটেন্ট ক্রিয়েটর' পরিচয়ে অনুমতি ছাড়া ভিডিও প্রচার করলে সাইবার আইনে দ্রুত বিচার: তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী

পরিচয় ডেস্ক: 'কনটেন্ট ক্রিয়েটর' পরিচয়ে মোবাইল বা ক্যামেরায় অনুমতি ছাড়া কোনো ব্যক্তির ভিডিও ধারণ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করলে সাইবার সুরক্ষা আইন-২০২৬ অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে তদন্ত শেষ করে দ্রুত বিচার নিশ্চিত করা হবে বলে জানিয়েছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম। আজ মঙ্গলবার (২১ এপ্রিল) জাতীয় সংসদে উত্থাপিত প্রশ্নোত্তর পর্বে নেত্রকোণা-৩ আসনের সংসদ সদস্য রফিকুল ইসলাম হিলালীর এক লিখিত প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ তথ্য জানান। ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম লিখিত জবাবে বলেন,ওতথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে মন্ত্রী জানান,ওসাইবার সুরক্ষা আইন, ২০২৬ (গত ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে সংসদের বৈঠকে সাইবার সুরক্ষা বিল, ২০২৬ পাস হয়েছে) এর ধারা ২৫(১) অনুযায়ী ওয়েবসাইট বা অন্য কোনো ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্ল্যাকমেইলিং, যৌন হয়রানি, রিভেঞ্জ পর্ন বা সেক্সটরশনের অভিপ্রায়ে তথ্য, ভিডিও, চিত্র বা যেকোনো উপাদান প্রেরণ, প্রকাশ, প্রচার বা প্রচারের হুমকি প্রদান, বা ক্ষতিকর বা ভীতি প্রদর্শন তা একটি অপরাধ।

উক্ত অপরাধের দণ্ড সম্পর্কে মন্ত্রী জানান, ধারা ২৫(২) অনুযায়ী অনধিক ২ বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড। ধারা ২৫(৩) অনুযায়ী ভুক্তভোগী নারী বা ১৮ বছরের কম বয়সী শিশু হলে অনধিক পাঁচ বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ২০ লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড। চাঁদা দাবির বিষয়টি ধারা ২২ (সাইবার স্পেসে প্রতারণা)-এর আওতায় পড়বে, যেখানে অনধিক পাঁচ বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে।

বীরশ্রেষ্ঠদের নামে জাতীয় সংসদের গ্যালারিগুলোর নামকরণ

পরিচয় ডেস্ক: মহান মুক্তিযুদ্ধের সাত বীরশ্রেষ্ঠের নামে জাতীয় সংসদের বিভিন্ন গ্যালারির নামকরণ করা হয়েছে। এই বীর শহীদদের স্মৃতি চিরস্থায়ীভাবে সংরক্ষণ ও নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পৌঁছে দিতে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নির্দেশনা ও সংশ্লিষ্টদের পরামর্শে গৃহীত এ সিদ্ধান্তের ফলে সংসদ ভবনের গ্যালারিগুলোর পূর্বের ফুল ও নদীর নাম পরিবর্তন করে সরাসরি *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

জামায়াতের আমির ও তার দল কখনোই সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করেন না: মির্জা ফখরুল

পরিচয় ডেস্ক: জামায়াত আমির শফিকুর রহমান ও তার দল কখনোই সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

শনিবার (২৫ এপ্রিল) নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক যৌথসভা শেষে এসব কথা বলেন তিনি।

নির্বাচনে “ইঞ্জিনিয়ারিং” করে বিএনপি ক্ষমতায় এসেছে- জামায়াত আমিরের এমন বক্তব্যের কড়া সমালোচনা করে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান বিএনপি মহাসচিব।

মির্জা ফখরুল বলেন, “তিনি (জামায়াত আমীর) ও তার দল কখনোই সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করেন না। দেশি-বিদেশি সব পর্যবেক্ষক একবাক্যে স্বীকার করেছেন, এই নির্বাচন বাংলাদেশের সবচেয়ে নিরপেক্ষ, অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে। এই নির্বাচনে বিএনপি তাদের জনপ্রিয়তার মাধ্যমে ২১৩টি আসন পেয়ে সরকার গঠন করেছে। সুতরাং জামায়াত আমিরের এই বক্তব্য আমি প্রত্যাখ্যান করছি, নিন্দা জানাচ্ছি ও ক্ষোভ প্রকাশ করছি।”

জামায়াতকে ইঙ্গিত করে বিএনপি মহাসচিব বলেন, “আজ বিভিন্নভাবে বিএনপির কর্মকাণ্ডের ওপর ধোঁয়াশা সৃষ্টি করার চেষ্টা চলছে, বিভেদ সৃষ্টি করার পাঁয়তারা চলছে। ৫ আগস্টের পর দেশের গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার যে সুযোগ তৈরি হয়েছে, সেটি নষ্ট করার অপচেষ্টা চলছে। একটি মহল আবারও স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে কি না-সেটি আমাদের চিন্তা করতে হবে, দেশবাসীকেও চিন্তা করতে হবে। ভিন্নভাবে দেশকে আবার স্বৈরাচারের মধ্যে নিতে চায় কি না, সেটিও আমাদের ভাবতে হবে।”

তিনি আরও বলেন, “অতীত ইতিহাস বিবেচনায় জনগণ ইতোমধ্যেই ওই দলকে প্রত্যাখ্যান করেছে।” ভবিষ্যতেও যেন রাজনৈতিকভাবে তাদের মোকাবিলা করা যায়, সে লক্ষ্যে দলীয় নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি। আগামী ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে সমাবেশ করবে বিএনপির

বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়

সিলেটের স্বায়ত্তশাসন ও ‘সিলটি ভাষা’কে দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা করার দাবি

পরিচয় ডেস্ক: সিলেট বিভাগের স্বায়ত্তশাসন এবং “সিলটি” ভাষাকে দেশের দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়েছে “সিলটি পাঞ্চায়িত” নামের একটি সংগঠন।

শনিবার (২৫ এপ্রিল) দুপুরে সিলেট নগরীর একটি হোটেলের কনফারেন্স রুমে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়। একইসঙ্গে সিলেটের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের দাবিও তুলে ধরে সংগঠনটি। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের সভাপতি নাসির উদ্দিন আহমদ চৌধুরী।

তিনি বলেন, “২০২২ সালের ২১ নভেম্বর যাত্রা শুরু করা “সিলটি পাঞ্চায়িত”-এর বিভিন্ন দাবির মধ্যে সিলেট বিভাগের স্বায়ত্তশাসন অন্যতম।”

তার মতে, সিলেট দেশের মধ্যে একমাত্র বিভাগ, যেখানে বাংলার বাইরে নিজস্ব বর্ণমালা রয়েছে। এই ভাষার নাম “সিলটি” এবং এর অক্ষর “সিলটি নাগরী লিপি” নামে পরিচিত। এ ভাষা নিয়ে অনেকে ডক্টরেট ডিগ্রিও অর্জন করেছেন বলে জানান তিনি।

নাসির উদ্দিন আহমদ চৌধুরী যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা ও শ্রীলঙ্কার উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, “এসব দেশে প্রধান ভাষার পাশাপাশি দ্বিতীয় অফিসিয়াল ভাষা চালু রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে “সিলটি পাঞ্চায়িত” সিলটি ভাষাকে বাংলাদেশের দ্বিতীয় অফিসিয়াল ভাষা বা রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার দাবি জানিয়ে

বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়

গণভোটে ‘হ্যাঁ’-এর প্রচারে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কোটি টাকা অনুদান নিয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে বিতর্ক

পরিচয় ডেস্ক: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পাশাপাশি অনুষ্ঠিত গণভোটে “হ্যাঁ” ভোটের পক্ষে প্রচার চালাতে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে এক কোটি টাকা অনুদান গ্রহণ নিয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অভ্যন্তরে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

সংগঠনের একটি অংশের নেতারা এই অর্থের উৎস, গ্রহণের প্রক্রিয়া এবং ব্যয়ের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

গত বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের সাবেক মুখপাত্র সিনথিয়া জাহীন আয়েশাসহ একাধিক নেতা অভিযোগ করেন, গণভোটের প্রচারের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান থেকে নেওয়া এই অনুদানের তথ্য সংগঠনের শীর্ষ

বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

বিএনপি সরকার অন্তর্বতী সরকারের রেখে যাওয়া ঋণ পরিশোধ করেছে: অর্থমন্ত্রী

দায়িত্ব নেওয়ার পর বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকার টাকা ছাপিয়ে ঋণ নেওয়ার বদলে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের রেখে যাওয়া ঋণ পরিশোধ করেছে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।

শনিবার অর্থ মন্ত্রণালয় আয়োজিত ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের (ইআরএফ) সঙ্গে প্রাক-বাজেট আলোচনায় তিনি এ কথা জানান।

সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মোস্তাকুর রহমান জানান, গত ১৭ ফেব্রুয়ারি বিএনপি যেদিন দায়িত্ব গ্রহণ করে, সেদিন বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ওয়েজ অ্যান্ড মিনস এবং ওভারড্রাফট থেকে সরকারের ঋণের পরিমাণ ছিল ১৭ হাজার ৫৯০ কোটি টাকা, যা গত ২২ এপ্রিল কমে হয়েছে ১১ হাজার ১০৩ কোটি টাকা। তবে গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, গত ২৩ এপ্রিল গবেষণাপ্রতিষ্ঠান পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) মুখ্য অর্থনীতিবিদ আশিকুর রহমান জানিয়েছিলেন, গত মার্চ মাসেই বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে সরকার ২০ হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে। এটা হাইপাওয়ার মানি, ছাপানো টাকা। অর্থাৎ, এটার প্রভাবে মূল্যস্ফীতি বাড়তে পারে।

গভর্নর বলেন, “আমাদের কান্ট্রি রেটিং কমে গেছে। এতে আমাদের বরোয়িং কস্ট, প্রাইভেট সেক্টরের বরোয়িং কস্ট বেড়ে গেছে। এর মধ্যে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে যে মার্চে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০ হাজার কোটি টাকা ছাপিয়ে সরকারকে ঋণ দিয়েছে, যা সঠিক নয়।”

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর হাবীবুর রহমান জানান, গত দুই বছরে বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের কোনো ট্রেজারি বিল, বন্ড কেনেনি। মার্চে ওয়েজ অ্যান্ড মিনস এবং ওভার ড্রাফট থেকে সরকারের ঋণের পরিমাণ ছিল ২৭ হাজার ৬০১ কোটি টাকা, যা ২২ এপ্রিল অর্ধেকেরও বেশি কমেছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের ব্যাংক। সেখানে অনবরত সরকারের আয়ের টাকা জমা হতে থাকে এবং সরকার তার প্রয়োজনে টাকা খরচ করে থাকে। এখানে টাকা ছাপিয়ে ঋণ দেওয়া বা ছাপানো টাকা ছিঁড়ে ফেলার কোনো ইস্যু নেই। মূল বিষয় হলো, কারেন্সি ইন সার্কুলেশন বাড়ছে কি না।

শুধু ডলারে আর পাউন্ডে না, সিলেটকে পড়ালেখায়ও ফার্স্ট হতে হবে: শিক্ষামন্ত্রী

পরিচয় ডেস্ক: পাবলিক পরীক্ষায় সিলেটের ফলাফল লন্ডনের ওয়েদারের মত উঠানামা করে উল্লেখ করে শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন বলেন, শুধু ডলারে আর পাউন্ডে না, সিলেটকে পড়ালেখায়ও ফার্স্ট হতে হবে।

তিনি বলেন, সিলেট প্রবাসী অধ্যুষিত এলাকা হওয়ায় এখানে অর্থনৈতিক সক্ষমতা তুলনামূলক বেশি। কিন্তু সেই আর্থিক শক্তি শিক্ষার মান উন্নয়নে পুরোপুরি কাজে লাগানো যাচ্ছে

বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়

ঋণখেলাপিরা এখন রাজনৈতিক ব্যবস্থার অংশ, সংস্কারে বাধা সৃষ্টি করছে: রেহমান সোবহান

পরিচয় ডেস্ক: অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান বলেছেন, বাংলাদেশের ঋণখেলাপিরা এখন রাজনৈতিক কাঠামোর ভেতরে ঢুকে পড়েছে। তারা আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের পথে বাধা সৃষ্টি করছে। ১৯ এপ্রিল ঢাকায় আয়োজিত সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) তিন দিনব্যাপী নবম বার্ষিক অর্থনীতিবিদ সম্মেলনের সমাপনী দিনে তিনি এ কথা বলেন। রেহমান সোবহান বলেন,ও‘ঋণখেলাপিরা এখন রাজনৈতিক কাঠামোর অংশ হয়ে উঠেছে। তারাই সংস্কারের কাজে বাধা সৃষ্টি করছে। ফলে এই সমস্যাটি এখন আর ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বরং এটি একটি কাঠামোগত সমস্যায় পরিণত হয়েছে’।

ও‘রোমাঙ্গিং দ্য রিফর্ম: দ্য বাংলাদেশ স্টোরি’ ওই শীর্ষক অধিবেশনে তিনি আরও বলেন,ও‘সংস্কার মানে কেবল আইন পাশ করা নয়। এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, যার জন্য সঠিক বাস্তবায়ন, প্রয়োগ ও দৃশ্যমান ফলাফল প্রয়োজন’।

রেহমান সোবহান বলেন, আইন প্রণয়নের পর সরকার সেগুলো সঠিকভাবে মেনে চলে বলে অনেক সংস্কার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।ও‘সংস্কারের প্রথম ধাপ হলো আইন প্রণয়ন, এরপর প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি হবে, আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা হবে এবং সবশেষে ফলাফল মূল্যায়ন করা হবে।

অধিবেশনটি সঞ্চালনা করেন সানেমের নির্বাহী পরিচালক সেলিম রায়হান। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডির ডিস্টিংগুইশড ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। এছাড়া সাবেক অর্থ সচিব এবং সাবেক মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী নির্ধারিত আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

সংস্কারের জন্য রাজনৈতিক অঙ্গীকার প্রয়োজন

রেহমান সোবহান বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনের সময় বড় বড় সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু সেগুলো বাস্তবায়নের মতো নেতৃত্ব বা অঙ্গীকার তাদের আছে কি না, তা স্পষ্ট নয়। তিনি বলেন, অতীতে সংস্কার কর্মসূচি তখনই সফল হয়েছে যখন সেগুলোর পেছনে জনগণের জোরালো সমর্থন ছিল। উদাহরণ হিসেবে তিনি ব্যাপক জনসমর্থনপুষ্ট সংস্কার কর্মসূচি ছয় দফা আন্দোলনের কথা উল্লেখ করেন। বর্তমানে এ ধরনের গণভিত্তিক প্রচার দুর্বল হয়ে পড়েছে *বাকি অংশ ২৭ পৃষ্ঠায়*

ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সরকারের বিদেশি ঋণের স্থিতি ৭৮,০৬৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার: অর্থমন্ত্রী

পরিচয় ডেস্ক: গত ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের বৈদেশিক ঋণের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৭৮ হাজার ৬৭ দশমিক ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে।

আজ মঙ্গলবার (২১ এপ্রিল) জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে এ তথ্য জানান অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনের স্বতন্ত্র সাংসদ রুমিন ফারহানা বর্তমান বাংলাদেশে বিদেশি ঋণের পরিমাণ, ঋণ পরিশোধে গৃহীত পদক্ষেপ এবং বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে এ পর্যন্ত কত ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে- সে সম্পর্কে জানতে চান। সংসদ সদস্যের প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী বলেন,ও‘২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের বৈদেশিক ঋণের স্থিতি ৭৮ হাজার ৬৭ দশমিক ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমাণ’।

বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের প্রক্রিয়া সম্পর্কে মন্ত্রী জানান,ও‘অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ সরকারের পক্ষে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করে থাকে। প্রতি অর্থবছর বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের জন্য ঋণের আসল ও সুদ বাবদ সম্ভাব্য মোট ব্যয় কত হতে পারে তার একটি প্রক্ষেপণ তৈরি করা হয় এবং সে পরিমাণ অর্থ ঋণ পরিশোধ বাবদ বাজেটে সংস্থান রাখা হয়। বাজেট বরাদ্দ ব্যবহার করেই সারাবছর পরিশোধ সূচি অনুসরণ করে ঋণ পরিশোধ করা হচ্ছে।

দীর্ঘ বিলম্ব কাটিয়ে চট্টগ্রামে গতি পাচ্ছে চীনা অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রকল্প

পরিচয় ডেস্ক: চট্টগ্রামের আনোয়ারায় দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা চীনা অর্থনৈতিক ও শিল্পাঞ্চল প্রকল্পটি আগামী জুনের মধ্যে বাস্তবায়ন পর্যায়ে প্রবেশ করতে পারে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। এ লক্ষ্যে চীনের সঙ্গে চূড়ান্ত পর্যায়ের আলোচনা শেষে ডেভেলপার অ্যাগ্রিমেন্ট সম্পন্নের আশা করছে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)।

বেজার নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন টিবিএসকে বলেন, আগামী জুনের মধ্যেই চায়না রোড অ্যান্ড ব্রিজ করপোরেশনের সঙ্গে জমির ডেভেলপার অ্যাগ্রিমেন্ট সইয়ের আশা করছি। *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

২,০০০ মেগাওয়াট ছাড়াল লোডশেডিং

বিপর্যস্ত জনজীবন ও শিল্প উৎপাদন

পরিচয় ডেস্ক: গ্রীষ্মের ক্রমবর্ধমান চাহিদার তুলনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন না হওয়ায় গতকাল ভোরে দেশজুড়ে লোডশেডিংয়ের ২ হাজার মেগাওয়াট ছাড়িয়ে গেছে। এতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন, শিল্পকারখানা ও কৃ

ষিখাত। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎ বিভ্রাট দেখা দিচ্ছে।

পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ-এর তথ্য অনুযায়ী, গতকাল রাত ১টায় ১৫ হাজার ২০০ মেগাওয়াট সম্ভাব্য চাহিদার বিপরীতে উৎপাদন ছিল ১৩ হাজার ১৯৮ মেগাওয়াট। অর্থাৎ চাহিদার তুলনায় ঘাটতি ছিল ২ হাজার মেগাওয়াটেরও বেশি। বিদ্যুৎব্যবস্থা বর্তমানে প্রচণ্ড চাপের মুখে রয়েছে এবং পিক সময়ে প্রয়োজনীয় ১৫ হাজার মেগাওয়াট উৎপাদন ধরে রাখতে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

টিবিএসের প্রতিনিধিদের তথ্যমতে, বিভিন্ন অঞ্চলে লোডশেডিংয়ের হার ভিন্ন ভিন্ন। গাজীপুরে প্রায় ২৮ শতাংশ থেকে শুরু করে সাভারে তা ৪৫ শতাংশ ছাড়িয়েছে। সিলেটে লোডশেডিং হচ্ছে প্রায় ৪০ শতাংশ। অনেক এলাকায় দিনে কয়েকবার কয়েক ঘণ্টা করে বিদ্যুৎ থাকছে না। বিশেষ করে গ্রামগঞ্জে ৮ থেকে ১০ ঘণ্টা পর্যন্ত লোডশেডিং হচ্ছে।

বেশ কিছু বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ থাকা অথবা সক্ষমতার চেয়ে কম উৎপাদন করায় এই সংকট আরও ঘনীভূত হয়েছে। চট্টগ্রামে ওই অঞ্চলের ২৮টি কেন্দ্রের মধ্যে ৯টিই বন্ধ রয়েছে। *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের বৈশ্বিক মজুত রেকর্ড সর্বনিম্নের দিকে

পরিচয় ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধের কারণে হরমুজ প্রণালি দিয়ে ট্যাংকার চলাচল মারাত্মকভাবে ব্যাহত হওয়ায়, বিশ্বব্যাপী অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের মজুত রেকর্ড পরিমাণ তলানিতে নামার দিকে এগোচ্ছে বলে সতর্ক করেছেন গোল্ডম্যান স্যাকসের পণ্য বাজার বিশ্লেষকরা। এখানে মজুত বলতে বিভিন্ন *বাকি অংশ ২৭ পৃষ্ঠায়*

সব খাতে একক ১৫ শতাংশ ভ্যাট হার বাস্তবায়নের পরিকল্পনা চলছে: এনবিআর চেয়ারম্যান

পরিচয় ডেস্ক: সব খাতে সরকার একক ১৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) হার বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করছে বলে জানিয়েছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান আব্দুর রহমান খান। মঙ্গলবার (২১ এপ্রিল) ঢাকার আগারগাঁওয়ে এনবিআর প্রধান কার্যালয়ে ব্যবসায়ী নেতাদের সঙ্গে প্রাক-বাজেট আলোচনায় তিনি বলেন, *বাকি অংশ ২৭ পৃষ্ঠায়*

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-8834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে আলাদা প্রমাণের মাধ্যমে ইরান যুদ্ধ থেকে যেভাবে লাভবান হচ্ছে চীন

পরিচয় ডেস্ক: চলতি সপ্তাহে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং হরমুজ প্রণালি পুনরায় খুলে দেওয়ার আহ্বান জানান। এর মধ্য দিয়ে, ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যুদ্ধের বিষয়ে বেইজিংয়ের নেওয়া বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়টি অনেকটাই স্পষ্ট হয়েছে।

গত সোমবার সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানের (এমবিএস) সঙ্গে টেলিফোনে আলাপের সময় শি জিনপিং মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি পুনরুদ্ধারে সহায়ক সকল প্রচেষ্টার প্রতি চীনের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন এবং রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক উপায়ে বিরোধ নিষ্পত্তির পক্ষে চীনের অবস্থান তুলে ধরেন।

ওই ফোনালাপ নিয়ে চীনের দেওয়া এক বিবৃতিতে জানানো হয়, শি বলেছেন, হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ চলাচলের স্বাভাবিক পথ অক্ষুণ্ন রাখা উচিত, কারণ এটি আঞ্চলিক দেশগুলোর এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অভিন্ন স্বার্থ রক্ষা করে।

গত সাত সপ্তাহ ধরে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যকার সংঘাতের জেরে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথটি অচল হয়ে পড়েছে। তবে বিবৃতিতে যুদ্ধে জড়িত প্রধান পক্ষগুলোর কারও নাম সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। ২৮ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ইরান এই প্রণালি দিয়ে বেশিরভাগ নৌযান চলাচল বন্ধ করে দেয় এবং এর জবাবে ১৩ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ইরানের সব সমুদ্রবন্দরে অবরোধ আরোপ করা হয়।

এমন পরিস্থিতিতে, শি জিনপিংয়ের এই সংযত বিবৃতির সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মন্তব্যের চরম বৈপরীত্য দেখা গেছে। একই দিন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ট্রাম্প ঘোষণা দেন, আমি একটি যুদ্ধে বড় ব্যবধানে জিতছি, সবকিছু খুব ভালোভাবে এগোচ্ছে এবং ওয়াশিংটন তেহরানের সঙ্গে একটি চুক্তিতে না পৌঁছানো পর্যন্ত এই নৌ-অবরোধ অব্যাহত থাকবে।

বিশ্লেষকদের মতে, এটি এ বিষয়েরও ইঙ্গিত দেয় যে, ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যুদ্ধকে কাজে *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

ইরান যুদ্ধের জের, রাশিয়ার তেল কিনতে চীন ও ভারতের মধ্যে প্রতিযোগিতা

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বের শীর্ষ দুই জ্বালানি আমদানিকারক দেশ ভারত ও চীন এখন বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের সংকটের মুখে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে। হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ চলাচলে বিঘ্ন এবং ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে থমকে যাওয়া শান্তি আলোচনার ফলে তেলের বাজারে যে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে, তার জেরে এই প্রতিযোগিতার সূত্রপাত।

এই দুই অর্থনৈতিক পরাশক্তি এখন সীমিত মজুত থাকা জ্বালানি তেলের দখল নিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

ধনী দেশের প্রচলিত ধারণায় ধাক্কা, ২০২৬ সালে 'সমৃদ্ধি সূচকের' শীর্ষ দশে নেই যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানির মতো পরাশক্তি

পরিচয় ডেস্ক:কোন দেশ কতটা ধনী, তার প্রচলিত হিসাব অনেক সময়ই বিভ্রান্তিকর হতে পারে। একটি দেশের আয়, মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) এবং সেই সম্পদ কীভাবে মানুষের জীবনমান, সামাজিক বন্ধন ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নে ভূমিকা রাখে-এই বিষয়গুলোর ওপর ভিত্তি করে নতুন একটি সমৃদ্ধি সূচক তৈরি করেছে আর্থিক সেবা বিশ্লেষণকারী প্ল্যাটফর্ম হ্যালোসেফ। চলতি বছরে এই সূচকের শীর্ষ দশে যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি বা ফ্রান্সের মতো কোনো পরাশক্তির নাম নেই। এই তালিকায় ইউরোপের দেশগুলোই রাজত্ব করছে। তবে একটি ধনী দেশ বলতে আসলে কী বোঝায়, *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পের মন গলাতে দেশের একাংশের নাম 'ডনিল্যান্ড' রাখতে চাইছেন ইউক্রেনের কর্মকর্তারা

পরিচয় ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মন জয় করতে এবং তাকে নিজেদের পক্ষে টানতে অভিনব এক উপায় বের করেছেন ইউক্রেনের কর্মকর্তারা। তারা প্রস্তাব দিয়েছেন, রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যকার বিতর্কিত দনবাস অঞ্চলের একাংশের নাম ট্রাম্পের নামানুসারে ডনিল্যান্ড রাখা হোক।

রাশিয়ার ভৌগোলিক দাবি আরও জোরালোভাবে মোকাবিলায় ট্রাম্প প্রশাসনকে রাজি করাতেই এই নাম প্রস্তাব করা হয়েছে। আলোচনার সঙ্গে যুক্ত চারজন ব্যক্তির বরাত দিয়ে মার্কিন দৈনিক নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে, একজন *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

অ্যালুমিনিয়ামের ক্যান আটকে আছে উপসাগরে, ভারতে মিলছে না ডায়েট কোক

পরিচয় ডেস্ক: ইরান যুদ্ধের জেরে ভারতে ডায়েট কোকের সংকট দেখা দিয়েছে। দেশটিতে এই পানীয় শুধু অ্যালুমিনিয়ামের ক্যানে বিক্রি হয়। কিন্তু যুদ্ধের কারণে উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে ক্যানের চালান আসতে দেরি হওয়ায় এই সংকট তৈরি হয়েছে।

বিশ্বের মোট অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের প্রায় ৯ শতাংশই হয় উপসাগরীয় অঞ্চলে। কিন্তু গত ফেব্রুয়ারির শেষ দিক থেকে

হরমুজ প্রণালি কার্যত অবরুদ্ধ করে রেখেছে ইরান। ফলে অ্যালুমিনিয়ামের চালানগুলো ওই অঞ্চলেই আটকে আছে।

ভারতে বেশির ভাগ কোমল পানীয় প্লাস্টিকের বোতল ও ক্যানে বিক্রি হলেও, ডায়েট কোক কেবল ক্যানেই পাওয়া যায়। কোকাকোলার দুজন পরিবেশক বুধবার রয়টার্সকে জানান, যুদ্ধের কারণে ক্যান-সংকট দেখা দিয়েছে। তাই কোম্পানি ডায়েট কোকের *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
elderplan.
Anthem.
Hamaspik
RiverSpring Living
MetroPlus Health
S W H
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ GROUP
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

বাংলাদেশের উন্নয়নের অদৃশ্য সমস্যা

শেখ মুহম্মদ মেহেদী আহসান

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, নীতি সংস্কার ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য সম্প্রতি অর্থনৈতিক কৌশল কমিটি গঠন করা হয়েছে। ১৫ এপ্রিল প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে বিগত অন্তর্বর্তী সরকারের পরিকল্পনা উপদেষ্টা অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদের নেতৃত্বে মূলত খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদদের সমন্বয়ে ৩৬ সদস্যবিশিষ্ট এই বিশেষজ্ঞ কমিটি কাজ শুরু করেছে।

এ কমিটির মূল কাজ হবে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধার ও প্রবৃদ্ধির জন্য ২-৩ মাসের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন করা, যেটি মূলত ২০২৫-২০৩০ সালের জন্য পরিকল্পনাকাঠামো হিসেবে কাজ করবে। বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ এ বিষয়ে সামগ্রিক সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করছে।

বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যে ২০২৫-২০৩০ সালের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে জিডিপির ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি, জিডিপির ৩৬ দশমিক ৭ শতাংশ বিনিয়োগ সম্প্রসারণ, ১০ লাখ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কৃষিভিত্তিক শিল্পায়ন, তথ্যপ্রযুক্তি, সবুজ ও সুনীল অর্থনীতি, নবায়নযোগ্য জ্বালানির খাতভিত্তিক সংস্কার ও সম্প্রসারণ ঠিক করা হয়েছে।

জিডিপির আকার বর্তমানে ৪৯৫ দশমিক ১৭ বিলিয়ন ডলার থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে ৭৪২ বিলিয়ন ডলার এবং ২০৩৪ সাল থেকে ১ ট্রিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে, বিগত বছরগুলোর উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বর্তমান সরকারের উদ্যোগের অভিনবত্ব হবে বস্তুনিষ্ঠ তথ্যভিত্তিক অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং বাস্তবায়নযোগ্যতার সংস্কারসাধন।

২.

অর্থনৈতিক এই পরিকল্পনাকাঠামো প্রণয়নের জন্য শুধু খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদদের নিয়ে উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করে কাজ শুরু করা যৌক্তিক মনে করা হলেও কতটুকু কার্যকর হবে, তা নিয়ে সংশয় থেকেই যায়। বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে যে মৌলিক দুর্বলতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হলো 'স্থানিক অন্ধত্ব'।

অর্থাৎ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করা হয়েছে, কিন্তু সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে 'কোথায়' ও 'কীভাবে' উন্নয়ন ঘটবে, এই মৌলিক প্রশ্নগুলোর উত্তর উপেক্ষিত থেকেছে। ফল আমরা আজ চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি- অপরিকল্পিত নগরায়ণ, আঞ্চলিক বৈষম্য ও পরিবেশগত চাপ। বিশেষ করে ঢাকা মহানগর আজ সেই ব্যর্থতার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। দেশের প্রায় সব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, বিনিয়োগ ও সুযোগ-সুবিধা ঢাকাকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে।

অন্যদিকে দেশের বহু অঞ্চল উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। এই অসমতা শুধু অর্থনৈতিক নয়, সামাজিক ও পরিবেশগত ঝুঁকিও তৈরি করছে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও তা অর্জনের জন্য কোথায় কোন ধরনের বিনিয়োগ কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন নিয়ে আসতে পারে, তার বাস্তবায়ন কর্মকৌশল নির্ধারিত হয় 'সমন্বিত স্থানিক' পরিকল্পনায়।

স্থানিক পরিকল্পনা বাদ দিয়ে বা পেছনে রেখে বা বিচ্ছিন্ন রেখে যদি অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকাঠামো ঠিক করা হয়, তবে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে খুব বেশি সফলতা অর্জন করতে পারবে না, সেটা প্রমাণিত। তাই পরিকল্পনার অধিক্ষেত্র, পরিকল্পনাপদ্ধতি ও বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণ করতে শুধু অর্থনৈতিক নয়, অত্যাবশ্যকভাবে স্থানিক পরিকল্পনার বিষয়টিও যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়ে সম্পৃক্ত করতে হবে।

৩.

২০৩৪ সালের মধ্যে যদি বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার আসলেই ট্রিলিয়ন ছড়িয়ে যায়, তাহলে ধরে নেওয়া যায়, ২০৫০ সালের মধ্যে সেটা ৩ ট্রিলিয়নে পৌঁছাবে এবং প্রক্ষেপণ অনুযায়ী তখন বাংলাদেশে জনসংখ্যা হবে প্রায় ২২ দশমিক ৫ কোটি। তাহলে যদি ধরে নেওয়া যায় ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের অর্থনীতি বর্তমানের তুলনায় ৭৮ গুণ বৃদ্ধি পাবে এবং বর্তমান জনসংখ্যার আকারের সঙ্গে যোগ হবে আরও প্রায় ৫ কোটি মানুষ; তাহলে বড় ধরনের প্রশ্ন আসে, কোথায়

বাকি অংশ ২৫ পৃষ্ঠায়

আমরা আর কতকাল মিসকিন থাকব

মহিউদ্দিন আহমদ

এলডিসি বলতে আমরা একসময় বুঝতাম লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক। আমাদের অফিস-আদালতে তাদের পরিচয় ছিল 'নিম্নমান সহকারী' নামে। আমরা জানি, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশ এলডিসি (স্বল্পোন্নত দেশ) হিসেবে পরিচিত। বলা যেতে পারে 'কুখ্যাত'। এই স্তরের দেশগুলো আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে সবার নিচে। আমরা নিজেদের বাংলা ভাষায় 'অনুন্নত' বলতে চাই না। আদর করে বলি 'স্বল্পোন্নত'। স্বল্পোন্নত বলার মধ্যে একধরনের শ্লাঘাবোধ আছে। মানে, আমরাও উন্নত, তবে একটু কম।

দেশগুলোকে তিন স্তরে ভাগ করা হয়-স্বল্পোন্নত, উন্নয়নশীল ও উন্নত। উন্নয়নশীল দেশগুলোকে অনেক সময় মধ্য আয়ের দেশও বলা হয়। আসলে এলডিসির নিচে আর কোনো স্তর নেই। জাতিসংঘের দেওয়া সংজ্ঞা অনুযায়ী, এগুলো এমন দেশ, যা আর্থসামাজিক ও মানব উন্নয়ন সূচকে সবার নিচে অবস্থান করে। এক অর্থে এসব দেশকে দরিদ্রতম বলা যেতে পারে।

গরিবের আবার মানমর্যাদাবোধ টনটনে। হাবভাব, কথাবার্তা, চালচলনে সে বোঝানোর চেষ্টা করে, সে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার করা যাক। আমাদের শীর্ষ নেতারা এবং তাঁদের পারিষদ প্রায়ই দাবি করেন, আমাদের নেতা বিশ্বনেতা। কিছুদিন আগে দুটি বই নজরে এসেছিল। একটির নাম বঙ্গবন্ধু থেকে বিশ্ববন্ধু। আরেকটির নাম দেশরত্ন থেকে বিশ্বরত্ন। আদিখ্যেতা দেখাতে আমরা যে বিশ্বসেরা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ এবং অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ভঙ্গুরতা-এ তিন সূচকের ভিত্তিতে এলডিসি নির্ধারণ করা হয়। জাতিসংঘের একটি সংস্থা এটি নির্ধারণ ও পর্যালোচনা করে। সংস্থাটির নাম 'অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ' (ইকোসোক)। এই সংস্থার অধীন আছে একটি 'উন্নয়ন নীতিমালাবিষয়ক কমিটি' (কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি, সংক্ষেপে সিডিপি)। এটি প্রতি তিন বছর পরপর এলডিসিভুক্ত দেশগুলোকে ওপরে উল্লেখিত তিনটি সূচকের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করে। একটি এলডিসি সূচক পেরিয়ে গেলে সিডিপির সুপারিশের ভিত্তিতে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ এলডিসি থেকে তার উত্তরণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বাংলাদেশ ২০২৬ সালের ২৪ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে এলডিসির তালিকা থেকে বেরিয়ে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পাবে বলে নির্ধারিত রয়েছে।

এলডিসি হতে হলে একটি দেশের যেসব দোষ বা গুণ থাকা দরকার, তার একটি হলো জনসম্পদ। নিয়ম হলো, যেসব দেশের জনসংখ্যা ৭৫ মিলিয়ন বা সাড়ে সাত কোটিতে পৌঁছেছে বা ছাড়িয়ে গেছে, তারা এলডিসি হতে পারবে না। এ সূচক অনুযায়ী বাংলাদেশের এলডিসির তালিকায় থাকার কথা নয়। কারণটি যথার্থ।

একটি দেশের প্রধান সম্পদ হচ্ছে তার জনগণ। তামাম দুনিয়ায় এটি স্বীকৃত। কিন্তু আমাদের নেতারা জনগণকে সম্পদ মনে করেন না। তাঁদের কাছে মানুষ হচ্ছে বোঝা। তাই ১৯৭৫ সালে আমাদের সরকার রীতিমতো দরখাস্ত দিয়ে এলডিসির তালিকায় যুক্ত হওয়ার আবেদন জানিয়েছিল। বাংলাদেশ তখন সদ্য স্বাধীন। একটা যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি থেকে দেশ উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে।

এ দেশের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহানুভূতি প্রবল। জনসংখ্যার সূচকটিকে তখন নমনীয়ভাবে দেখার চেষ্টা হয়েছে। সেই সুযোগে আমরা হয়ে যাই এলডিসি। সত্তরের দশকে আমাদের চেয়েও গরিব দেশ ছিল ভিয়েতনাম। ভিয়েতনাম কিন্তু এলডিসি নয়। দেশের মান-ইজ্জত খুইয়ে কপালে 'আন্তর্জাতিক ভিখিরি'র তকমা লাগানোর ইচ্ছা তাদের ছিল না। এই আত্মমর্যাদাবোধ তাদের অনেক উঁচুতে নিয়ে গেছে, সেটি ফুটবল হোক কিংবা কৃষি বা শিল্প। বাংলাদেশ এখনো পড়ে আছে পেছনে।

আমাদের নেতা আর কর্মকর্তাদের শানশওকত দেখলে কে বলবে যে আমরা গরিব? জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সম্মেলনে আমরা প্রতিবছর ঘটা করে পাত্র-মিত্র-অমাত্যের বহর নিয়ে নিউইয়র্কে যাই। আমরা লিফট কেনার আগে সেটি দেখতে জার্মানি-ইতালি যাই। নিচ থেকে পাঁচতলায় একটা বালিশ তুলতে মুটে খরচের

বাকি অংশ ২৫ পৃষ্ঠায়

SUMMER SALE 2026

USA ⇋ DHAKA

Starting From

$1175+

Round Trip

Limited Seats Available

BOOK NOW 718-721-2012

www.digitaltraveltour.com

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

25-78 31st Street, New York, NY-11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

‘গুপ্ত’ নিয়ে তপ্ত রাজনীতি

ফাহিমা কানিজ লাভা

২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ‘গুপ্ত’ শব্দটি ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। আভিধানিক অর্থে শব্দটির অর্থ গোপন বা লুকানো। তবে বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিশেষ একটি গোষ্ঠীর দীর্ঘকালীন রাজনৈতিক কৌশলকে ইঙ্গিত করে শব্দটির ব্যবহার হচ্ছে।

এমনকি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানও নির্বাচনের আগে বিরোধীদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে ‘গুপ্ত’ শব্দটি উচ্চারণ করেছেন, যদিও তিনি কোনো দলের নাম উল্লেখ করেননি।

গতকাল মঙ্গলবার চট্টগ্রাম সরকারি সিটি কলেজে একটি গ্রাফিতিতে ‘গুপ্ত’ লিখে দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রদল ও শিবিরের সংঘর্ষ এই আলোচনাকে আবারও সামনে নিয়ে এসেছে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে আন্ডারগ্রাউন্ড বা গোপন তৎপরতা নতুন নয়। ১৯৭৪ সালে পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি, পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি, জাসদ ও গণবাহিনী, সাম্যবাদী দলসহ (এমএল) বেশকিছু দলের কার্যক্রমের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।

সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদীর নেতৃত্বে ১৯৪১ সালে জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠার পর থেকে দলটি পাঁচবার নিষিদ্ধ হয়। সর্বশেষ কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সহিংসতায় জড়িত থাকার অভিযোগে ২০২৪ সালের ১ আগস্ট তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার সন্ত্রাসবিরোধী আইনে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

কোনো দল বা সংগঠনকে নিষিদ্ধ করা হলে সেই দলটি আর প্রকাশ্যে রাজনীতি করার আইনি বৈধতা হারায়। ফলে তাদের গোপনে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হয়।

তবে বর্তমানে ‘গুপ্ত’ শব্দটি মূলত ইসলামী ছাত্রশিবিরকে উদ্দেশ্য করে ব্যবহৃত হচ্ছে। সংগঠনটির কয়েকজন কর্মী আওয়ামী লীগ সরকারের ১৫ বছরের শাসনামলে ছাত্রলীগের বিভিন্ন পদে ছিলেন। ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর তাদের আসল পরিচয় বা নতুন রাজনৈতিক অবস্থান সামনে আসার পর ‘গুপ্ত’ শব্দটি রাজনৈতিক মহলে বিদ্রূপ ও সমালোচনার হাতিয়ার হয়ে ওঠে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রলীগের একচ্ছত্র আধিপত্যের সময় টিকে থাকার জন্য তাদেরকে ‘কৌশলগত ছদ্মবেশ’ নিতে হয়েছে বলে দাবি করে ছাত্রশিবির।

তবে সমালোচকরা একে ভিন্ন নজরে দেখছেন। অভিযোগ রয়েছে, শিবিরের কর্মীরা ছাত্রলীগে গুপ্ত থেকে তাদের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে তাদের মতোই অন্যায় করে বেড়িয়েছে, অন্যায় সুবিধা ভোগ করেছে।

২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থানের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ছাত্রশিবিরের পূর্ণাঙ্গ কমিটি প্রকাশ্যে আসে। এতে সভাপতি হিসেবে সাদিক কায়েম ও সেক্রেটারি হিসেবে এস এম ফরহাদের নাম দেখা যায়।

পরবর্তীতে ২০২৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে জিতে সাদিক কায়েম সহ-সভাপতি (ভিপি) হন। তবে তার একটি পুরোনো ভিডিওতে দেখা যায়, সূর্যসেন হলে ‘নৌকা’ ‘নৌকা’ বলে স্লোগান দিচ্ছেন ও সেলফি তুলছেন সাদিক কায়েম।

অন্যদিকে, ফরহাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ২০২২ সালে ঘোষিত কমিটিতে ছিলেন। এছাড়া জসীমউদ্‌দীন হল ডিবেটিং ক্লাবের সভাপতি থাকাকালে ছাত্রলীগ নেতাদের সঙ্গে তার ছবি ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক মাধ্যমে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের সোহরাওয়ার্দী হল সভাপতি আবরার ফারাবীর ছাত্রলীগ সংশ্লিষ্টতা নিয়েও ব্যাপক আলোচনা হয়। তিনি একসময় ফেসবুকে শেখ হাসিনাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন এবং জামায়াত-শিবিরকে ‘খুনি’ আখ্যা দিয়েছিলেন। পরে তিনি স্বীকার করেন, ২০২২ সাল পর্যন্ত তিনি ছাত্রলীগের সাথে যুক্ত ছিলেন।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক সার্জিস আলমও অমর একুশে হল ছাত্রলীগের পদধারী ছিলেন বলে গণমাধ্যমে খবর আসে। আরেক সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লাহ ২০২০ সালে *বাকি অংশ ৩১ পৃষ্ঠায়*

মোবাইল সাংবাদিকতা নাকি ডিজিটাল হয়রানি?

আরাফাত রহমান

সাংবাদিকতার কাজ ক্ষমতাকে প্রশ্ন করা; অন্যায়, বৈষম্য, জবাবদিহিহীনতা সামনে আনা। মোবাইল সাংবাদিকতার মাধ্যমে সেই কাজকেই আরও দ্রুত, বিস্তৃত ও জনমুখী করার কথা ছিল। হাতে স্মার্টফোন থাকলে ঘটনাস্থল থেকে সঙ্গে সঙ্গে ছবি, ভিডিও, তথ্য পাঠানো যায়; বড় ক্যামেরা যেখানে পৌঁছাতে পারে না, সেখান থেকেও খবর তোলা সম্ভব হয়। অর্থাৎ, মোবাইল সাংবাদিকতা হওয়ার কথা ছিল সাংবাদিকতার পরিসর বাড়ানোর শক্তিশালী হাতিয়ার।

কিন্তু বাংলাদেশে এর এক অস্বস্তিকর, কদর্য ব্যবহার প্রায় নিয়মে পরিণত হয়েছে। বহু ক্ষেত্রে মোবাইল সাংবাদিকতা আর খবর সংগ্রহের মাধ্যম থাকছে না; সেটি ক্রমে মানুষকে, বিশেষ করে নারীদের প্রকাশ্যে ছোট করা, হেনস্তা করা, আর কনটেন্ট বানিয়ে ছড়িয়ে দেওয়ার হাতিয়ার হয়ে উঠছে।

চিত্রটি খুব অপরিচিত নয়। কোনো নারী একটি অনুষ্ঠান, সমাবেশ বা জনপরিসরে গেছেন। তিনি হয়তো এক মুহূর্তের জন্য শাড়ি ঠিক করছেন, ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন, কিংবা রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন। হঠাৎ দেখা যায়, কাছেই কোনো ফোনের ক্যামেরা তাকেই ‘খবর’ বানিয়ে ফেলেছে। অনুষ্ঠান নয়, ঘটনাও নয়, মূল ফোকাস ওই নারী। তারপর শুরু হয় ভিডিও, রিল, স্থিরচিত্র, ক্যাপশন, ইঙ্গিত, ঠাট্টা, লজ্জা, আর ভেসে ওঠা চটকদার ‘সংবাদ’। দেখলেই বোঝা যায় এটি সাংবাদিকতা নয়, কেবলমাত্র অপমানজনক কনটেন্ট।

এখানে সমস্যা ক্যামেরা নয়। সাংবাদিকরা জনসমাগম ধারণ করবেন, সাধারণ মানুষও জনপরিসরের মুহূর্ত রেকর্ড করবেন-সেটাই স্বাভাবিক। সমস্যা শুরু হয় তখন, যখন ক্যামেরা তথ্য দেওয়ার বদলে কারও অপ্রস্তুত মুহূর্ত উন্মুক্ত করার জন্য তাক করা হয়; যখন ঘটনা ব্যাখ্যার জন্য ফ্রেম বাছাই না করে বরং কাউকে বিব্রত করা হয়; যখন প্রেক্ষাপটের বদলে দর্শকের চোখকে নারীর শরীর, পোশাক বা ভঙ্গির দিকে ঠেলে দিতে ক্যাপশনের ব্যবহার করা হয়। সেই মুহূর্তেই একজন মানুষ কনটেন্টে পরিণত হন।

এই প্রবণতার বড় চালক এখন কিছু ফেসবুক পেজ, টিকটক অ্যাকাউন্ট, ইউটিউব চ্যানেল ও ভুঁইফোড় ‘নিউজ পোর্টাল। তারা অপমানকে বিক্রির জিনিস বানিয়েছে। আরও অস্বস্তিকর সত্য হলো, মাঝে মাঝে কিছু প্রতিষ্ঠিত গণমাধ্যমও একই ফাঁদে পা দিচ্ছে। তারা এমন ক্লিপ বা ছবি প্রকাশ করেছে, যার সঙ্গে জনস্বার্থের সম্পর্ক খুবই সামান্য। সেগুলো বরং কৌতূহল, দৃষ্টি ও শরীরী আগ্রহের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। ভুয়া পোর্টালগুলো কোনো নীতিমালা মানে না। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত গণমাধ্যমও যখন সাংবাদিকতার মানদণ্ড ভেঙে একই খেলায় নামে, তখন ক্ষতিটা অনেক গভীর হয়।

একটি পেজ তার নামের শেষে ‘টিভি’, ‘নিউজ’ বা ‘মিডিয়া’ জুড়ে দিলেই তা সাংবাদিকতা হয়ে যায় না। কাউকে অপমান করার ভিডিও বা ছবি আপলোড করা সাংবাদিকতা নয়। মানুষের দুর্বল মুহূর্তকে ভাইরাল করা জনস্বার্থ নয়। কারও লজ্জা, ভয় বা অস্বস্তিকে ‘কনটেন্ট’ বানানো সংবাদ নয়।

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে এক নারী আন্দোলনকর্মীকে আপত্তিকরভাবে ভিডিও করার অভিযোগে এক মাল্টিমিডিয়া সাংবাদিককে শিক্ষার্থীরা প্রশ্নবিদ্ধ করেন। একটি ভিডিওতে দেখা যায়, ওই নারী তাকে জিজ্ঞেস করছেন, কেন এমন ফুটেজ তিনি নিয়েছেন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির প্যাডে দেওয়া একটি মুচলেকার কথাও সামনে আসে। সেখানে বলা হয়, তিনি অপ্রয়োজনীয়ভাবে জুম করে ওই নারীকে ধারণ করেছিলেন। তিনি ভুল স্বীকার করেন এবং মুচলেকা দিয়ে ছাড়া পান। ঘটনাটি শুধু একজনের দোষের প্রশ্ন নয়; এটি দেখিয়েছে, সমস্যাটি পেশার ভেতরেই ঢুকে পড়েছে।

এই প্রবণতা শুধু বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সীমাবদ্ধ নয়। পুলিশের চেকপোস্টে তল্লাশির সময় অনেক ক্ষেত্রেই সেটাকে প্রদর্শনীতে পরিণত হয়। ক্যামেরা, ফোন, লাইভ, বুম, মাইক্রোফোন-সব মিলে একধরনের জনসমক্ষে উন্মোচন। একই প্রবণতা দেখা যায় পুলিশের অভিযানে, বিশেষ করে হোটেল অভিযানে। মানুষকে তাদের সবচেয়ে নাজুক অবস্থায় ভিডিও করা হয়। কে অপরাধী, কে নয়, আদালত বলার *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256

(To schedule appointment only)

Moin & Michael

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস

বিনামূল্যে পরামর্শ

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- **IMMIGRATION**

(Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

Attorney
Michigan Only.

Attorney
Michigan Only.

Attorney
New Jersey Only

Attorney, Buffalo
New York Only

Attorney
Connecticut Only

Attorney
Pennsylvania Only

WWW.MOINLAW.COM

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799

347-621-6640

মডেল থেকে রোলমডেল বিবি রাসেল বনাম পাবলিক আর্ট

সৈয়দ কামরুল

ফ্যাশন মডেল এরিনায়, ফ্যাশনম্যাগের কভারে এক সময়ের গ্লোবাল আইকন, ফ্যাশানিস্তা বিবি রাসেল।

বিবি কি অতিরিক্ত মূল্যায়িত - a persona bleached by the glare of too much public light?

আমাদের প্রাক-শিক্ষিত মিডিয়ার লোকজন শুধু অতিরঞ্জন করতে জানে; জানে না, তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ।

বিবিকে নিয়ে একখানা panegyric hype piece লেখা দিতে অনুরোধ করেছিল আমার এক নারীবাদী বন্ধু। দ্বিধায় পড়ে যাই। যে লেখায় পলেমিকস থাকবে না, সাংস্কৃতিক অপেক্ষবাদের প্রতর্ক থাকবে না, তা কেনো লিখবো!

সত্যি বলতে কি তখন পর্যন্ত আমি পেগি রাসেল সম্পর্কে যতোটুকু জানতাম তার সিকিভাগও বিবি রাসেল সম্পর্কে জানতাম না। হোমওয়ার্ক করতে গিয়ে দেখি বিবির একটা বর্ণাঢ্য জীবন ছড়ানো দুই ভুবনে - ঢাকার সেক্যুলার সাংস্কৃতিক পরিবেশ আর ট্রান্স-আটলান্টিক ফ্যাশন ভুবনে।

বিবি রাসেল প্রমিত ছন্দের স্পন্দন তুলে পরিশীলিত পায়ে হেঁটেছিলেন মিলান, প্যারী ও লন্ডনের রানওয়ে র‍্যাম্পে। মশহুর ফ্যাশানম্যাগের কভারে তার ভঙ্গী ছিল দাপটের। সেখানে ছিলেন তিনি আমাদের অপরূপ অহঙ্কার।

তিনি কি ছিলেন আমাদের অথেন্টিক কালচারাল ডিপ্লোম্যাট?

বিবি ট্রান্স-আটলান্টিক ফ্যাশনের যাদুকরী হাতছানি উপেক্ষা করে একটি চমৎকার সকালে ফিরে গেলেন ঢাকায়। তার ফেরার সঙ্গে ভারতীয় নাটকের এক কিংবদন্তী নাট্যবিদ হাবীব তানভীরের লন্ডন থেকে দিল্লীতে ফেরার একটা মিল দেখতে পাই। যার অন্তরে রয়েছে স্বদেশ সন্ধান।

হাবীব তার অন্বেষার নাটকের দিশা খুঁজে পেতে গিয়েছিলেন লন্ডনে, RADA অর্থাৎ রয়্যাল অ্যাকাডেমি অব ড্রামাটিক আর্টসে।

হাবিব রাডা এবং ওল্ড ভিক থিয়েটারে অনেকগুলো বছর নাটকের গবেষণা করেছিলেন। কিন্তু তার এষণা পূর্ণ হলো না। তিনি পেলেন না তার অন্বেষার দিশা। হাবিব বিফল মনোরথ, বিলেত ছাড়লেন। ফেরার পথে স্টপওভার করলেন বার্লিনে। সেখানে বেবে অর্থাৎ বের্টল্ট ব্রেখস্ট এর মঞ্চ নাটক দেখে আচমকা পেয়ে গেলেন তার ঈপ্সিত নাটক - মা ও মাটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী নাটক, ইন্ডিজেনাস নাটকের দিশা। ফিরতে ফিরতে হাবিব খুলতে থাকলেন রাডা'র অ্যাকাডেমিক নাট্যজ্ঞান, আনলার্ন করতে থাকলেন রাডার তালিম। খুলে ফেললেন রাডার রয়্যাল আলখাল্লা।

হাবিবের মতো বিবিও খুলে ফেললেন তার গা থেকে প্যারীর AIU কটিউর (haute couture) এবং গায়ে জড়িয়ে নিলেন গামছা - লোকজ জীবনের সঙ্গে মিশে যাওয়ার প্রতীকী ইশতেহার।

গামছার এ রকম ব্যবহার আগেও দেখেছি বঙ্গবীর নামক এক বিচিত্র প্রাণির স্তিমিত গ্রীবায় টাঙ্গাইলের সস্তা চটকদারী গামছা। একই গামছার দুই ধারা - রাজনীতির ফ্যাশন এবং ফ্যাশনের রাজনীতি। দুটোই ফ্লপ।

ফ্যাশন জগতটা এপলিটিক্যাল সেখানে রাজনীতি যেনো টাবু। মডেল এবং ডিজাইনার - দু'পক্ষকেই থাকতে হয় 'কুল পার্সোনা' সেজে।

ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রে ধর্মকে ফ্যাশন-পুলিশ বানিয়ে ফ্যাশন ডিজাইনারদেরকে শাসন করা হয়। ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি ডিজাইনার এবং মডেলদের হুকুম করে তারা যেনো পলিটিক্স ও স্যোসাল অ্যাক্টিভিজম থেকে বিরত থাকে।

ট্রান্স-আটলান্টিক ফ্যাশনের যে জগৎ, সেটা এক ধরণের সার্ফডম এবং সেখানকার বাসিন্দা অর্থাৎ মডেল, ডিজাইনার, ফ্যাশন-ম্যাগ, ম্যাগের সম্পাদক ও বিজ্ঞাপনদাতা - সবাই ক্রীড়নক গুটি কতোক বিকারগ্রস্থ লোকের হাতে।

ট্রান্স-আটলান্টিক ফ্যাশনবিদেরা ফ্যাশনের নামে নারী-সৌন্দর্যকে রি-ডিফাইন করে চলেছে। হাইপারথিন ইমেজ হচ্ছে তাদের চোখে নারী-সৌন্দর্য।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ওঁর 'ফিরোজা' গল্পে লিখেছেন, ফিরোজার পা দুটো যেনো স্বর্গের সিঁড়ি। সেই চরণ-স্বর্গকে এখন বানানো হচ্ছে পাঠকাঠির মতো লিকলিকে ঠ্যাং। সেই ঠ্যাংয়ের উপরে যে বডি-ট্র্যাঙ্ক, সেখানে বসিয়ে দেয়া হচ্ছে অগমেন্টেড ব্রেস্ট।

কার্টুন করে কয়।

যাদের বুকে ওরা সিলিকন ঢুকিয়ে অগমেন্টেড ম্যামপ্লাস্টি করতে পারে না, তাদের বুক ডিজিটাল প্রযুক্তি কৌশলে টেনে খায়েশ মতো বড় বানিয়ে ফ্যাশনম্যাগের কভারে ছাপছে।

এটা কি ধিক্কার দেয়ার মতে ঘটনা নয়?

নারী-মর্যাদায়নের ক্ষেত্রে এটা কি নিন্দনীয় নয়?

নারীর মর্যাদার বিপক্ষে এই অপমানজনক অধোঃগতি যারা করে চলেছে তাদের বিরুদ্ধে বিবি রাসেল কি কখনো কোনো প্রতিবাদ করেছেন?

সাতানব্বুইয়ের অক্টোবর সংখ্যা কজমোপলিটান এর প্রচ্ছদে মডেল, অভিনেত্রী এলিজাবেথ হার্লির স্তন ডিজিটালি পাঁচ ইঞ্চি স্ফীত করে ছেপেছিল। হার্লি

> এদেশে পেটসদের প্রতি প্রভুদের এ রকম হলে বলা হয় এনিম্যাল-ক্রুয়েলটি, যেটা আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অথচ মডেলদের বেলায় তা সেলিব্রিটি কালচার। কণ্ঠের হাড়, রিবন আর পেলভিক বোনস ভেসে উঠলেই কী নারী সৌন্দর্যের জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ে?

সেই বিকৃতির প্রতিবাদ করেছিলেন। ওই পর্যন্তই! হার্লির কণ্ঠে আর কেউ কণ্ঠ মিলিয়ে এগিয়ে আসেনি।

কারণ? ওই যে বললাম, 'কুল পার্সোনা' সেজে থাকতে হবে ফ্যাশন জগতের সবাইকে। তবে প্রতিবাদ কেউই করে না সেটা বলা যাবে না। কেউ কেউ মৃদু স্বরে প্রত্যুক্তির ললিত বাণী শোনায় বৈকি। ওরা ঝরাপাতা গো ঝরাপাতা। ওরা সব এক সময়ের মডেল ডিজাইনার, ফ্যাশানিস্তা। নিজ নিজ ক্ষেত্রে ভাটার টান পড়তেই ওরা রাতারাতি ফ্যাশন-অ্যাক্টিভিস্ট বনে যায় এবং তা 'pleasing sonic aesthetics' অর্থাৎ 'আনন্দদায়ক ধ্বনিতরঙ্গ নান্দনিকতার' মতো শব্দিত হয়। কিন্তু বিরুদ্ধ প্রত্যুক্তি কখনো শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তন্ময়তার মতো বাজে না।

বিবি রাসেল এখন শুধুই একজন ফ্যাশন মডেল নন; তিনি পুরো মাত্রায় একজন ফ্যাশন-অ্যাক্টিভিস্ট। সম্পূর্ণভাবে একজন 'কুল পার্সোনা'। প্রশ্ন জাগে, তার অবস্থানটা ব্যক্তিগত নিরাপদ খোয়াড় থেকে ঝুঁকিপূর্ণ সামাজিক প্রতিবাদের কোন্ স্পেকট্রাম বা জায়গায়?

অ্যাক্টিভিজমের শুরুটা ঘটে ব্যক্তিগত বলয়ে পট পাল্টানোর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে। "activism is all about taking action to bring about change. It is, ultimately, about disrupting the status quo. Change has to happen with each person individually before we can expect the system to change."

বিবি রাসেল কি ফ্যাশন জগতের status quo (স্ট্যাটাস কো) ভেঙ্গে সামাজিক প্রতিবাদের কাতারে মিলিত হতে পেরেছেন?

ফ্যাশন তো শুধু ফাংশনাল আর্ট নয়; পাবলিক আর্ট বটে। এ কথাটা তো আপা জানেন, design + design activism = Public art.

পাবলিক আর্ট পাল্টে দেয় স্যোসাল ল্যান্ডস্কেপ, ঐতিহ্যিক বুননে সামাজিক তাঁতে বুনে চলে সামাজিক ফ্যাব্রিকস, যেভাবে একজন ধীদীপ্ত সৃজনশীল ল্যান্ডস্কেপ আর্কিটেক্ট এর হাতে একটা দেশ হয়ে ওঠে দেখার মতো দেশ।

বিবি রাসেল এখন একজন ডিজাইনার অ্যাক্টিভিস্ট। লন্ডন থেকে দেশে ফিরে তিনি গড়ে তুলেছেন তার ডিজাইন হাউজ - বিবি প্রডাকশন, তার শিল্প-স্লোগান, 'ডিজাইন ফর লাইফ'। তিনি এই জীবনবাদী স্লোগান লিখে শুরু করেছেন তার সামাজিক বানিজ্য। বাংলাদেশে 'সামাজিক বানিজ্য' ফ্রেজটি আমাদের মনে অসূয়া ভাব, সিনিসিজম তৈরি করে।

বিবি কী অবলোকনের চোখ তুলে দেখেছেন আপন ঐতিহ্যের দিকে! তিনি কি প্রায় অপসৃয়মান প্রজাতির মতো হারিয়ে যেতে বসা বাংলার তাঁতী এবং তাঁত শিল্পকে পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছেন? তিনি কি তাঁতীদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং টানাপোড়েনের হাতে হাত রেখে যন্ত্রের দখল থেকে তাঁত শিল্পকে উদ্ধার করে তাঁতীদের শৈল্পিক হাতে ফিরিয়ে আনতে ব্রতী হয়েছেন। ভালোবাসা আর বিশ্বাসের নিগড় থেকে অভিশব্দিত স্লোগান - Save the weavers and help revive their dreams - এর বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন?

স্যাম বেনেগাল নির্মিত মানবিক দলিল, আশির দশকের শেষভাগে দেখা ফিচার ফিল্ম, 'সুসমান' এর কথা মনে পড়ল।

সঙ্গত কারণে প্রত্যাশা করা যেতে পারে তিনি হবেন না চিত্রার্পিত কুল-পারসোনা বা এপলিটিক্যাল ক্রিয়েচার। তিনি নিজে হবেন এবং তার আর্টিফ্যাক্টস হবে ঘরের এবং রাজপথের।

কিন্তু বাস্তবে কি তাকে ঘিরে আমাদের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটেছে? তিনি কি ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির status quo of isolation ভেঙে রাজপথে নির্যাতিত গার্মেন্টস শ্রমিকদের পক্ষে কখনো কোনো কথা বলেছেন, সহমর্মীতা দেখিয়েছেন?

না, তিনি তা করতে পারেন নি।

ঢাকার মিডিয়া বিবিকে 'বিবি আপা' ডাকে। ওদের ডাক অন্তরতম ডাক। এই ডাকটি খেটে খাওয়া দুঃখদীর্ণ মানুষের কণ্ঠে আদরের কোরাস হয়ে উঠতে না পারলে তা মিডিয়ার খোয়াড়ে আটক হয়ে থাকবে। তিনিও মগ্নমন পড়ে থাকবেন কলোনিয়াল নস্টালজা তে। তার পক্ষে হাবিব তানভীর এবং স্যাম বেনেগাল এর মতো অ্যান্টাই-কলোনিয়াল জীবনবাদী হওয়া সম্ভব হবে না।

ফ্যাশন একটি শক্তিশালী ল্যাঙ্গুয়েজ। সংস্কৃতির সহযাত্রী ফ্যাশন, সংস্কৃতিকে নিরবধি করতে তার জুড়ি জরুরি। ফ্যাশনকে বলা হয়, a combination of arts and aesthetics- অর্থাৎ, শিল্প আর নন্দনের যূথবদ্ধ চল। এটা একটা অনড় বৃক্ষের মতো যার একদিকে রয়েছে মাটির গভীরে শেকড়ের মতো দেশজ সংস্কৃতির বাঁধন। অপরদিকে, সেই বন্ধন আঁকড়ে চলমান নান্দনিক নির্মিতি। বলা যেতে পারে, স্থিত শেকড়ের উপরিভাগে পাতা ও ফুলের চঞ্চল আসা-যাওয়া।

ফ্যাশনের এই চঞ্চল দিকটার পাললিকতায় এসে মেশে ভিনদেশের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন এবং ট্রান্স-আটলান্টিক ফ্যাশনের বেলেল্লাপনা।

ফ্যাশনের আগ্রাসনকে ঠেকাতে দরকার ঐতিহ্য সচেতন ফ্যাশানিস্তা যিনি বোঝেন এবং বিশ্বাস করেন যে, ফ্যাশন কোন এলোমেলো ভাবনার আঁকিবুকি নয়, আকাশের ক্যানভাসে জলজ মেঘের ভেসে ভেসে হারিয়ে যাওয়া মেঘমালার কার্নিভাল নয়। ফ্যাশন হচ্ছে, শরীরের ক্যানভাসে সেক্যুলার পিন্ধন। ঐতিহ্যের আভরন।

আমরা আমাদের সুরের রাগে, নাচের মুদ্রায় ও যন্ত্রের অনুষঙ্গে নানান উৎস থেকে নিয়েছি অনেক - রাখালিয়া বাঁশীতে ক্লারিওনেট,একতারা দোতরা, ঢোল মন্দিরা খঞ্জনী ও সারিন্দার সঙ্গে ড্রামস, গীটার আর স্যাক্সোফোন। *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

ভিটামিন সি যুক্ত খাবার কেন খাবেন?

পরিচয় ডেস্ক : শরীর সুস্থ রাখতে বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন প্রয়োজন। এর মধ্যে অন্যতম হল ভিটামিন সি। এই ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া শরীরের জন্য খুবই জরুরি। ভিটামিন সি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্থাৎ ইমিউনিটি বাড়ায়। ইমিউনিটি সিস্টেম মজবুত থাকলে কোনো রোগ সহজে আপনাকে কাবু করতে পারবে না। এছাড়াও ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার খেলে আপনার ত্বক এবং চুলের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। ভিটামিন সি ত্বকের ইলাস্টিসিটি বা টানটান ভাব বজায় রাখতে সাহায্য করে। চুল পড়ার সমস্যা কমায় । হৃৎপিণ্ডের স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখে এই ভিটামিন। এর পাশাপাশি হাড়ের গঠন মজবুত করে এবং হাড়ের ক্ষয় রোধ করতেও সাহায্য করে ভিটামিন সি। চোখের স্বাস্থ্য ভাল রাখার ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ভিটামিন সি- র।

যেকোনও ধরনের লেবু জাতীয় ফলের মধ্যে ভিটামিন সি- এর মাত্রা যে সবচেয়ে বেশি থাকে, তা অনেকেরই জানা। এ ছাড়াও আরও অনেক খাবারেই ভিটামিন সি রয়েছে।

হলুদ রঙের ক্যাপসিকাম বা বেলপেপার : এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে বিটা ক্যারোটিন যা একপ্রকারের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং চোখের স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখে, দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে। হলুদ রঙের বেলপেপারে ফাইবারের পরিমাণও প্রচুর। এই খাবার খেলে হজমশক্তি ভাল হয় এবং পেটের যাবতীয় সমস্যা, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়।

কিউই ফল : কিউই ফলের মধ্যে ভিটামিন সি এবং ফাইবার, দুইয়ের পরিমাণই প্রচুর। এই ফল ওজন কমাতে সাহায্য করে।

পেয়ারা : পেয়ারার মধ্যে প্রচুর ভিটামিন সি রয়েছে। এছাড়াও এতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফাইবার আছে। নিয়মিত পেয়ারা খেলে হজমশক্তি ভাল হবে।

খাওয়ার পরেই চা খাওয়া কি ঠিক?

পরিচয় ডেস্ক : অনেকেই রয়েছেন যারা চা ছাড়া দিন শুরু করার কথা ভাবতেই পারেন না। কেউ কেউ দিনে একাধিক কাপ চা খান। চা খেলে শুধু ক্লান্ত ভাব কমে, এটা ঠিক নয়। বরং অতিরিক্ত চা পান শরীরের ক্ষতি করে। অনেকের অভ্যাস খাবার খাওয়ার পরেই চা খাওয়ার । এই অভ্যাস স্বাস্থ্যের জন্য একদমই ভালো নয়। এগুলি বড় রোগের ঝুঁকি বাড়াতে থাকে। সেই সঙ্গে পেটে নানা সমস্যা হয়। খাবার খাওয়ার পর চা খেলে আরও যেসব সমস্যা দেখা দেয়-

হজম ভালো হবে না

নিয়মিত খাবার খাওয়ার পর চা খেলে পেটের ওপর চাপ পড়বে। এতে পরিপাকতন্ত্রের নানা সমস্যা হবে। চাতে থাকা ক্যাফেইন, ট্যানিন খাবারকে ভালোভাবে হজম করতে দেবে না। এর ফলে পেটে ব্যথা , গ্যাস হবে। সেই সঙ্গে খাওয়ার ইচ্ছাও কমতে থাকে।

আয়রনের ঘাটতি

খাবার খাওয়ার পরেই চা খেলে শরীরে আয়রনের ঘাটতি হবে, শরীর খুব ক্লান্তি লাগবে।

দাঁতের ক্ষয় হবে

খাবার খাওয়ার পরেই চা খেলে দাঁত খারাপ হতে থাকবে। দাঁতের ক্ষতি হবে। চায়ে থাকা অ্যাসিড দাঁতের ক্ষয় করে। এর ফলে দাঁতে ব্যথা হবে, মুখে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হবে।

ঘুম ভালো হবে না

খোসাসহ না কি ছাড়া আদা খাওয়া উপকারী?

পরিচয় ডেস্ক : আদা শরীরের জন্য কতটা উপকারী সেটা কমবেশি সবারই জানা।এক কাপ গরম আদা চা খেলে নিমিষে ক্লান্তি কেটে যায়। আবার মাথা ধরা, জ্বর জ্বর ভাব দূর করতেও আদা চায়ের তুলনা নেই। এ কারণে চা তৈরির সময় কেউ খোসা ছাড়িয়ে, কেউ আবার চায়ে সরসারি খোসাসহ আদা থেঁতলে দেন। আবার যে কোনও রান্নার মসলা হিসাবে ব্যবহারের সময় আদার খোসা ছাড়িয়ে তা বেটে নেওয়া হয়।

অনেকেরই প্রশ্ন, আদা খোসা-সহ খাওয়া উচিত না কি খোসা ছাড়া? খোসায় কি বাড়তি কোনও পুষ্টিগুণ থাকে?

এ প্রসঙ্গে ভারতীয় পুষ্টিবিদ বীণা ভি বলেছেন, আদার খোসা খাওয়ায় কোনও সমস্যা নেই। তবে আদা টাটকা এবং খোসাটি পরিষ্কার হতে হবে। কারণ, চাষ করার সময় যেহেতু রাসায়নিক সারের প্রয়োগ হয়, কীটনাশক ব্যবহার করা হয়, তাই ভালো করে ধুয়ে না নিলে, স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে।

আদার খোসার উপকারিতা

পুষ্টিবিদরা বলছেন, আদার খোসাতেও অনেক পুষ্টিগুণ রয়েছে। এতে থাকা অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট, ফাইবার এবং নানা রকম যৌগ স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। পেটের স্বাস্থ্য ভাল রাখতেও আদার খোসার তুলনা নেই। পুষ্টিবিদ বীণার মতে, আদার খোসায় থাকা প্রদাহনাশক এবং অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল উপাদান হজমক্ষমতা, রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে।

আদার খোসার উপকারিতা থাকলেও খোসাসহ খাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু সতর্কতা অনুসরণ জরুরি। যেমন-

আদার খোসায় পচা ভাব, দাগ থাকলে তা কেটে বাদ দিতে হবে।

আপনার হার্ট কি সুস্থ নাকি অসুস্থ, শরীর নিজেই কি সংকেত দিচ্ছে?

ডালিম হার্ট-অ্যাটাকের ঝুঁকি কমাতেও সাহায্য করে

পরিচয় ডেস্ক : ডালিম উপকারী ফল এটা কম বেশি সবাই জানেন। কিন্তু অনেকেই জানেন না ডালিম খেলে কী কী উপকার হয়? সংক্রমণ প্রতিরোধ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি, স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার মতো উপকারিতা আছে ডালিমে। এমনকি হার্ট-অ্যাটাকের ঝুঁকি কমাতেও সাহায্য করে এ ফল।

ডালিমের পুষ্টিগুণ

১৪৪ গ্রাম ডালিমে ৯৩ ক্যালরি, ২ দশমিক ৩০ গ্রাম প্রোটিন, ২০ দশমিক ৮৮ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট ও ০ দশমিক ১৪ গ্রাম ফ্যাট থাকে। ডালিমে কমলা, আপেল ও আমের চেয়ে চারগুণ, আতা ও আঙ্গুরের চেয়ে দ্বিগুণ, বরই ও আনারসের চেয়ে প্রায় সাতগুণ বেশি ফসফরাস রয়েছে।

ডালিমের উপকারিতা

হার্ট-অ্যাটাকের ঝুঁকি কমায় : যারা নিয়মিত ডালিম খান, তাদের হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি অনেকটাই কমে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কেননা ডালিমে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, অ্যান্টিইনফ্লেমেন্টরি যৌগ থাকে; যা হার্টের জন্য যেমন ভালো, তেমনি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতেও সাহায্য করে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি : প্রতিদিন ডালিম খেলে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাকে বাড়বে। হাত পায়ের ব্যথা কমাতেও ডালিম কার্যকরী। কারণ এতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ভিটামিন এ থাকে।

রক্তশূন্যতা দূর : যাদের শরীরে রক্তের পরিমাণ কম, যারা রক্তশূন্যতার সমস্যায় অনেক দিন ধরে ভুগছেন, তারা প্রতিদিন ডালিম খান। এতে শরীরের লোহিত রক্তকণিকা বাড়বে।

ক্যানসারের ঝুঁকি কমবে : প্রতিদিন ডালিমের রস বা ডালিমের দানা চিবিয়ে খেলে ক্যানসারের ঝুঁকি কমে। এমনটাই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। শরীরের যেকোনো অংশের টিউমারের ঝুঁকি

গোলাপি না সাদা, শরীরের জন্য কোন পেয়ারা উপকারী?

পরিচয় ডেস্ক : পেয়ারা শরীরে জন্য খুবই উপকারী একটি ফল। বেশিরভাগ পেয়ারার বাইরের অংশ সবুজ হলেও ভিতরটি সাদা রঙের। আবার কিছু কিছু পেয়ারা আছে যেগুলোর ভিতরটা গোলাপি।

দেখতে এক রকম হলেও দু'ধরনের পেয়ারার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। লাল, গোলাপি রঙের পেয়ারার মধ্যে 'লাইকোপেন'নামক এক ধরনের উপাদান আছে যা সাধারণ পেয়ারায় নেই। এই লাইকোপেন'আসলে বিটা-ক্যারোটিন। অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টে সমৃদ্ধ গোলাপি বা লাল পেয়ারা হৃৎপিণ্ড এবং ত্বকের জন্য ভালো। অন্যদিকে সাদা পেয়ারায় লাইকোপেন না থাকলেও ভিটামিন সি এবং ফাইবারের পরিমাণ বেশি।

শুধু পুষ্টিগুণ নয়, স্বাদের দিক থেকেও দু'টি পেয়ারা আলাদা। সাদা পেয়ারা খেতে কিছুটা কষ্টা ধরনের। তবে গোলাপি পেয়ারা সাধারণত মিষ্টি হয়। বেশির ভাগ বাজারে যে পেয়ারাটি পাওয়া যায়, সেটি একটু শক্ত প্রকৃতির হয়, পাকলে তা নরম হতে পারে। কিন্তু গোলাপি পেয়ারাটি কাঁচা অবস্থাতেই নরম প্রকৃতির।

পেয়ারা না কেটে গোলাপি না সাদা, বুঝবেন কী করে?

বাইরে থেকে দেখলে পেয়ারা গোলাপি না সাদা তা সহজে বোঝা যায় না। তবে কিছু বিষয় জানা থাকলে সহজেই চেনা যায়। যেমন, সাদা পেয়ারার বাইরের অংশটি সাধারণত গাঢ় সবুজ রঙের হয়। পাকলে তা হলদে রং ধারণ করে। কিন্তু যে পেয়ারার ভিতরের অংশটি লাল বা গোলাপি, সেটির বাইরের অংশটি সাধারণত কাঁচা অবস্থাতেই হলদেটে সবুজ ধরনের হয়। পাকলে তা পুরোপুরি হলুদ রঙের হয়ে যায়।

শীতের সকালে করলার রস কেন খাবেন

পরিচয় ডেস্ক : শীতকালে খাওয়া দাওয়া বেশি হয়। এসময় পিঠা-পায়েস-বিরিয়ানিসহ নানা মজাদার খাবার পাতে থাকে। তাছাড়া বিয়ে-জন্মদিন-বিবাহবার্ষিকীর দাওয়াত তো আছেই। এত ভুরিভোজের পর অনেকের রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যায়। অনেকের ওজন বেড়ে যায়। আবার শরীরে অনেক বিষাক্ত পদার্থ প্রবেশ করে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।

শীতে সুস্থ থাকতে তাই রোজ সকালে করলার রস খাওয়ার পরামর্শ দেন পুষ্টিবিদরা। কেননা করলায় রয়েছে ভিটামিন এ, বি, সি এবং ই। এ ছাড়া জিঙ্ক, পটাশিয়ামের মতো খনিজও রয়েছে এই সবজিতে। রোগ প্রতিরোধ থেকে ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণ-করলার গুণে সবই সম্ভব। খেতে খারাপ লাগলেও করলার রস কিন্তু শরীরের জন্য উপকারী।

করলার রস খেলে যেসব সমস্যা দূর হবে

ঙ শীতের সময় গুড়ের মিষ্টি, পিঠাপুলি এবং মিষ্টি জাতীয় খাবার খাওয়া হয়ে থাকে। এ সময় যদি সকালে এক গ্লাস করলার রস খাওয়া যায়, তাহলে রক্তে শর্করার মাত্রা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে থাকে।

ঙ শরীরের সব দূষিত পদার্থও বের করে দেয় করলার রস। সকালে এক গ্লাস করলার রস খেলে রক্ত পরিষ্কার হয়।

ঙ করলার রস হজমশক্তিও বাড়ায়। রোজ সকালে করলার রস খেলে পেট পরিষ্কার থাকে। ক্ষুধা বাড়ে। বাড়ে বিপাকহার।

ঙ বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, করলার রসে এমন কিছু উপাদান রয়েছে, যেগুলো ক্যানসার প্রতিরোধক হিসাবে কাজ করে। করলার বীজ থেকে নিষ্কাশিত তেল স্তন, লিভার এবং কোলন ক্যানসার প্রতিরোধে বিশেষভাবে কার্যকরী।

চিকেন স্টু

পরিচয় ডেস্ক :'চিকেন স্টু' খুবই স্বাস্থ্যকর একটি পদ। এটি তৈরিতে মাংসের পাশাপাশি ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজি।
উপকরণ: ৫০০ গ্রাম মুরগির মাংস, ২ টেবিল চামচ আদা-রসুন বাটা, ২ টেবিল চামচ লেবুর রস, আধা চা চামচ হলুদ গুঁড়া, ১ চা চামচ গোলমরিচ, ধনিয়া ও জিরার গুড়া, ২টি তেজপাতা, ৩টি এলাচ, ৩টি লবঙ্গ, ১টি দারুচিনি, ৪টি কাঁচামরিচ, ২টি ছোট সাইজের পেঁয়াজ, আধা কাপ বরবটি, ১টি গাজর কুচি, ২টি আলু কুচি, কর্নফ্লাওয়ার, ঘি বা মাখন এক চা চামচ।
পদ্ধতি: প্রথমে চিকেনের টুকরো আদা-রসুন বাটা, হলুদ গুঁড়ো, লবণ ও লেবুর রস দিয়ে ভালো করে মেরিনেট করে রাখুন ১৫ মিনিটের জন্য।
এরপর প্যানে ঘি বা মাখন গরম করে অল্প থেঁতো করা লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি, তেজপাতা ও পেঁয়াজ কুচি দিয়ে নিন। এরপর সব সবজি ও বাকি থাকা সবকিছু দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে দিন। এবার চিকেনের টুকরোগুলো দিয়ে দিন।
ভালো করে ভাজা হলে এক লিটার মতো পানি দিয়ে রান্না করুন। ঝোল একটু ঘন করতে চাইলে নামানোর আগে সামান্য কর্নফ্লাওয়ার মিশিয়ে দিন। ব্যস তৈরি হয়ে গেলো সুস্বাদু চিকেন স্টু। তারপর গরম গরম পরিবেশন করুন।

মুরগির পাতলা ঝোল

পরিচয় ডেস্ক :সেহরিতে রান্না করতে পারেন দেশি মুরগির পাতলা ঝোল। যা সারাদিন আপনাকে স্বস্তি দিতে পারে রোজায়। খুব কম সময়ে এবং কম উপকরণে এই রেসিপিটি তৈরি করতে পারবেন।
উপকরণ: মুরগির মাংস ১ কেজি, পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ, আদা-রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, হলুদ গুঁড়া ১ চা চামচ, মরিচ গুঁড়া দেড় চা চামচ বা স্বাদমতো, জিরা গুঁড়া ১ চা চামচ, আলু ছোট টুকরা করে ১টা, লবণ স্বাদমতো, রান্নার তেল ২ টেবিল চামচ, দারুচিনি ১ টুকরো, এলাচ ২টা, তেজপাতা ১টা
পদ্ধতি: প্রথমে মুরগির মাংস ভালো করে ধুয়ে নিন। আলু কেটে ধুয়ে রাখুন। চুলায় প্যান বসিয়ে তেল গরম করুন। এবার পেঁয়াজ হালকা ভেজে নিন। আস্ত গরম মসলা দিয়ে একটু ভেজে আদা-রসুন বাটা দিয়ে কষিয়ে নিন। মসলার কাঁচা গন্ধ চলে গেলে লবণ, হলুদ, মরিচ গুঁড়া, জিরা গুঁড়া দিয়ে কষাতে থাকুন। চাইলে সামান্য পানি দিয়ে কষাতে পারেন।
যখন দেখবেন মসলা থেকে তেল উপরে উঠে আসছে তখন মুরগির মাংস দিয়ে মিশিয়ে বেশ কিছুক্ষণ কষিয়ে আলু দিয়ে দিন। মুরগি থেকে যে পানি বের হবে তা দিয়েই রান্না করতে থাকুন। যখন মুরগির কাঁচাভাব চলে গিয়ে ৬০ শতাংশ রান্না হয়ে যাবে এবার প্রয়োজন মতো ঝোলের পানি দিয়ে রান্না করুন। সবশেষে গরম মসলা গুঁড়া ও ভাজা জিরা গুঁড়া দিয়ে নামিয়ে নিন।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

চিকেন ঘি রোস্ট

পরিচয় ডেস্ক :পোলাওয়ের সঙ্গে মুরগির রোস্ট ছাড়া জমেই না। বাড়িতে অতিথি এলে কিংবা ঘরোয়া আয়োজনে এ পদ তৈরি না করলেই নয়। বিশেষ করে মুরগির রোস্ট সব আয়োজনেই রাখা হয়। তবে স্বাদ বদলাতে এবার তৈরি করতে পারেন মুরগির ঘি রোস্ট। জেনে নিন রেসিপি-

উপকরণ: মুরগির মাংস ১ কেজি, টকদই আধা কাপ, হলুদ গুঁড়া আধা চা চামচ, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, গুড় ২ টেবিল চামচ, কারিপাতা ১ আঁটি, ঘি ৬ টেবিল চামচ, শুকনো মরিচ ৩টি, আস্ত গোলমরিচ ৭-৮টি, লবঙ্গ ৩টি, মৌরি ১ চা চামচ, আস্ত ধনে দেড় টেবিল চামচ, আস্ত জিরা আধা চা চামচ, রসুন ৭-৮ কোয়া এবং তেঁতুল বাটা দেড় টেবিল চামচ।

পদ্ধতি: একটি পাত্রে মুরগির মাংসের সঙ্গে টকদই, হলুদ গুঁড়া, লেবুর রস ও আধা চা চামচ লবণ দিয়ে ২-৩ ঘণ্টা ম্যারিনেট করে ফ্রিজে রেখে দিন। এরপর শুকনো মরিচ, মৌরি, জিরা, ধনে, লবঙ্গ ও আস্ত গোলমরিচ হালকা আঁচে ভেজে নামিয়ে ঠান্ডা করে নিন। এবার সব ভাজা মসলা গুঁড়া করে নিতে হবে।

তারপর একটি প্যানে ঘি গরম করে ম্যারিনেট করা মাংস ১০ মিনিট ভেজে নিন। কড়াইয়ে আবার ঘি গরম করে রসুন বাটা ফোঁড়ন দিন। এরপর তেঁতুলের ক্বাথে ভাজা মসলার গুঁড়া মিশিয়ে কড়াইতে ঢেলে দিন।

মসলা ভালো করে কষানো হলে ভেজে রাখা মাংস মিশিয়ে নিন। তারপর লবণ আর গুড় মিশিয়ে দিন। যতক্ষণ না মাংস পুরোপুরি সেদ্ধ হয়ে আসছে রান্না করে নিন।

মাংস সেদ্ধ হয়ে এলে একটি ছোট পাত্রে ঘিয়ে কারিপাতা ফোড়ন দিয়ে মাংসের ওপর ঢেলে দিলেই তৈরি হয়ে যাবে মুরগির ঘি রোস্ট। নান, রুটি কিংবা পরোটার সঙ্গে দারুণ মানিয়ে যাবে এই পদ।

আচারি বিফ খিচুড়ি

পরিচয় ডেস্ক :খিচুড়ি খাওয়ার উপযুক্ত সময় হলো বর্ষা আর প্রচণ্ড শীত। বাইরে এখন হিমশীতল বাতাস, এই ঠান্ডা আবহাওয়ায় ধোঁয়া ওঠা খিচুড়ির সঙ্গে যদি গরুর মাংসের ভুনা থাকে তাহলে তো কথায় নেই।

উপকরণ: গরুর মাংস দেড় কেজি, মুগ ডাল আধা কাপ, মসুর ডাল আধা কাপ, চাল ১ কেজি, হলুদ গুঁড়া ১ চা চামচ, সরিষার তেল ১ কাপ, ধনে গুঁড়া আধা চা চামচ, জিরা গুঁড়া আধা চা চামচ, লবণ স্বাদমতো, গরম মসলা ১ চা চামচ, শুকনো মরিচ ১ চা চামচ, আচার ১ কাপ, কাঁচা মরিচ ইচ্ছামতো ও ১৪. পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ।

পদ্ধতি: মাংস ছোট করে কেটে সব মসলা দিয়ে কষিয়ে রান্না করে নিন। সবশেষে পছন্দের আচার দিয়ে নেড়ে নামিয়ে নিন। মাংস অবশ্যই ভালো করে ভুনা করতে হবে। অন্যদিকে এরপর মুগ ডাল ভেজে ধুয়ে নিতে হবে।

তারপর চাল ও ডাল সব মসলা ভেজে নিন। পরিমাণমতো পানি দিয়ে ঢেকে রান্না করুন খিচুরি। এবার খিচুরি ও আচারি বিফ পরিবেশন করুন একসঙ্গে। এর সঙ্গে আচার ও সালাদ পরিবেশ করুন।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

Ghoroa
Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com
Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432,
UNDER RENOVATION
Brooklyn Location:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

KHAN'S TUTORIAL

Bengali New Year Sale Extended!

Save Up To $200 OFF
Our Signature Programs

Every program. One offer. Limited time.

Grades 3-6

Summer Enrichment Camp

ELA & Math
May to November 2026

50% OFF
5 Months + 1 Month FREE

Grade 7

SHSAT Prep

Stuyvesant | Bronx Science
Brooklyn Tech

$300 OFF
Khan's Signature SHSAT Prep

Grades 8-10

Regents Prep

Earth Science | Chemistry | Physics
Algebra I | Geometry | Algebra II

20% OFF
+ FREE Regents Classes

All HS Students

SAT Prep

Saturday 10 AM to 2 PM
Now to June 27

$200 OFF
Khan's Signature SAT Prep

Visit Any Khan's Location Near You

Jackson Heights
37th Ave & 74th St

Jamaica
Wexford Terr & 177th St

Brooklyn
Church Ave & Dahill Rd

Bronx
Castle Hill & Starling Ave

Astoria
Crescent St & 30th Ave

Ozone Park
101 Ave & 86th St

Bellerose-LI
Hillside Ave & 258th St

Hillside-Parsons
161 St & Hillside Ave

Digital - Online
Available Everywhere

Call (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

আমরা আর কতকাল মিসকিন থাকব

১৪ পৃষ্ঠার পর

বিল বানাই ছয় হাজার টাকার। ৫০ হাজার টাকার ল্যাপটপ কিনি ৩ লাখ টাকায়। প্রচণ্ড গরমে দরজা-জানালা বন্ধ করে স্যুট-টাই পরে এসি চালিয়ে আর বাতি জ্বালিয়ে বসে থাকি।

আমাদের স্বল্পশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত নেতারা না জেনে না বুঝে অনেকে কিছু বলেন। জানার আগ্রহটুকুও নেই তাঁদের। অথবা তাঁরা ধরে নেন, তাঁরা সবজান্তা। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটি কথা প্রায়ই বলতেন, 'বাংলাদেশ ছিল অনুন্নত। আমার বাবা দেশকে এলডিসিতে উন্নীত করেছিলেন। আমি এটিকে মধ্য আয়ের দেশ বানিয়েছি।' তিনি ভেবেছিলেন, এলডিসি বোধ হয় উন্নয়নের একটি সনদ বা সোপান। এর নিচে যে আর কিছু নেই, এটি তাঁর মাথায় ঢোকেনি।

এলডিসি হওয়ার সুবাদে আমরা অনেক দয়াদাক্ষিণ্য পাই। যেমন আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে 'সফট লোন'। বিশ্বব্যাংক বা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক থেকে আমরা যে ঋণ পাই, তার সার্ভিস চার্জ সর্বোচ্চ ১ শতাংশ। ঋণ শোধ দিতে হয় ৪০ বছরের মধ্যে। প্রথম ১০ বছর রেয়াত পাওয়া যায়, অর্থাৎ ঋণের কোনো কিস্তি শোধ দিতে হয় না। ৪০ বছর পর টাকার মান কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে, তা আমরা আন্দাজ করতে পারি। এক অর্থে বলা যায়, এই ঋণ অনেকটা অনুদানের মতোই।

এ ছাড়া স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য আছে নানান সুবিধা। অনেক শিল্পোন্নত দেশে আমরা সুবিধাজনক শর্তে পণ্য রপ্তানি করতে পারি। শিল্পোন্নত দেশগুলো থেকে যে দ্বিপক্ষীয় সাহায্য আমরা পাই, বিশেষ করে ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা আর অস্ট্রেলিয়া থেকে, তার সবটাই অনুদান। বিদেশে পেটেন্ট করা সব ওষুধ আমরা কম দামে পাই। আমাদের কোনো রয়্যালটি দিতে হয় না। আমাদের দেশের অনেকেই চিকিৎসার জন্য ব্যাংকক-সিঙ্গাপুরে যাই। সেখানে ওষুধের দাম বেশি। এর কারণ হলো রয়্যালটি। এলডিসি না হলে আমরা এসব সুবিধা পেতাম না।

জাতিসংঘের সদস্যসংখ্যা ১৯৩, তার মধ্যে এলডিসি ৪৬টি। বেশির ভাগই আফ্রিকায়, ৩৩টি। এশিয়ায় ৯টি, আরব অঞ্চলে আছে শুধু ইয়েমেন। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আছে তিনটি। লাতিন আমেরিকায় আছে কেবল হাইতি। এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে বেশ কয়েকটি দেশের মাথাপিছু আয় এবং জীবনযাত্রার মান আমাদের চেয়ে ভালো হওয়া সত্ত্বেও তারা এখনো এলডিসি। এদের জন্য প্রযোজ্য সূচক হলো 'পরিবেশগত ভঙ্গুরতা'। এরা অনেকেই ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র, কেউবা 'ল্যান্ডলকড' (অনেকগুলো দেশের মাঝখানে অবস্থিত, যার সঙ্গে সমুদ্রের সংযোগ নেই)।

বাংলাদেশ সব সূচকেই এলডিসির মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু এলডিসি থেকে বেরিয়ে গেলে যেসব সুবিধা আর পাওয়া যাবে না, তা নিয়ে চলছে আহাজারি। দেশের জিডিপি যতই বাড়ুক, বেশির ভাগ মানুষ তো গরিব। তাদের কী হবে? এ অজুহাত তুলে এলডিসি থেকে উত্তরণের সময়সীমা আরও বাড়ানোর জন্য চলছে আবেদন-নিবেদন আর তদবির। এই কাফেলার সামনের কাতারে আছেন একদল ব্যবসায়ী আর তাঁদের সহযোগী বুদ্ধিজীবী। তাঁরা দেশটাকে গরিবই রেখে দিতে যান। যাঁরা তৈরি পোশাক রপ্তানি করেন, তাঁরা বলছেন, এর ফলে তাঁরা অন্যান্য রপ্তানিকারক দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠবেন না। আসলে কি তাই? ভিয়েতনাম পারলে আমরা কেন পারি না?

একবার এলডিসি হলে সেই চক্কর থেকে বেরিয়ে আসা খুব কঠিন। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর প্রধান অনুষঙ্গ হলো স্বৈরাচার ও দুর্নীতি। তারা ঋণ করে ঘি খায়। একটি শ্রেণির হাতে অঢেল সম্পদ। বাকিরা তলানিতে। কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে দেশকে স্বয়ম্ভর করে তোলার চেয়ে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘোরাফেরা করার মানসিকতা প্রবল। দেশ গোল্লায় যাক, আমি তো বেশ আছি-এই মন্ত্রে বুঁদ হয়ে আছেন আমাদের নেতারা আর 'বিশিষ্ট' নাগরিকেরা।

আমাদের নেতা আর কর্মকর্তাদের শানশওকত দেখলে কে বলবে যে আমরা গরিব? জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সম্মেলনে আমরা প্রতিবছর ঘটা করে পাত্র-মিত্র-অমাত্যের বহর নিয়ে নিউইয়র্কে যাই। আমরা লিফট কেনার আগে সেটি দেখতে জার্মানি-ইতালি যাই। নিচ থেকে পাঁচতলায় একটা বালিশ তুলতে মুটে খরচের বিল বানাই ছয় হাজার টাকার। ৫০ হাজার টাকার ল্যাপটপ কিনি ৩ লাখ টাকায়। প্রচণ্ড গরমে দরজা-জানালা বন্ধ করে স্যুট-টাই পরে এসি চালিয়ে আর বাতি জ্বালিয়ে বসে থাকি।

তারপরও আমরা এলডিসি থেকে যেতে চাই। যথেষ্ট সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আমরা প্রচণ্ড রকমের একটা অপচয়ের অর্থনীতি বয়ে বেড়াচ্ছি আর দুনিয়াজুড়ে ভিক্ষুকের মতো হাত পাতছি। সাধে তো লোকে আমাদের 'মিসকিন' বলে না!

প্রশ্ন হলো, এলডিসি হিসেবে আমরা তো ৫০ বছর পার করলাম। আর কত? আর কতকাল মিসকিন থাকব? কবে আমরা সাবালক হব?

মহিউদ্দিন আহমদ লেখক ও গবেষক

* মতামত লেখকের নিজস্ব

বাংলাদেশের উন্নয়নের অদৃশ্য সমস্যা

১৪ পৃষ্ঠার পর

হবে এই অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ এবং কোথায় থাকবে এই ২২ দশমিক ৫ কোটি জনগণ? কীভাবেইবা সংস্থান হবে তাদের বাড়িঘর, হাটবাজার, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, শিল্পকারখানা, অফিসআদালত, অবকাঠামো, খেলার মাঠ, পার্কসহ অন্যান্য নাগরিক পরিষেবা ব্যবস্থা?

২০৫০ সাল নাগাদ তো আমাদের দেশের আয়তন বেড়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই! বর্তমান দেশের আয়তনের ৬০ শতাংশ এলাকাকে কৃষিজমি হিসেবে গণ্য করা হয়, শুষ্ক মৌসুমে জলাভূমি ২০ শতাংশ এবং বনভূমির পরিমাণ হলো ১২ শতাংশ, যেখানে ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশের মানদণ্ড অনুযায়ী বনভূমি থাকা উচিত ছিল ২৫ শতাংশ। তাহলে এই ৯২ (৬০+২০+১২) শতাংশ ব্যতিরেকে বাকি ৮ শতাংশ এলাকায় কি ২০৫০ সাল নাগাদ বর্ধিত জনগোষ্ঠীসহ ৭৮ গুণ বড় অর্থনৈতিক বিস্তারের এই বিশাল কর্মযজ্ঞ সুবিন্যস্ত করা সম্ভব? সুতরাং বাংলাদেশের প্রতিটি ইঞ্চি জমি পরিকল্পিত ব্যাবহারের বিকল্প নেই। সারা দেশব্যাপী নদনদী, খালবিল, জলাশয়, উত্তরপূর্বের হাওর বাঁওড় অঞ্চল, উত্তরপশ্চিমের বরেন্দ্র অঞ্চল, দক্ষিণের উপকূলীয় অঞ্চল, পাহাড়ি অঞ্চলের আলাদা আলাদা ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্টের কারণে জনমানুষের জীবনধারাও হয়েছে বৈচিত্র্যময়। হাইড্রোলজিক্যাল সিস্টেম বিবেচনায় পুরো বাংলাদেশকে ৮টি হাইড্রোলজিক্যাল অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে এবং কৃষি উৎপাদনব্যবস্থার নিরিখে ভাগ করা হয়েছে ৩০টি অ্যাগ্রো-ইকোলজিক্যাল জোনে। এ ছাড়া রয়েছে প্রাণপ্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য সুন্দরবনসহ বিশেষ সংরক্ষিত এলাকা। এই বৈচিত্র্য বিবেচনায় নিয়ে অর্থনৈতিক কৌশল নির্ধারণ করতে হলে সমন্বিত স্থানিক পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়ন ছাড়া সম্ভবপর নয়।

পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কারসাধন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

অর্থনৈতিক কৌশল কমিটির জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ। তারা যদি শুধু অর্থনৈতিক সূচক নির্ধারণে সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে তাদের রিপোর্ট হয়তো কাগজেই সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু যদি তারা সমন্বিত স্থানিক পরিকল্পনাকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি বাস্তবায়নযোগ্য কাঠামো তৈরি করতে পারে, তাহলে সেটি বাংলাদেশের উন্নয়নের গতিপথ বদলে দিতে পারবে।

৪.

বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ বদ্বীপ হিসেবে পরিগণিত এবং ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগকবলিত দেশের তালিকায় প্রথম দিকে অবস্থিত। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙন ইত্যাদির সঙ্গেই মানিয়ে নিতে হয় আমাদের দৈনন্দিন জীবন। উপরন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকির মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন; ইতিমধ্যে জলবায়ুর প্রভাবের কারণে কারণে সৃষ্টি হয়েছে নানাবিধ প্রতিকূলতা। তাপমাত্রা বৃদ্ধি, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাসহ লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে কৃষি উৎপাদনসহ বিভিন্ন খাত ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (এনএপি) এবং গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাসের পরিকল্পনা (এনডিসি ৩.০) প্রণয়ন করে থাকলেও এর বাস্তবায়নপ্রক্রিয়ায় তিনস্তরবিশিষ্ট সমন্বিত স্থানিক পরিকল্পনার বিষয়টি এখনো যথোপযুক্তভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। বদ্বীপ পরিকল্পনা; জাতীয় পানিসম্পদ পরিকল্পনা; ভৌত অবকাঠামো পরিকল্পনা; শিল্প ও বিনিয়োগবিষয়ক পরিকল্পনা; পরিবহন ও জ্বালানিবিষয়ক পরিকল্পনা; পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জলবায়ুবিষয়ক পরিকল্পনা এবং নীতিকৌশলগুলোকেও বিচ্ছিন্নভাবে না রেখে স্থানিক পরিকল্পনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দীর্ঘমেয়াদি সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি।

বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক

BANGLADESH SOCIETY, INC

সদস্য সংগ্রহ অভিযান

জ্যাকসন হাইটস — নবান্ন রেস্টুরেন্টের সামনে — ১৮ এপ্রিল, শনিবার ২০২৬ — বিকেল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৯টা পর্যন্ত

ওজন পার্ক — মতিন রেস্টুরেন্টের সামনে — ২০ এপ্রিল, সোমবার ২০২৬ — বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত

ব্রুকলিন — রাধুনী রেস্টুরেন্টের সামনে — ২৫ এপ্রিল, শনিবার ২০২৬ — বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত

জ্যামাইকা — স্টার কাবাব রেস্টুরেন্টের সামনে — ২৬ এপ্রিল, রোববার ২০২৬ — বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত

ব্রঙ্কস — গোল্ডেন প্লেসের সামনে — ২৭ এপ্রিল, সোমবার ২০২৬ — বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন আগামী অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনে যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে ইচ্ছুক তাদেরকে অবশ্যই আগামী ৩০ জুনের মধ্যে সদস্য নবায়ন অথবা নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

আমন্ত্রণে

আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি, ৯১৭-২৯৪-০৯৭০

মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক, ৯১৭-৩০২-০৪৪৩

মো: মহিউদ্দীন দেওয়ান *(সিনিয়র সহ-সভাপতি)* ৯১৭-৫২৩-১৩৪৪, মো: কামরুজ্জামান কামরুল *(সহ-সভাপতি)* ৭১৮-৯৭১-৪৭৬৯, আবুল কালাম ভূইয়া *(সহ-সাধারণ সম্পাদক)* ৯১৭-৮৯২-৭১৯৯, মফিজুল ইসলাম ভূইয়া (রুমি) *(কোষাধ্যক্ষ)*, ৩৪৭-৮৯৬-২৮০২, ডিউক খান *(সাংগঠনিক সম্পাদক)* ৯১৭-৭৮৩-৫৪৯৯, অনিক রাজ *(সাংস্কৃতিক সম্পাদক)* ৯৩৪-৪৪৪-১৮৬৩, রিজু মোহাম্মদ *(প্রচার ও গণসংযোগ সম্পাদক)* ৭১৮-৫৮১-৬৬৩৭, জামিল আনসারী *(সমাজকল্যাণ সম্পাদক)* ৩৪৭-৮৩৩-১০২৮, মো: আখতার বাবুল *(সাহিত্য সম্পাদক)* ৬৪৬-৫৭৫-৭০৫৩, আশ্রাব আলী খাঁন লিটন *(ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক)* ৯১৭-৪৯৭-২৮৩৯, মোহাম্মদ হাসান (জিলানী) *(স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক)* ৯১৭-৯৭১-৭৭৯৩, *কার্যকরী সদস্য:* হারুন উর রশিদ ৯১৭-৪৪৩-৭৮৩৮, জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী ৭১৮-৭৩৭-২৭৪৮, মোঃ সিদ্দিক পাটওয়ারী ৭১৮-২১৯-৭৯৭৭, আবুল কাশেম চৌধুরী ৬৪৬-৫১০-৬২৪৫, মুনসুর আহমেদ ৯২৯-৯২০-৬০৫৬ ও হাসান খান ৩১৩-৩২৭-৯৪১৮

www.bangladeshsocietyinc.com

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্ট্রিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

সব খাতে একক ১৫ শতাংশ ভ্যাট

১০ পৃষ্ঠার পর

"স্ট্যান্ডার্ড ভ্যাট রেট সবার জন্য একই হবে। যাদের জন্য প্রযোজ্য তারা রেয়াত পাবেন। যত কঠিনই হোক, আমরা এ দিকেই এগোব।" তিনি বলেন, "ভ্যাট হার ১৫ শতাংশ হবে এবং অগ্রিম আয়কর (এআইটি) নিয়ে কোনো আপস করা হবে না।"

প্রসঙ্গত, আমদানি পর্যায়ে এআইটি পরিশোধ করা হয়।

বর্তমানে এনবিআরের স্ট্যান্ডার্ড ভ্যাট হার ১৫ শতাংশ। তবে ব্যবসায়ীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ১৫ শতাংশের পাশাপাশি হ্রাসকৃত বা ট্রাঙ্কেটেড হারে ভ্যাট আদায় করা হচ্ছে। এতে ভ্যাট ব্যবস্থা বিকৃত হচ্ছে বলে মত উন্নয়ন সহযোগীদের।

সব ক্ষেত্রে একক ভ্যাট কাঠামো চালুর উদ্যোগ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) সুপারিশের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আব্দুর রহমান খান বলেন, ভ্যাট পরিশোধে অনুগত্য এখনো বড় চ্যালেঞ্জ। তিনি বলেন, "একটি অংশ নিয়মিত ভ্যাট দেয়, আরেকটি অংশ দেয় না। এতে নিয়ম মেনে চলা করদাতাদের ওপর চাপ বাড়ে।"

২০১২ সালে দেশে একক ভ্যাট হার রাখার বিধান রেখে নতুন ভ্যাট আইন পাস হয়েছিল। তবে পরে ব্যবসায়ীদের চাপে বিভিন্ন খাতে ভিন্ন ভিন্ন হার চালু করে সেই নীতি থেকে সরে আসে সরকার।

মিস ডিক্লারেশন নিয়ে ব্যবসায়ীদের উদ্বেগ

মিস ডিক্লারেশনের কারণে সৎ ব্যবসায়ীরা ব্যবসা থেকে হারিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থায় পড়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন ব্যবসায়ী নেতারা।

একই সভায় অন্তত তিনজন ব্যবসায়ী নেতা বলেন, আমদানির সময় প্রকৃত মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্য ধরে অ্যাসেসমেন্ট করায় তাদের বেশি কর দিতে হচ্ছে।

বাংলাদেশ ইলেকট্রিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি মহসিন ভূঁইয়া বলেন, "মিস ডিক্লারেশনের কারণে সৎ ব্যবসায়ীরা টিকে থাকতে পারছেন না।"

তিনি প্রশ্ন তোলেন, "এর জন্য শুধু কি ব্যবসায়ীরাই দায়ী? অন্য কেউ দায়ী নয়?"

মঙ্গলবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে এনবিআর কার্যালয়ে প্রাক-বাজেট আলোচনায় এসব বিষয় তুলে ধরেন ব্যবসায়ীরা।

অনুষ্ঠানে আমদানিকারকরা অভিযোগ করেন, কাস্টমস হাউজগুলোতে প্রকৃত আমদানি মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্য ধরে ভ্যালুয়েশন করা হয়। ফলে তাদের বেশি আমদানি কর দিতে হয় এবং পণ্যের দাম বেড়ে যায়।

বাংলাদেশ সাসটেইনেবল অ্যান্ড রিনিউএবল এনার্জি অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি বলেন, সোলার প্যানেল যে দামে আমদানি করা হয়, তার প্রায় তিনগুণ বেশি মূল্য ধরে মূল্যায়ন করা হয়। এতে আমদানি কর তিনগুণ বেড়ে যায়।

একই অভিযোগ করেন বাংলাদেশ ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন অব ট্রান্সফরমারস অ্যান্ড সুইচগিয়ারসের প্রতিনিধি।

তিনি বলেন, একটি ট্রান্সফরমারের কম্পোনেন্টের আমদানি মূল্য ১,৪০০ ডলার হলেও তা ২,৮০০ ডলার ধরে অ্যাসেস করা হচ্ছে।

এ সময় এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন, "ব্যবসায়ীরা ধরে নিয়েছেন সৎভাবে ব্যবসা করা যাবে না।"

তিনি আবারও বলেন, সবার মধ্যে কর পরিশোধে অনুগত্য নিশ্চিত করা এখনো কর কর্তৃপক্ষের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ, একটি অংশ নিয়ম না মানলে যারা নিয়ম মেনে চলে তাদের ওপর চাপ আরও বাড়ে।

অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের বৈশ্বিক

১০ পৃষ্ঠার পর

দেশের কাছে থাকা মজুতকে বোঝানো হয়েছে।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের উদ্ধৃতি দিয়ে ওই বিশ্লেষকরা একটি নোটে জানিয়েছেন, চলতি মাসের শেষ নাগাদ এই গুরুত্বপূর্ণ জলপথ দিয়ে তেল সরবরাহ পরিস্থিতির উন্নতি হতে শুরু করলেও, মজুত কমার এই ধারা অব্যাহত থাকবে। তারা আরও বলেন, আগামী মে মাসের মধ্যে হরমুজ প্রণালি পুনরায় খুলে দেওয়া হলেও, বিশ্বব্যাপী তেলের মজুত হ্রাসের এই প্রবণতা মে এমনকি জুন মাস পর্যন্ত প্রলম্বিত হবে।

ইরান যুদ্ধের কারণে এপর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যের উৎপাদকদের দৈনিক প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ ব্যারেল কেবল অপরিশোধিত তেলেরই উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। চলতি মাসের শুরুতে আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থার (আইইএ) প্রধান ফাতিহ বিরল জানিয়েছিলেন, অপরিশোধিত এবং পরিশোধিত পণ্য মিলিয়ে-তেলের রপ্তানি প্রতিদিন আনুমানিক ২ কোটি ব্যারেল কমে গেছে। তিনি আরও যোগ করেন, যুদ্ধে এই অঞ্চলে ৮০টিরও বেশি তেল ও গ্যাস স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যা পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছে।

এদিকে যুদ্ধ যত দীর্ঘায়িত হবে, তেল উৎপাদন তত বেশি ব্যাহত হবে। আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান নোমুরা চলতি মাসের শুরুতে সতর্ক করে বলেছিল, মার্চ মাসে প্রতিদিন অতিরিক্ত ২৩ লাখ ব্যারেল তেল উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এক বছর আগের তুলনায় বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে তেল উৎপাদন দৈনিক ৯৩ লাখ ব্যারেল কমেছে, যা সরবরাহের ক্ষেত্রে ৫৭ শতাংশের এক চরম উদ্বেগজনক ঘাটতির সমতুল্য।

ইতোমধ্যে বিভিন্ন সংস্থার বিশ্লেষকরা সতর্ক করে বলেছেন, এই উৎপাদন পুনরায় আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে কয়েক মাস সময় লেগে যাবে। কেউ কেউ এমনও বলছেন যে, উৎপাদনের স্বাভাবিক হার ফিরে আসতে এ বছরের শেষ পর্যন্ত সময় লেগে যেতে পারে। আইইএ-র প্রধান ফাতিহ বিরলের মতে, মধ্যপ্রাচ্যে উৎপাদনের স্বাভাবিক হার ফিরিয়ে আনতে প্রকৃতপক্ষে দুই বছর পর্যন্ত সময় লাগতে পারে।

সরবরাহ স্বাভাবিক হওয়ার এই সময়সীমা একেক দেশের ক্ষেত্রে একেক রকম হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, উদাহরণস্বরূপ, উৎপাদন যুদ্ধপূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সৌদি আরবের তুলনায় ইরাকের অনেক বেশি সময় প্রয়োজন হবে।

ঋণখেলাপিরা এখন রাজনৈতিক

১০ পৃষ্ঠার পর

মন্তব্য করে এই অর্থনীতিবিদ আরও বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো তাদের ইশতেহার ভোটারদের কাছে কার্যকরভাবে পৌঁছাতে পারছে না। এমনকি দলের অনেক সদস্যই নিজেদের ইশতেহারের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন না। নীতি আলোচনার সংস্কৃতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে রেহমান সোবহান বলেন, কতজন আলোচকের সরাসরি সরকারে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে? তিনি বলেন, প্রশাসনের ভেতরে কাজ করার অভিজ্ঞতা না থাকলে সংস্কারের বিষয়টি পুরোপুরি বোঝা সম্ভব নয়। কে সংস্কার চান, কে এর বিরোধিতা করেন এবং কেন অনেক সময় সংস্কার সফলভাবে বাস্তবায়িত হয় না-সরকারে কাজ না করলে তা অনেক সময় বোঝা যায় না। পরিকল্পনা কমিশনে কাজ করার সময়কার অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সংস্কারের আইন পাশ করা মূল চ্যালেঞ্জ ছিল না। পুলিশ সংস্কারের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, এর সাফল্য পরিমাপ করা উচিত বাস্তবে তার ফলাফল দিয়ে। যদি জবাবদিহিতার ব্যবস্থা চালু করা হয়, তবে তা সাধারণ মানুষ ও সাংবাদিকরা সময়ের ব্যবধানে পরীক্ষা করে দেখবেন। এটাই হবে সংস্কারের প্রকৃত পরীক্ষা বলেন তিনি। রেহমান সোবহান বলেন, বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) যেসব সংস্কার প্রস্তাব দেয়, সেসবের অনেকগুলোই নতুন নয়। বরং কয়েক দশক ধরে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন সরকারের আমলে এগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

তার মতে, অনেক সময় ঋণের অর্থ ছাড়ের জন্য সরকার সংস্কারের ক্ষেত্রে সামান্য কিছু অগ্রগতি দেখায়, আবার উন্নয়ন সহযোগীদেরও দেখানোর তাগিদ থাকে যে অর্থ ব্যয় হয়েছে।

দীর্ঘমেয়াদে আসলে কী ঘটছে, তা খুব কমই খতিয়ে দেখা হয় বলেন তিনি।

পারফরম্যান্সভিত্তিক বাজেট ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা

রেহমান সোবহান বলেন, সরকারি ব্যয়ের মাধ্যমে কী ফলাফল অর্জিত হচ্ছে, তা জনগণকে দেখানোর জন্য তিনি বারবার পারফরম্যান্সভিত্তিক বাজেট ব্যবস্থার প্রস্তাব দিয়েছেন। বর্তমানে শুধু ব্যয়ের হিসাব দেওয়া হচ্ছে, যাতে ফলাফলের কোনো বিশ্লেষণ থাকছে না বলেন তিনি।

স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, এই খাতগুলোতে বরাদ্দ কম থাকে বলে অভিযোগ থাকলেও প্রায়ই দেখা যায় বরাদ্দকৃত অর্থ পুরোপুরি ব্যবহৃত হচ্ছে না। তার প্রশ্ন, বরাদ্দের অর্থ ঠিকভাবে ব্যবহার না হলে সমস্যাটা তাহলে কোথায়?

দীর্ঘ বিলম্ব কাটিয়ে চট্টগ্রামে গতি পাচ্ছে চীনা অর্থনৈতিক

১০ পৃষ্ঠার পর

প্রকল্পসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি ও সমঝোতা প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এগুলো সম্পন্ন হলে প্রকল্পের মূল অবকাঠামোর নির্মাণকাজ শুরু হবে। আনোয়ারায় প্রায় ৭৮৩ একর জমিতে সরকারি ভিত্তিতে (জিটুজি) চাইনিজ ইকোনমিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন (সিইআইজেড) নির্মাণ করা হচ্ছে। নয় বছরের বেশি সময় ধরে ঝুলে থাকা এ প্রকল্পে বিপুল বিনিয়োগের সম্ভাবনা থাকলেও ডেভেলপার অ্যাগ্রিমেন্ট না হওয়ায় এতদিন কাজে গতি আসেনি।

তবে অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে প্রকল্পটি ঘিরে নতুন করে তৎপরতা শুরু হয় এবং বর্তমানে কাজের গতি আরও বেড়েছে বলে জানিয়েছে বেজা।

জানা গেছে, প্রকল্পটি বিলম্বিত হওয়ার পেছনে একাধিক কারণ রয়েছে। শুরুতে অবকাঠামো উন্নয়নের দায়িত্ব দেওয়ার কথা ছিল চায়না হারবার ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিকে (সিএইচইসি)। কিন্তু তাদের সঙ্গে চুক্তি না হওয়ায় কয়েক বছর সময় নষ্ট হয়।

পরে ২০২২ সালে চীনা সরকারের পক্ষ থেকে চায়না রোড অ্যান্ড ব্রিজ করপোরেশনকে (সিআরবিসি) নতুন ডেভেলপার হিসেবে মনোনীত করা হয়।

এছাড়া ডিপিপি প্রণয়ন ও অনুমোদন প্রক্রিয়াও দীর্ঘ সময় নিয়েছে। প্রকল্পটির অফসাইট অবকাঠামো-যেমন সড়ক, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানি সংযোগ-বেজা বাস্তবায়ন করবে, আর অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন কাজ করবে ডেভেলপার কোম্পানি। এই দুই অংশের কাজ এখনো পুরোপুরি সমন্বিতভাবে এগোয়নি।

বেজার একাধিক সূত্র জানায়, অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনে চীনের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক চুক্তি থাকলেও ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রোকিউরমেন্ট অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন (ইপিসি) কন্ট্রাক্ট নিয়ে আলোচনা চলছিল, যা এখন শেষ পর্যায়ে। এ চুক্তি চূড়ান্ত হলেই ডেভেলপমেন্ট অ্যাগ্রিমেন্টের পথে এগোবে বেজা।

১৪ মার্চ এক বৈঠকে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) ও বেজার নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী প্রধানমন্ত্রীর কাছে চীনা অর্থনৈতিক অঞ্চলসহ ১৮০ দিনের কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করেন।

এর পর গত সপ্তাহে বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বৈঠকে প্রকল্পটির অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেন তিনি। আশিক চৌধুরী বলেন, "বৈঠকটি ফলপ্রসূ হয়েছে এবং আনোয়ারার এই অর্থনৈতিক অঞ্চলকে অগ্রাধিকারভুক্ত প্রকল্প হিসেবে এগিয়ে নেওয়ার বিষয়ে উভয় পক্ষ একমত হয়েছে। সিআরবিসির সঙ্গে ল্যান্ড ডেভেলপার অ্যাগ্রিমেন্ট জুনের মধ্যে করা সম্ভব হবে বলে আমরা আশাবাদী।চ

বিডা জানায়, বৈঠকে চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বলেন, সিইআইজেড প্রকল্পের অগ্রগতি চীনা বিনিয়োগকারীদের জন্য ইতিবাচক বার্তা দেবে। বেজার উপসচিব মোহাম্মদ জাকারিয়া মিঠু বলেন, "জমি অধিগ্রহণ পুরোপুরি সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটি চীনা ঋণের আওতায় বাস্তবায়িত হবে এবং চীনা সরকার মনোনীত প্রতিষ্ঠানই উন্নয়ন কাজ পরিচালনা করবে।চ

তিনি জানান, সম্ভাব্য বিনিয়োগ খাত হিসেবে টেক্সটাইল, ফার্মাসিউটিক্যালস ও লাইট ইঞ্জিনিয়ারিংকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

প্রকল্প কাঠামো ও অর্থায়ন

বেজা জানায়, চট্টগ্রামের আনোয়ারায় চীনা অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনে একটি ফাস্ট-ট্র্যাক প্রকল্প নেওয়া হয়েছে, যার ব্যয় ধরা হয়েছে ৪ হাজার ৫৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে ২২১.১৮ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ২ হাজার ১৩৬ কোটি টাকা) প্রেফারেন্সিয়াল বায়ার্স ক্রেডিট হিসেবে চীন সরকারের কাছ থেকে আসার কথা রয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় একটি জেটি নির্মাণ, জেটি থেকে সিইআইজেডে সংযোগ সড়ক, কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার (সিইটিপি) এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে।

চীনা সরকারের প্রতিনিধিত্বকারী চায়না রোড অ্যান্ড ব্রিজ করপোরেশন জিটুজি ভিত্তিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। ২০২৯ সালের জুনের মধ্যে প্রকল্পটি শেষ হওয়ার কথা রয়েছে।

বেজা জানায়, কর্ণফুলী নদীর পূর্ব তীরে, কর্ণফুলী টানেল থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে এ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা হচ্ছে। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ, বিশেষ করে চীনা বিনিয়োগ আকর্ষণে ২০১৬ সালে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের ঢাকা সফরের সময় এ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়।

বর্তমানে জিটুজি ভিত্তিতে দেশে দুটি বিদেশি অর্থনৈতিক অঞ্চল অনুমোদন রয়েছে। এর মধ্যে নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে জাপানি অর্থনৈতিক অঞ্চলে ইতোমধ্যে তিনটি প্রতিষ্ঠান উৎপাদনে গেছে, যা তুলনামূলক দ্রুত অগ্রগতির উদাহরণ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, দীর্ঘদিনের স্থবিরতা কাটিয়ে এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দেশের শিল্পায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং দেশি-বিদেশি, বিশেষ করে চীনা বিনিয়োগ আকর্ষণে বড় প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে।

মোবাইল সাংবাদিকতা নাকি ডিজিটাল হয়রানি?

১৬ পৃষ্ঠার পর

আগেই ক্লিপ অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ে। মুখ দেখানো হয়, পরিচয় ফাঁস হয়, কৌতুক হয়, রায় দিয়ে ফেলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। শুরু হয় মিডিয়া ট্রায়াল।

এই ক্ষতি কেবল নারীর শরীরকে পণ্য বানানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শাহবাগে সমকামী সম্প্রদায়ের সদস্য বলে অভিযোগ তুলে কয়েকজনকে মারধরের ঘটনায়ও একই প্রবণতার অভিযোগ এসেছে। ভুক্তভোগীরা বলেছেন, নিজেদের মোবাইল সাংবাদিক পরিচয় দেওয়া কিছু লোক তাদের চলাচলে বাধা দেয়, অনুমতি ছাড়া ভিডিও করে, এমনকি হামলার মাঝেই অপমানজনক, অশালীন ও ইঙ্গিতপূর্ণ প্রশ্ন করতে থাকে। অর্থাৎ, মানুষের বিপদও এখন কনটেন্ট। ভয়, অপমান, আতঙ্ক, সামাজিক দুর্বলতা-সবই বাজারজাত করা যায়।

এটি কেবল নীতির প্রশ্ন নয়; এটি আইন, নিয়ন্ত্রণ ও রাষ্ট্রের দায়িত্বের প্রশ্ন। দণ্ডবিধির ৫০৯ ধারা স্পষ্ট করে বলছে, কোনো নারীর শ্লীলতাহানি বা গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্যে শব্দ, অঙ্গভঙ্গি বা আচরণ শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কিন্তু বাস্তবে নারীর অপমানকে কনটেন্টে পরিণত করা ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সেই গুরুত্ব খুব কমই দেখা যায়। সাইবার আইন, ডিজিটাল নজরদারি, কনটেন্ট অপসারণ-এসব তখনই বেশি সক্রিয় দেখা যায় যখন রাজনীতি জড়িত থাকে বা ক্ষমতাবানদের স্বার্থে আঘাত লাগে।

কিন্তু যখন নারী বা অন্য কোনো নাজুক জনগোষ্ঠীর মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়, তখন রাষ্ট্রের সেই তৎপরতা চোখে পড়ে না। নিবন্ধিত গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায় আরও বেশি। সরকার যদি নিবন্ধন দেয়, তাহলে সেই বৈধতার অপব্যবহার হলে দায়ও তাকে নিতে হবে। সতর্কবার্তা, ব্যাখ্যা চাওয়া, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, প্রয়োজনে আইনি ব্যবস্থা-সবই সম্ভব। নিবন্ধন কখনোই শিকারি আচরণের ঢাল হতে পারে না।

আর অপরাধী যদি হয় এমন কোনো অনিবন্ধিত পেজ বা পোর্টাল, যারা নামের সঙ্গে 'নিউজ' লিখে মানুষের মর্যাদা হরণ করে, তাহলে রাষ্ট্রের দায় কমে না। বরং আরও স্পষ্ট হয়। সরকার ভুক্তভোগীর অভিযোগের অপেক্ষায় বসে থাকতে পারে না। অনেকেই হয়তো জানেনই না যে তাদের ছবি বা ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। দ্রুত অভিযোগ গ্রহণ, কনটেন্ট অপসারণ, প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে সমন্বয়, পুনরাবৃত্ত অপরাধী শনাক্তকরণ-এসবের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা দরকার। একজন সাংবাদিক হিসেবেই এসব কথা আমি বলছি। কারণ, আমি দেখছি, এই সংস্কৃতি শুধু নারীদের নয়, সাংবাদিকতাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করছে। প্রতিবার যখন অপমানকে 'মিডিয়া' নামের মোড়কে পরিবেশন করা হয়, সাংবাদিকতার বিশ্বাসযোগ্যতা কমে। প্রতিবার যখন কোনো নারীকে নিউজ লোগোর নিচে টোপে পরিণত করা হয়, মানুষ সংবাদমাধ্যমের ওপর আস্থা আরেকটু হারায়। এ কারণে একে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার প্রশ্ন বলে পাশ কাটানো যাবে না। একজন নারীকে, কিংবা অন্য কোনো নাজুক মানুষকে শিকারি ক্যামেরার সামনে ঠেলে দেওয়া স্বাধীনতা নয়; এটি নিপীড়ন। আর শিকারি লেন্স থেকে কাউকে রক্ষা করার অর্থ সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর আঘাত নয়, বরং নাগরিকের মর্যাদার অধিকার রক্ষা করা। যদি মিডিয়ার নামে এসবকে প্রশ্রয় দিতে থাকি, তাহলে সাংবাদিকতা নিজেই সেই সমস্যার অংশ হয়ে উঠবে, যা তার উন্মোচন করার কথা ছিল।

লেখক: দ্য ডেইলি স্টারের একজন সাংবাদিক, যিনি শিক্ষা, সুশাসন, মানবাধিকার ও জনজবাবদিহিতা নিয়ে লেখালিখি করেন।

বীরশ্রেষ্ঠদের নামে জাতীয় সংসদের গ্যালারিগুলোর

৮ পৃষ্ঠার পর

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। সংসদ ভবনের ভেতরে স্থাপিত নতুন নামফলকে এখন স্থান পেয়েছে বীরশ্রেষ্ঠদের নাম।

জাতীয় সংসদের জনসংযোগ দপ্তর থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

নতুন নামকরণ অনুযায়ী, ভিআইপি গ্যালারি-১ বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর, ভিআইপি গ্যালারি-২ বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী হামিদুর রহমান, গ্যালারি-৩ বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফ, গ্যালারি-৪ বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান, গ্যালারি-৫ বীরশ্রেষ্ঠ ইঞ্জিন রুম আর্টিফিসার মোহাম্মদ রুহুল আমিন, গ্যালারি-৬ বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ এবং গ্যালারি-৭ বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী মোস্তফা কামালের নামে নামকরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে সংসদ ভবনের মূল প্রবেশ পথের নামকরণ করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল এম এ জি ওসমানীর নামে।

Law Office of Mahfuzur Rahman

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)

সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।

ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)

ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেটে প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK

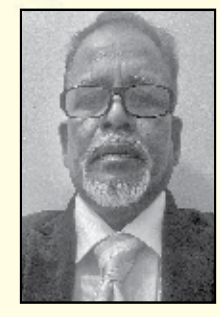

MIRZA M ZAMAN
(SHAMIM) - CEO

আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন

LOWEST GUARANTEED PRICES

Emirates ETIHAD AIRWAYS QATAR AIRWAYS KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

মর্টগেজ
এর মাধ্যমে বাড়ি কিনুন

SMG FUNDING

স্বল্প আয়?
কোনো সমস্যা নেই

ডিরেক্ট লেন্ডার

কোনো আয় দেখানোর প্রয়োজন নেই,
ব্যাংক স্টেটমেন্টও লাগবে না

এক বছর ট্যাক্স ফাইল (৯০৯৯) এবং মাত্র ৫%
ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাড়ি কিনতে পারবেন

ট্যাক্সি ক্যাব ও ব্যবসার মালিকদের
জন্য রয়েছে বিশেষ প্রোগ্রাম

হোমকেয়ারে যারা কাজ করেন
তাদের জন্যও থাকছে বিশেষ সুবিধা

যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে,
তারাও বাড়ি কিনতে পারবেন

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.

139-27 QUEENS BLVD, SUITE2,
JAMAICA, NY 11435

AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799

Empire Care Agency

LHCSA Licensed Home Health Care

PCA / HHA SERVICE

WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours

OUR SERVICES
- Skilled Nursing
- Home Health Aides
- Medicaiton Remindrs
- Meal Preparation
- Personal Care
- Light Housekeeping

হোম কেয়ার সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন

আমরা
সর্বোচ্চ পেমেন্ট
দিয়ে থাকি

$23
Per Hour Giver to
PCA & HHA
Care Giver

NURUL AZIM
CEO
516-451-3748

WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH

119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415

516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

বিপর্যস্ত জনজীবন ও শিল্প উৎপাদন

১০ পৃষ্ঠার পর

অন্যদিকে, খুলনায় জ্বালানি সংকট ও যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ১০টি কেন্দ্রের মধ্যে ৬টিই বর্তমানে বন্ধ।

এই সংকটের প্রভাব ইতিমধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোতে পড়তে শুরু করেছে। কারখানাগুলোতে উৎপাদন কমে যাওয়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে, ব্যবসার খরচ বাড়ছে এবং চলতি বোরো মৌসুমে সেচ কাজ নিয়ে কৃষকরা চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন।

চাহিদা ও সরবরাহের ব্যবধানে তীব্র হচ্ছে লোডশেডিং

জেলাভেদে বিদ্যুৎ সরবরাহে এই ঘাটতি ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিচ্ছে। বিদ্যুতের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে বড় ধরনের ব্যবধান লক্ষ করা যাচ্ছে।

স্থানীয় পল্লী বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের তথ্যমতে, গাজীপুরে ৪৮৫ মেগাওয়াট চাহিদার বিপরীতে সরবরাহ ছিল ৩৪৯ মেগাওয়াট, অর্থাৎ লোডশেডিং হয়েছে প্রায় ২৮ শতাংশ।

সাভারে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ। কোনো কোনো দিন লোডশেডিং ৪৫ শতাংশ ছাড়িয়ে যাচ্ছে। যেমন, গত বৃহস্পতিবার সাভারে ৩১৯ মেগাওয়াট চাহিদার বিপরীতে সরবরাহ ছিল মাত্র ১৭৫ মেগাওয়াট।

সিলেটে গড়ে ৪০ শতাংশ লোডশেডিং হচ্ছে। মোট চাহিদা প্রায় ৪৭৭ মেগাওয়াট (বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড বা পিডিবির অধীনে ১৭০ মেগাওয়াট ও পল্লী বিদ্যুতের অধীনে ৩০৭ মেগাওয়াট)। এর বিপরীতে সিলেটে সরবরাহ পাওয়া যাচ্ছে যথাক্রমে ১৩০ ও ১৬৭ মেগাওয়াট; ফলে বড় ধরনের ঘাটতি থেকে যাচ্ছে।

খুলনায় ৬৫০-৬৭০ মেগাওয়াট চাহিদার বিপরীতে সরবরাহ পাওয়া যাচ্ছে ৫৪০-৫৭০ মেগাওয়াট। ফলে ঘাটতি থাকছে ১১০ মেগাওয়াট পর্যন্ত। এছাড়া এই অঞ্চলের গ্রামীণ এলাকাগুলোতে আরও ২০০-৩০০ মেগাওয়াট অতিরিক্ত ঘাটতি রয়েছে।

কর্মকর্তারা জানান, বরিশালে ১৬০-১৭০ মেগাওয়াট চাহিদার বিপরীতে বিদ্যুৎ সরবরাহ ৩৩ শতাংশ পর্যন্ত কম হতে পারে, যার ফলে নিয়মিত বিরতিতে লোডশেডিং করতে হচ্ছে।

বারবার বিদ্যুৎ বিভ্রাটে অতিষ্ঠ জনজীবন

চাহিদার তুলনায় সরবরাহের ক্রমবর্ধমান ঘাটতিতে ঘন ঘন ও দীর্ঘস্থায়ী লোডশেডিং হচ্ছে। চলমান গরমের মধ্যে এই পরিস্থিতি জনজীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে লোডশেডিংয়ের মাত্রা ও স্থায়িত্ব অনেক বেশি।

গাজীপুরের বাসিন্দারা জানান, তীব্র গরমে লোডশেডিং সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়েছে। মাধববাড়ির বাসিন্দা বুলবুল বলেন, লোডশেডিংয়ের কারণে ঘরে থাকা দায়। ফ্যান বন্ধ থাকলে মশার উপদ্রবে দরজা-জানালা খোলা রাখা যায় না।

সাভারে দিনের একটা বড় সময় বিদ্যুৎ থাকছে না। কোনো কোনো এলাকায় ৫ থেকে ৬ ঘণ্টা পর্যন্ত লোডশেডিং হচ্ছে, যা রাতেও অব্যাহত থাকছে। ব্যাংক টাউনের আমিরুন নেসা বলেন, দিনে অন্তত ৪ থেকে ৫ বার লোডশেডিং হয়। এই গরমে এভাবে বারবার লোডশেডিং হলে সন্তানদের লেখাপড়ার পাশাপাশি দৈনন্দিন জীবনযাত্রাও তো ব্যাহত হয়। রাতে যদি ঘুমের সময়ও বিদ্যুৎ না থাকে, তবে মানুষ ঘুমাবে কীভাবে?

সিলেটের কিছু এলাকায় প্রায় প্রতি ঘণ্টায় লোডশেডিং হচ্ছে। একবার বিদ্যুৎ গেলে ফিরে আসতে এক ঘণ্টারও বেশি সময় লাগছে। শিবগঞ্জের সামিয়া বেগম বলেন, কারেন্ট একটু পরে পরে যায়গি (চলে যায়)। তিনি আরও জানান, লোডশেডিং ও গরমের কারণে তার এসএসসি পরীক্ষার্থী ছেলে ঠিকমতো প্রস্তুতি নিতে পারছে না।

গ্রামাঞ্চলে লোডশেডিংয়ের স্থায়িত্ব আরও বেশি। বগুড়াসহ উত্তরের জেলাগুলোর বাসিন্দারা জানান, ওই অঞ্চলে দিনে মোট ৮ থেকে ১০ ঘণ্টা পর্যন্ত লোডশেডিং হচ্ছে। সাভারের গ্রামাঞ্চল ও বরিশালের কিছু অংশে কয়েক ঘণ্টা পরপর বিদ্যুৎ চলে যাচ্ছে, ফলে দীর্ঘ সময় মানুষকে বিদ্যুৎহীন থাকতে হচ্ছে।

অন্যান্য জেলা থেকেও একই ধরনের ঘন ঘন লোডশেডিংয়ের খবর পাওয়া গেছে।

বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ থাকায় প্রকট হচ্ছে সংকট

বেশ কিছু বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ থাকা অথবা সক্ষমতার চেয়ে কম উৎপাদন করায় সরবরাহের ঘাটতি আরও বেড়েছে। এতে সামগ্রিক বিদ্যুৎ উৎপাদন সীমিত হয়ে গেছে।

চট্টগ্রামে এই অঞ্চলের ২৮টি বিদ্যুৎকেন্দ্র ও প্রধান ইউনিটের মধ্যে ৯টিই বন্ধ রয়েছে। রাউজান ও জুলধার প্রধান ইউনিটগুলো বন্ধ রাখা হয়েছে, অন্যদিকে পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় কাপ্তাই জলবিদ্যুৎকেন্দ্রের বেশ কয়েকটি ইউনিট বর্তমানে বন্ধ রয়েছে।

খুলনায় ১০টি বিদ্যুৎকেন্দ্রের মধ্যে অন্তত ৬টি বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। এর মধ্যে খুলনা (৩৩০ মেগাওয়াট), ফরিদপুর (৫০ মেগাওয়াট), নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার কোম্পানি (২২৫ মেগাওয়াট), মধুমতী (১০০ মেগাওয়াট) ও রূপসা (১০৫ মেগাওয়াট) উল্লেখযোগ্য। এসব কেন্দ্র বন্ধ থাকায় এই অঞ্চলের উৎপাদন সক্ষমতা অর্ধেকের নিচে নেমে এসেছে।

সিলেটে কর্মকর্তারা জানান, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে তিনটি বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে উৎপাদন বন্ধ রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলেন, মূলত জ্বালানি সরবরাহে বিঘ্ন ঘটার কারণেই এই কেন্দ্রগুলো বন্ধ রয়েছে। এর পেছনে মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংঘাতের ফলে এলএনজি (এলএনজি) ও জ্বালানি আমদানিতে সমস্যার পাশাপাশি যান্ত্রিক ত্রুটিও কাজ করছে। ফলে পরিস্থিতি সামাল দিতে লোডশেডিংয়ের ওপর নির্ভরতা আরও বাড়ছে।

শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎপাদন ব্যাহত

ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ফলে শিল্প উৎপাদন ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। বিদ্যুতের এই চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে উৎপাদন সচল রাখতে হিমশিম খাচ্ছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান।

দেশের অন্যতম প্রধান শিল্পাঞ্চল গাজীপুরে কারখানাগুলোর উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। সাদমা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাসির উদ্দিন বলেন, বিদ্যুতের এই চরম ঘাটতিতে শিল্প উৎপাদন প্রায় স্থবির। সামনে ঈদ, অথচ আমরা সময়মতো পণ্য রপ্তানি করতে পারব কি না, তা নিয়ে উদ্বিগ্ন।

সাভারে ট্যানারি সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, দীর্ঘ সময় লোডশেডিংয়ের কারণে তারা পশুর চামড়া সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে পারছেন না। বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি মো. সাখাওয়াত উল্লাহ বলেন, দিনের লম্বা সময় বিদ্যুৎ থাকে না। কিন্তু জেনারেটর দিয়ে সব ধরনের ভারী যন্ত্রপাতি চালানো সম্ভব হয় না।

বগুড়ার উদ্যোক্তারাও উৎপাদন কমে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন। বীথি প্লাস্টিকের মালিক তৌফিকুল ইসলাম নিরব জানান, তাদের উৎপাদন প্রায় ১৫ শতাংশ কমেছে। কারণ এসব যন্ত্র চালানোর জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের প্রয়োজন হয় এবং একবার বন্ধ হয়ে গেলে পুনরায় চালু করতে অনেক সময় লাগে।

সিলেটের রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ী জুনায়েদ আহমেদ বলেন, অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহের কারণে তারা লোকসানে পড়েছেন। অনেক সময় গ্রাহকরা অর্ডার দেওয়ার পর লোডশেডিং শুরু হলে তারা দোকান ছেড়ে চলে যান। কুয়াকাটার পর্যটন শিল্পে লোডশেডিংয়ের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। বেস্ট সাউদার্ন হোটেলের ম্যানেজার আবদুস সাক্কুর জানান, ঘন ঘন লোডশেডিং এবং সেইসঙ্গে বাজারে ডিজেল সংকটের কারণে জেনারেটর চালানোও কঠিন হয়ে পড়েছে।

চাপে কৃষি খাত

চলমান বোরো মৌসুমে লোডশেডিংয়ের কারণে সেচকাজ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

এতে ফসলের ফলন নিয়ে কৃষকদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কৃষকরা জানান, ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ফলে বিদ্যুৎচালিত সেচ পাম্পগুলো ঠিকমতো চালানো যাচ্ছে না। কোনো কোনো এলাকায় দিনে ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকছে না। নবীনগরের কৃষক আব্দুল আজিজ বলেন, অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহের কারণে জমিতে সময়মতো পানি দেওয়া যাচ্ছে না, যা ফসলের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

একই চিত্র দেখা গেছে খুলনায়। সেখানকার কৃষকরা জানান, যখন পাম্প চালানো প্রয়োজন, ঠিক তখনই বিদ্যুৎ থাকছে না। এভাবে সেচকাজ ব্যাহত হতে থাকলে শেষপর্যন্ত ধান উৎপাদন কমে যাওয়ার বড় ধরনের ঝুঁকি রয়েছে।

‘গুপ্ত’ নিয়ে তপ্ত রাজনীতি

১৬ পৃষ্ঠার পর

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে একটি জাতীয় পত্রিকায় ‘বাংলাদেশ মানেই বঙ্গবন্ধু’ শিরানামে মতামত প্রকাশ করেন।

২০২৫ সালের আগস্টে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক আবদুল কাদের ফেসবুক এসব নিয়ে একটি পোস্ট করলে তাকে তোপের মুখে পড়তে হয়। ওই পোস্টে তিনি বলেন, ‘হলে থাকার কারণে ছাত্রশিবিরের যে ছেলেগুলো সক্রিয়ভাবে ছাত্রলীগ করত, তারা মূলত আইডেনটিটি ক্রাইসিস (আত্মপরিয়ের সংকট) থেকে উতরানোর জন্য কিছু ক্ষেত্রে অতি উৎসাহী কর্মকাণ্ডে জড়াত। সেটা নিজেকে ছাত্রলীগ প্রমাণের দায় থেকে। ছাত্রলীগ যে নিপীড়ন-নির্যাতন চালাত, তারা সেগুলার অংশীদার হতো, লীগের কালচারই চর্চা করত।’ রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, এই ‘গুপ্ত’ বা সাধারণ না হয়েও ‘সাধারণ শিক্ষার্থী’ নাম নিয়ে রাজনীতি করা একটি দ্বিমুখী সংকটের জন্ম দিয়েছে। এটি প্রতিকূল পরিবেশে সংগঠনের টিকে থাকার কৌশল হতে পারে, তবে তা ছাত্রলীগের আমলের সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর হওয়া নিপীড়নের দায়কেও প্রশ্নবিদ্ধ করে।

২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর ক্ষমতার নতুন সমীকরণে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারের লড়াই শুরু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানও বিভিন্ন বক্তব্যে ‘গুপ্ত’ শক্তির বিষয়ে সতর্ক করেছেন।

শুরুতে ক্যাম্পাসগুলোতে কে বেশি শক্তিশালী ও জুলাই অভ্যুত্থানে কার অবদান কতটুকু-এই বিতর্কের জের ধরেই ‘গুপ্ত’ শব্দটি সংঘর্ষের বারুদে পরিণত হয়েছিল।

এরপর ক্যাম্পাসগুলোতে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি নিয়ে কলহ করেছে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির। খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা তার একটি উদাহরণ। এছাড়া, একে অপরের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি, প্রভাব বিস্তারসহ নানা অভিযোগ এই তিক্ততা আরও বাড়িয়েছে।

ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের কারণে নিজেদের পরিচয়ে রাজনীতি করতে পারত না বলে দাবি করা সংগঠনগুলো ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে একই অবস্থায় নেই। তারপরও সাধারণ শিক্ষার্থী হয়ে লুকিয়ে নিজেদের রাজনীতি করা এবং বিশেষ সময়ে স্বনামে আবির্ভূত হওয়ার অভিযোগ উঠেছে ছাত্রশিবিরের নামে।

তিক্ততার সর্বশেষ নজির হিসেবে যুক্ত হয়েছে চট্টগ্রামের সরকারি সিটি কলেজে ছাত্রদল এবং ছাত্রশিবিরের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা। কলেজের ভবনের দেয়ালে একটি গ্রাফিতির নিচে লেখা ছিল-ছাত্ররাজনীতি ও ছাত্রলীগ মুক্ত ক্যাম্পাস। সোমবার রাতে কলেজ শাখা ছাত্রদলের নেতাকর্মী সেখানে গিয়ে গ্রাফিতি থেকে ‘ছাত্র’ শব্দটি মুছে ওপরে লেখেন ‘গুপ্ত’।

সবমিলিয়ে এটাই দৃশ্যমান, সংগঠনগুলোর বিরোধ ও নেতৃত্বের লড়াইয়ে ‘গুপ্ত’ তকমাটি বর্তমানে শক্তিশালী রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবেই ব্যবহৃত হচ্ছে।

NY HOME CARE
Get paid to take care of your loved ones
আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী
37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
718-874-0047
Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

We Hire & Train HHA/PCA
Certificate Holders AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ
এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
আমরা কোনো ফি নেই না।
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office: 168-25A Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (718) 725-1332, (718) 971-0054	**Jamaica Office:** 168-47 Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (929) 400-4785, (718)874-0047	**Sutphin Branch** **Mohammad Khair**(Director) 97-01 Sutphin, Blvd Jamaica NY 11435 (929)-225-0746, (718) 755-0153 (718) 718-874-0047	**Ozone Park Office** 7721-101 Ave. Ozone Park New York 11416 (718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office 720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208 (646) 500-1657, (718)874-0047	1088 Liberty Avenue, Brooklyn NY 11208 (929) 283-8432	**Fulton Office:** 584 Nostrand Ave. NY 11216 (646) 5001657	**Bronx Office** 2140 Starling Ave. Bronx, NY 10462 917-391-4841, 718-874-0047 (Office) Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza 3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215 (347) 357-4252, (347) 520-9699	**Buffalo Office:** 1155 Broadway Buffalo, NY 14212 (347) 335-3617, (718) 874-0047	1299 Harlam Road Buffalo, NY 14094 (716) 400 1446	**Albany Office** 114 Quail St. Albany, NY 12203 518-379-5496, 518-243-9096 718-864-2061

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

Advanced
SENIOR CARE
ADVANCED SENIOR DAY CARE
DAY CARE SERVICE
We have strong connections with MLTC.
Anthem.
S W H
Senior Whole Health.
VILLAGECAREMAX
And More
SHAHAB UDDIN SAGOR
MANAGING DIRECTOR
NIMME NAHAR
DIRECTOR
উত্তম সেবাই
আমাদের লক্ষ্য
718 799 1007
• We Provide Transportation for Pick-up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
CONTACT US
daycare@shahabsagor.com
220-05, Jamaica Ave, NY 11428

ধনী দেশের প্রচলিত ধারণায় ধাক্কা,

১২ পৃষ্ঠার পর

তা মূলত নির্ভর করে কীভাবে সমৃদ্ধি মাপা হচ্ছে এবং কারা সেই সম্পদের সুফল পাচ্ছে তার ওপর।

হ্যালোসেফ-এর এই বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশ হওয়ার অর্থ শুধু বিপুল পরিমাণ উৎপাদন করা নয়। বরং ওই সম্পদ একজন সাধারণ নাগরিকের দৈনন্দিন জীবনে কতটা কাজে লাগছে, তা দিয়ে এটি মাপা হয়। আর ২০২৬ সালের হিসাবে এই মাপকাঠিতে সেরা দেশ হলো নরওয়ে।

হ্যালোসেফ বলছে, শুধু মাথাপিছু জিডিপি দিয়ে তুলনা করলে সঠিক চিত্র পাওয়া যায় না। কারণ এই হিসাবে ধরে নেওয়া হয় যে জাতীয় উৎপাদন দেশের সব মানুষের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করা হচ্ছে, যা বাস্তবে হয় না। আয়ারল্যান্ড এর একটি বড় উদাহরণ। ক্রয়ক্ষমতার দিক থেকে দেশটির মাথাপিছু জিডিপি প্রায় দেড় লাখ ডলার। তবে এর বড় অংশই আসে অ্যাপল, গুগল ও ফাইজারের মতো বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর কারণে। এই সীমাবদ্ধতাগুলো কাটিয়ে হ্যালোসেফের প্রসপারিটি ইনডেক্স বা সমৃদ্ধি সূচকে ১০০ স্কোরের ভিত্তিতে ৫০টির বেশি দেশকে র্যাঙ্কিং করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ), বিশ্বব্যাংক, ইউএনডিপি, ইউরোস্ট্যাট এবং ওইসিডি-এর তথ্য বিশ্লেষণ করে এই সূচক তৈরি করা হয়েছে। এতে মানুষের আয়, বৈষম্য এবং বিস্তৃত সামাজিক সূচকগুলোকে একত্রিত করে সমৃদ্ধি মাপা হয়েছে।

এই মাপকাঠিতে তালিকার শীর্ষে রয়েছে ইউরোপ। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী পাঁচটি দেশই এই অঞ্চলের। তালিকায় শীর্ষস্থানটি দখল করেছে নরওয়ে। জিডিপির ফুলে-ফেঁপে ওঠা হিসাব বাদ দিলেও প্রকৃত আয়ের দিক থেকে ভালো অবস্থানে থাকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে আয়ারল্যান্ড। অন্যদিকে তৃতীয় স্থানে রয়েছে লুক্সেমবার্গ।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, এই দেশগুলোতে শক্তিশালী অর্থনীতির পাশাপাশি বিশ্বের অন্যতম সেরা সামাজিক সুযোগ-সুবিধাও রয়েছে।

তালিকায় পঞ্চম স্থানে রয়েছে আইসল্যান্ড। শক্তিশালী মানব উন্নয়ন সূচক এবং দারিদ্র্যের হার কম হওয়ায় তারা এই অবস্থানে এসেছে। বিপরীতে, সিঙ্গাপুরের মানুষের আয় অনেক বেশি হলেও বৈষম্য বেশি হওয়ায় তারা পিছিয়ে পড়েছে।

তালিকায় ২০তম স্থানে রয়েছে ফ্রান্স। তারা চেক প্রজাতন্ত্রের ঠিক পেছনেই আছে। ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে নিচের দিকে রয়েছে ইতালি, স্পেন ও এস্তোনিয়ার মতো দেশ। মানুষের আয় কম হওয়া এবং স্পেনের ক্ষেত্রে দারিদ্র্যের হার বেশি হওয়ায় তাদের স্কোর খুব বেশি ওঠেনি।

যুক্তরাষ্ট্র এই তালিকায় ১৭তম স্থানে রয়েছে। শক্তিশালী অর্থনীতির দেশ হলেও উচ্চ বৈষম্য এবং আপেক্ষিক দারিদ্র্যের কারণেই তাদের এই অবস্থান।

আফ্রিকার দেশগুলোর মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে সেশেলস। এরপরই আছে মরিশাস ও আলজেরিয়া।

দক্ষিণ আমেরিকায় প্রথমবারের মতো তালিকার শীর্ষে উঠেছে উরুগুয়ে। ওই অঞ্চলে তাদের দারিদ্র্য সবচেয়ে কম এবং আয়ের বণ্টন সবচেয়ে সমান। এরপরেই রয়েছে চিলি ও পানামা।

এশিয়া মহাদেশে শীর্ষে রয়েছে সিঙ্গাপুর। তাদের ঠিক পেছনেই আছে কাতার ও সংযুক্ত আরব আমিরাত।

এই ফলাফলগুলো এই ইঙ্গিত দেয় যে বৈশ্বিক সমৃদ্ধির হিসাবে এখনো ইউরোপের আধিপত্য রয়েছে। তবে বৈষম্য এবং সামাজিক সুবিধাগুলো হিসাবে ধরলে বিশ্বের প্রচলিত চিত্র অনেকটাই পাল্টে যায়। উপাত্ত বলছে, একটি দেশ কতটা ধনী, তা এখন আর শুধু উৎপাদন দিয়ে মাপা হয় না; বরং সেই সম্পদ মানুষের মাঝে কতটা সমানভাবে ভাগ করা হচ্ছে, সেটাই এখন আসল পরিচয়।

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এটর্নি

Khairul Bashar, ESQ., MBA., LL.M.

Attorney At Law

Dual-Qualified Exclusive Immigration Focus

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করি

- ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
- U-ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1, EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

(718) 775-8509 (212) 464-8620

New York Office:
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
khairul@basharlaw.com

D.C. Office:
1629 K Street NW, Suite 300
Washington D.C. 20006
(By Appointment Only)
(888) 771- 4529

info@basharlaw.com
+1(202) 983 - 5504

OPEN 6 Days (M-S)

Manhattan Meeting Location Available (By Appointment Only)

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

basharlaw.com

*Dual-Qualified Admitted in Washington, D.C., Alabama and Bangladesh
Practice Solely U.S.Immigration & Nationality Law in all 50 States.

ট্রাম্পের মন গলাতে দেশের একাংশের

১২ পৃষ্ঠার পর

ইউক্রেনীয় অনুবাদক কিছুটা মজা করেই প্রথম এই নামের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ট্রাম্প প্রায় সবকিছুতেই নিজের নাম বসাতে পছন্দ করেন- হোক সেটা ফেডারেল ভবন, আকাশচুম্বী অট্টালিকা, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট কিংবা স্মারক মুদ্রা। তার এই স্বভাবের কথা মাথায় রেখেই সম্ভবত প্রায় ৫০ মাইল দীর্ঘ ও ৪০ মাইল চওড়া ওই ভূখণ্ডের নাম ডনিল্যান্ড রাখার কথা বলা হয়েছে। এমনকি আলোচনার সঙ্গে যুক্ত একজন ইউক্রেনীয় কর্মকর্তা চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করে ডনিল্যান্ডের জন্য সবুজ-সোনালি রঙের একটি পতাকা এবং জাতীয় সংগীতও তৈরি করে ফেলেছেন বলে নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে। তবে মার্কিন কর্মকর্তারা আদৌ ওই পতাকার নকশা দেখেছেন কি না, তা স্পষ্ট নয়।

ইউক্রেনের খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ দনবাস অঞ্চলের বড় অংশই এখন রুশ বাহিনীর দখলে। এই ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ দুই দেশের শান্তি আলোচনার অন্যতম প্রধান ইস্যু। যুদ্ধ থামাতে মস্কো ইউক্রেনের সার্বভৌম ভূখণ্ড দাবি করছে, যা কিয়েভ মেনে নেবে না। এই ইস্যুতে তাই এখন অচলাবস্থা বিরাজ করছে। এ অবস্থায় ইউক্রেনের আলোচকেরা প্রস্তাব দিয়েছেন যে ডনিল্যান্ড এমন একটি এলাকা হতে পারে, যার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কোনো পক্ষের হাতেই থাকবে না। আর এই ব্যবস্থাকে ট্রাম্পের একটি বড় সাফল্য হিসেবে তুলে ধরা হবে। খবরে বলা হয়েছে, ডনিল্যান্ড নামটি সরকারি কোনো নথিতে যুক্ত না হলেও শান্তি আলোচনায় এটি ব্যবহার করা হয়েছে। এমনকি ট্রাম্পের বোর্ড অব পিস এই ডনিল্যান্ডের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকতে পারে-এমন একটি ধারণাও আলোচনায় তোলা হয়েছে।

জেলেনস্কির ক্ষোভ

এদিকে ট্রাম্পের দূতেরা আলোচনার জন্য বারবার মস্কোতে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে দেখা করতে গেলেও কিয়েভে না আসায় ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

গত মাসে মিয়ামিতে ইউক্রেনীয় প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনার। কিন্তু তারা কিয়েভে না আসায় জেলেনস্কি এটিকে অসম্মানজনক বলে মন্তব্য করেছেন। উইটকফ ও কুশনার ইরানের সঙ্গে শান্তি চুক্তির জন্য গঠিত মার্কিন প্রতিনিধিদলের অংশ। তারা এই আলোচনার জন্য পাকিস্তানে যাতায়াত করছেন। জেলেনস্কি স্বীকার করেছেন যে যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের দিকেই বেশি মনোযোগ দিচ্ছে। তবে তিনি বলেন, যা-ই হোক না কেন, আমেরিকানদের সঙ্গে আমাদের সহযোগিতা চলমান রাখা গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় মেয়াদে ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরপরই ওভাল অফিসে জেলেনস্কির সঙ্গে তার একটি উত্তপ্ত বৈঠক হয়েছিল। ওই বৈঠকে ট্রাম্প ও ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের সামনেই ইউক্রেনের নেতার কড়া সমালোচনা করেছিলেন।

সামরিক পোশাক পরে আসায় ভ্যান্স প্রকাশ্যেই জেলেনস্কির সমালোচনা করেছিলেন। এই ঘটনার পরের আলোচনায় জেলেনস্কি অবশ্য কালো স্যুট পরে উপস্থিত হয়েছিলেন।

ইরান যুদ্ধ ও পোপের সাথে বিবাদ:

৭ পৃষ্ঠার পর

না। অন্যদিকে ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে মাত্র ৭ শতাংশ তাঁকে স্থির মেজাজী বলে মনে করেন। এছাড়া ৫১ শতাংশ আমেরিকান মনে করেন গত এক বছরে ট্রাম্পের মানসিক তীক্ষ্ণতা বা সজাগতা আরও খারাপ হয়েছে। এই মত পোষণকারীদের মধ্যে ১৪ শতাংশ রিপাবলিকান, ৫৪ শতাংশ স্বতন্ত্র এবং ৮৫ শতাংশ ডেমোক্র্যাট রয়েছেন।

সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে ট্রাম্পকে বেশ বিচলিত দেখা গেছে। তিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ইরানের সভ্যতা মুছে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন এবং ইরান যুদ্ধের সমালোচনা করায় পোপ লিওকে অপরাধের বিষয়ে দুর্বল বলে আক্রমণ করেছেন। এমনকি অশালীন বা কড়া ভাষা ব্যবহার করে ইরানের সব সেতু ও বিদ্যুৎকেন্দ্র ধ্বংস করারও হুমকি দিয়েছেন ট্রাম্প।

এর আগে বছরের শুরুতে ন্যাটো মিত্র ডেনমার্কের কাছ থেকে গ্রিনল্যান্ড দখলের দাবি তুলে এবং দাবি না মানলে সামরিক শক্তি প্রয়োগের হুমকি দিয়ে মিত্র দেশগুলোকে আতঙ্কিত করেছিলেন তিনি। অবশ্য এই জরিপের বিষয়ে হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, রয়টার্স/ইপসোস-এর এই জরিপটি যখন পরিচালিত হচ্ছিল, তখন ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতি চলছিল, যার মেয়াদ মঙ্গলবার শেষ হওয়ার কথা।

পোপ লিওর ওপর ট্রাম্পের আক্রমণ সাধারণ মার্কিনিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে কারণ প্রেসিডেন্টের তুলনায় পোপের প্রতি আমেরিকানদের শ্রদ্ধা অনেক বেশি।

হাতের
মুঠোয়
পরিচয়
পড়ুন
নিরাপদে
থাকুন
ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন
parichoyny@gmail.com

GLOBAL MULTI SERVICES, INC
INCOME TAX
IMMIGRATION
ACCOUNTING
TAX AUDIT
BUSINESS SETUP
TRAVELS
IRS e-file
অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে
ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়
তারেক হাসান খান, সিইও
37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864
Email: globalmsinc@yahoo.com

KARNAFULLY
TAX SERVICES INC
KARNAFULLY INCOME TAX SCHOOL
কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স স্কুল
Register today to ensure your place in the class!
Jackson Heights - এর বিশ্বস্ত ট্যাক্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্র!
কেন এই কোর্স করবেন?
কোর্স শেষে সার্টিফিকেট
নতুন ট্যাক্স ল' অনুসারে কোর্স
উচ্চ আয়ের সুযোগ
কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা লাগবে না
Mohammed Hasem MBA
President and CEO
আমাদের ঠিকানা:
37-20 74th St. 2nd Fl,
Jackson Heights, NY 11372
আজই রেজিস্ট্রেশন করুন:
718-205-6040
www.karnafulllytax.com
Learn To Earn
Become a Tax Pro!
We'll Teach You Everything You Need to Know
Join Us To Grow & Succeed
Designed By BrandClamp

যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে আলাদা প্রমাণের

১২ পৃষ্ঠার পর

লাগিয়ে চীন কীভাবে বিশ্বের দুই পরাশক্তির মধ্যে নিজেকে অধিকতর দায়িত্বশীল হিসেবে তুলে ধরেছে। যদিও বেশিরভাগ সময়েই বেইজিং সামনের সারিতে বা কেন্দ্রে থাকার চেয়ে নেপথ্যে থাকতেই বেশি পছন্দ করে।

অ্যাব্বা ইবান ইনস্টিটিউট ফর ডিপ্লোমেসি অ্যান্ড ফরেন রিলেশনস-এর এশিয়া-ইসরায়েল পলিসি প্রোগ্রামের প্রধান গেদালিয়াহ আফটারম্যান বলেন, চীন কোনো নাটকীয় পদক্ষেপ নিয়ে নয়, বরং অপেক্ষা করা, পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা এবং সুযোগ বুঝে অবস্থান নেওয়ার মাধ্যমে লাভবান হচ্ছে। আর তারা মার্কিনিদেরই এই ঝামেলার মোকাবিলা করতে দিচ্ছে।

অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার দীর্ঘদিনের নীতি এবং ইরান যুদ্ধে জড়িত সব পক্ষের সঙ্গে কার্যকরী সম্পর্ক বজায় রাখার কারণে বেইজিং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নিজেকে একটি যুক্তিবাদী কণ্ঠস্বর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে।

ইউএস-চায়না ইকোনমিক অ্যান্ড সিকিউরিটি কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, চীন ইরানের বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার এবং তারা দেশটির উৎপাদিত তেলের ৯০ শতাংশ পর্যন্ত কিনে থাকে। এছাড়া ২০২১ সালে তেহরানের সঙ্গে ২৫ বছর মেয়াদি একটি বিস্তৃত কৌশলগত অংশীদারত্ব চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল চীন।

একই সঙ্গে বেইজিং গত এক দশক ধরে সৌদি আরব, কাতার এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ উপসাগরীয় দেশগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে এবং চীন এখনো যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল উভয়েরই অন্যতম শীর্ষ বাণিজ্যিক অংশীদার।

চীনের ঝেজিয়াং ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ ইউনিভার্সিটির মেডিটেরানিয়ান রিম ইনস্টিটিউটের ডিন মা জিয়াওলিন বলেন, যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল, ইরান এবং উপসাগরীয় আরব রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে চীনের ভালো সম্পর্ক রয়েছে। এই দেশগুলো নিজেদের মধ্যে শত্রু হলেও, তারা সবাই আমাদের বন্ধু।

আফটারম্যানের মতে, চীনের এই অহস্তক্ষেপ নীতির প্রতি প্রতিশ্রুতির কারণেই সম্ভবত চলতি মাসের শুরুতে তারা জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের একটি প্রস্তাবে ভেটো দিয়েছিল, যেখানে হরমুজ প্রণালি পুনরায় খুলে দেওয়ার জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে সমন্বিত প্রতিরক্ষামূলক প্রচেষ্টা চালানোর আহ্বান জানানো হয়েছিল। সিরিয়া এবং মিয়ানমারের মতো সাম্প্রতিক সংঘাতগুলোতে সামরিক হস্তক্ষেপের অনুরূপ উদ্যোগেও চীন ভেটো দিয়েছে।

তাইওয়ান-ভিত্তিক সোসাইটি ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ-এর সিনিয়র রিসার্চ ফেলো চ্যাং চিং বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে সরকার পরিবর্তনের প্রচেষ্টাসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন কৌশলগত লক্ষ্যের বিপরীতে-ওই অঞ্চলে বেইজিংয়ের শীর্ষ অগ্রাধিকার এখনো অর্থনীতি। তিনি বলেন, শান্তি ব্যবসার জন্য ভালো, আর যুদ্ধ তা নয়।

তিনি আরও বলেন, চীন শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রত্যাশা করে। সংঘাতে কে জিতল, তা নিয়ে তাদের আসলেই মাথাব্যথা নেই। তাদের ইচ্ছা হলো মধ্যপ্রাচ্যে, বিশেষ করে হরমুজ প্রণালির আশপাশে একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা।

বেইজিং-ভিত্তিক হুটং রিসার্চের প্রতিষ্ঠাতা অংশীদার ফেং চুচেং বলেন, যুদ্ধে আরও উত্তেজনা বাড়লে তা চীনের অর্থনীতি এবং জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য এমন মাত্রার হুমকি তৈরি করবে, যা তাদের সরাসরি জড়িত হতে বাধ্য করতে পারে। কারণ চীনের অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানির ৪০ শতাংশেরও বেশি আসে মধ্যপ্রাচ্য থেকে।

চলতি মাসে নিজ প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকদের উদ্দেশে লেখা এক গবেষণা নোটে তিনি বলেন, বেইজিংয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধরনের কোনো সম্পৃক্ততা ইরান এবং উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রাখার যে প্রচেষ্টা তারা চালাচ্ছে, তা ব্যাহত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি করবে।

এদিকে বেইজিং এই যুদ্ধের একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানের সমন্বয়ে সাহায্য করতে সবার বন্ধু হিসেবে তাদের অবস্থানকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছে।

চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ এপ্রিল ইরান-যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধবিরতি কার্যকরের আগ পর্যন্ত চীনের শীর্ষ কূটনীতিক ওয়াং ই ২৬টি ফোনালাপ করেছেন। অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যে চীনের বিশেষ দূত ঝাই জুন সংঘাতের মূল পক্ষগুলোর সঙ্গে প্রায় দুই ডজন বৈঠক করেছেন।

সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানের সঙ্গে ফোনালাপের আগে, গত সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট শি আবুধাবির ক্রাউন প্রিন্স শেখ খালেদ বিন মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল-নাহিয়ানের সঙ্গেও একটি বৈঠকে অংশ নেন।

এত বিপুল কূটনৈতিক তৎপরতা সত্ত্বেও আশ্চর্যের বিষয় হলো, ২০২৩ সালে সৌদি আরব ও ইরানের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের ক্ষেত্রে বেইজিং যে ভূমিকা রেখেছিল, তার তুলনায় চলতি মাসের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতির মধ্যস্থতায়-নিজেদের ভূমিকাকে অপেক্ষাকৃত ছোট করে দেখানোর চেষ্টা করেছে।

পর্যবেক্ষকদের মতে এর কারণ হলো, চীন একটি জটিল শান্তিচুক্তিতে জড়িয়ে পড়া এড়াতে চায়।

সিঙ্গাপুরের এস রাজারত্নম স্কুল অব ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের সিনিয়র ফেলো ড্রিউ থম্পসন বলেন, চীন শান্তি প্রক্রিয়ার দায়ভার না নিয়েই শান্তিস্থাপনকারী হওয়ার চেষ্টা করছে। মূল কথা হলো মধ্যপ্রাচ্য চীনের মূল স্বার্থের জায়গা থেকে অনেক দূরে, তাই সেখানে ব্যয় করার মতো তাদের রাজনৈতিক পুঁজিও সীমিত।

তারপরও চীনের এই প্রচেষ্টাগুলো অলক্ষ্যে থেকে যাবে না বলে মনে করেন ঝেজিয়াং ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ ইউনিভার্সিটির মা জিয়াওলিন। তিনি আল জাজিরাকে বলেন, আমি মনে করি, বিশ্ব জানে কারা স্থিতিশীলতা দেয়, কারা নিরাপত্তা দেয় এবং কারা আন্তর্জাতিক আইন ও শাসন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছে।

পশ্চিমা গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, চীন পর্দার আড়াল থেকে হিসাব-নিকাশ পাল্টে দেওয়ার বা প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করে থাকতে পারে। চলতি মাসের শুরুতে পশ্চিমা গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে মার্কিন সম্প্রচারমাধ্যম সিএনএন জানিয়েছিল, চীন ইরানে ম্যান-পোর্টেবল এয়ার-ডিফেন্স সিস্টেম (ম্যানপ্যাডস)-এর একটি চালান পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে।

সিএনএনের ওই প্রতিবেদনের পর চলতি মাসে ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস-এর আরেকটি অনুসন্ধানে দেখা যায়, ২০২৪ সালে ইরান চীনের একটি গুপ্তচর স্যাটেলাইট (কৃত্রিম উপগ্রহ) সংগ্রহ করেছিল এবং তারা মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করে হামলা ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র চালাতে সেটি ব্যবহার করেছে।

বেইজিংয়ের সিংহুয়া ইউনিভার্সিটির সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজির পোস্টডক্টরাল

অনলাইনে পরিচয় পড়তে স্ক্যান করুন

37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

MLS
York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business
Zakir H. Chowdhury
President
- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880
We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals
718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com
70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM
MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York
NOTARY PUBLIC
TAX FILING
NOTARY PUBLIC
IMMIGRATION
TRAVEL SERVICES
AUTHORIZED e-file PROVIDER
37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com
Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই
- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।
আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা **HHA/PCA** সার্টিফিকেট প্রদান করে হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering
Professional, compassionate care -
we are ready to help you to Enroll
PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the
LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET · BARI PARTY HALL · BARI RESTAURANT · BARI HOME CARE · BARI &BARI · BARI CHARITY FOUNDATION · BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

এমপিদের শুল্কমুক্ত গাড়ি আমদানির

৮ পৃষ্ঠার পর

মন্ত্রিসভার বৈঠকেসংসদ সদস্য পারিতোষিক ও ভাতাদি (সংশোধন) আইন, ২০২৬-এর খসড়া নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
রাত সাড়ে ৮টায় জাতীয় সংসদ ভবনের মন্ত্রিসভা কক্ষে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এছাড়া মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) আওতাধীন পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প এলাকাকে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত করাসহ আরও এক প্রস্তাব ও দুই আইনের চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সংসদ সদস্যদের পারিতোষিক ও ভাতাদি সংক্রান্ত ১৯৭৩ সালের আদেশ অনুযায়ী সংসদ সদস্যরা শুল্কমুক্ত গাড়ি আমদানির সুবিধা ভোগ করে আসছিলেন। তবে বর্তমান বিশ্ব ও দেশীয় অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এবং সংসদ নেতার দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে এই বিশেষ সুবিধা বাতিলের প্রস্তাবটি মন্ত্রিসভায় পেশ করা হলে তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।
এতে আরো বলা হয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব অনুযায়ী, পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প এলাকার প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতা দূর করতে একে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ এবং ঢাকা ওয়াসার অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ ও গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার প্রকল্পের অংশটুকু সুষ্ঠু প্রশাসনিক ও ভূমি ব্যবস্থাপনার স্বার্থে ঢাকা জেলায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
মন্ত্রিসভার বৈঠকে পুঁজিবাজার ও বীমা খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থায় দক্ষ জনবল নিয়োগের পথ সুগম করতে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের (আইডিআরএ) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিয়োগের সর্বোচ্চ বয়সসীমা সংক্রান্ত শর্ত বিলুপ্ত করা হয়েছে।
বিএসইসি আইন, ১৯৯৩ এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ সংশোধনের মাধ্যমে এই বয়সসীমার বাধা দূর করা হয়েছে। ইতোপূর্বে এই বয়সসীমা যথাক্রমে ৬৫ ও ৬৭ বছর ছিল। মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা ও নেপালের মতো এশীয় দেশগুলোর অভিজ্ঞতার আলোকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
বৈঠকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের সাথে মিল রেখে জাতীয় চা দিবস পালনের তারিখ সংশোধনের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে মন্ত্রিসভা। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সাথে সংগতি রেখে এখন থেকে বাংলাদেশে ৪ জুনের পরিবর্তে প্রতি বছর ২১ মে জাতীয় চা দিবস পালিত হবে। ভারত, চীন ও শ্রীলঙ্কাসহ বিশ্বের প্রধান চা উৎপাদনকারী দেশগুলো এই দিনে আন্তর্জাতিক চা দিবস পালন করে থাকে।

শেখ হাসিনা সরকারের মন্ত্রী ও

৮ পৃষ্ঠার পর

পাচারের অর্থ ফেরাতে ২৩ দেশে আইনি চিঠি দেওয়া হয়েছে, সংসদে অর্থমন্ত্রী
তিনি আরও বলেনঅর্থ পাচারের গন্তব্য দেশগুলোর মধ্যে প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত ১০টি দেশের [কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যান্ড, থাইল্যান্ড ও হংকং] মধ্যে ৩টি দেশ [মালয়েশিয়া, হংকং ও সংযুক্ত আরব আমিরাত] চুক্তি সইয়ের বিষয়ে সম্মতি দিয়েছে। বাকি ৭টি দেশের সঙ্গে চুক্তি সইয়ের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
তারেক রহমান বলেনআন্তঃসংস্থা টাস্কফোর্সের চিহ্নিত অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কেইসগুলোর অনুসন্ধান ও তদন্তের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) নেতৃত্বে এবং বাংলাদেশ পুলিশের সিআইডি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল, শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের সমন্বয়ে ১১টি যৌথ অনুসন্ধান ও তদন্ত দল [জয়েন্ট ইনভেস্টিগেশন টিম-জেআইটি] গঠন করা হয়েছে।
তিনি বলেনজেআইটি গঠনের পর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মামলাগুলোর অগ্রগতি নিম্নরূপ: গত ২৫ মার্চ পর্যন্ত আদালত দেশে মোট ৫৭ হাজার ১৬৮ কোটি ৯ লাখ টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ ক্রোক (অ্যাটাচমেন্ট) ও অবরুদ্ধ (ফ্রিজ) করা হয়েছে।
তিনি আরও বলেন,অপরদিকে আদালতের নির্দেশে বিদেশে মোট ১৩ হাজার ২৭৮ কোটি ১৩ লাখ টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ ক্রোক ও অবরুদ্ধ করা হয়েছে। সবমিলিয়ে দেশে-বিদেশে সর্বমোট প্রায় ৭০ হাজার ৪৪৬ কোটি ২২ লাখ টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ আদালত ক্রোক ও অবরুদ্ধ করেছে।
তারেক রহমান বলেন,পাচার করা অর্থ পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ১৪১টি মামলা করা হয়েছে। যার মধ্যে ১৫টি মামলার চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে এবং ৬টি মামলার রায় হয়েছে। সার্বিকভাবে বর্তমান সরকার দুর্নীতি, মানিলন্ডারিং এবং আর্থিক অপরাধ দমনে বৃহত্তর কৌশলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিদেশে পাচার করা সম্পদ পুনরুদ্ধার কার্যক্রমকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে।
তিনি বলেন,বিদেশে পাচার করা সম্পদ পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াকে আরও গতিশীল ও কার্যকর করার লক্ষ্যে চলতি বছরের ২২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ ফিনান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিটের অধীনে স্টোলেন অ্যাসেট রিকভারি ডিভিশন গঠন করা হয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী বলেনগত ফ্যাসিস্ট আওয়ামী আমলে সংঘটিত অর্থপাচার ও দুর্নীতির অনুসন্ধান করে একটি পূর্ণাঙ্গ শ্বেতপত্র প্রকাশ এবং এতে চিহ্নিত দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে সরকারের নির্বাচনি ইশতেহারে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিশ্বজুড়ে মানবাধিকার ধ্বংসের মূলে

৬ পৃষ্ঠার পর

নেতানিয়াহু, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বিশ্বের ওপর এক ভয়াবহ ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছেন। তিনি বলেন, তাদের এই আচরণ অন্যদেরও একই পথে চলতে উৎসাহিত করছে এবং এর ফলে আমরা তিন-চার বছর আগের তুলনায় অনেক বেশি আক্রমণাত্মক ও নিষ্ঠুর পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছি।
অ্যামনেস্টির ৪০০ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্বজুড়েস্বৈরাচারী কর্মকাণ্ড তীব্র হয়েছে। এছাড়া আফগানিস্তান থেকে জিম্বাবুয়ে পর্যন্ত বহু দেশের মৌলিক নাগরিক অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে ধরা হয়েছে। গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যা, ইউক্রেনে রাশিয়ার মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যুদ্ধকে এমন সংঘাতের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে আন্তর্জাতিক আইনকে পুরোপুরি উপেক্ষা করা হয়েছে।
প্রতিবেদনের এক অংশে ফিলিস্তিনপন্থী সংহতি আন্দোলন এবং ফিলিস্তিন অ্যাকশন নামক সংগঠনের ওপর দমন-পীড়নের জন্য যুক্তরাজ্যকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, যুক্তরাজ্যও ফিলিস্তিন অ্যাকশনকে একটি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে নিষিদ্ধ করার আইনি লড়াই চালাচ্ছে।
এছাড়া ২০২৫ সালে আফগানিস্তানে নারীদের শিক্ষা ও কাজ থেকে বঞ্চিত করে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য বজায় রাখার জন্য তালেবানকে দায়ী করা হয়েছে। অন্যদিকে নেপালি কর্তৃপক্ষ দলিত নারীদের ওপর সহিংসতার ঘটনা তদন্তে ব্যর্থ হয়েছে বলে প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।
অ্যামনেস্টির এই প্রতিবেদনটি এমন এক সময়ে এল যখন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক যুদ্ধ চলছে। ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলায় ৩,০০০-এর বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন, আর লেবাননে ইসরায়েলি হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন প্রায় ২,৪০০ জন। গাজায় ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে ইসরায়েলি হামলায় নিশ্চিত নিহতের সংখ্যা ৭২,৫০০ ছাড়িয়েছে। এছাড়া চার বছর আগে শুরু হওয়া রাশিয়ার পূর্ণমাত্রার অভিযানে ইউক্রেনে ১৫,০০০-এর বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন।
মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত নিয়ে ক্যালামার্ড বলেন, এগুলো আসলে আইনহীনতারই ফল। যেখানে যুদ্ধ এবং সাধারণ মানুষকে হত্যা করাকে স্বাভাবিক হিসেবে দেখা হচ্ছে। মানবতার মৌলিক মানদণ্ড বারবার লঙ্ঘন করা সত্ত্বেও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তবে পুরো চিত্রকে একেবারে হতাশাজনক বলছে না অ্যামনেস্টি। প্রতিবেদনে কিছু প্রতিরোধের উদাহরণও তুলে ধরা হয়েছে।
এর মধ্যে রয়েছে জেন-জি প্রজন্মের নেতৃত্বাধীন বিক্ষোভ; আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে ইসরায়েলের গণহত্যার বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার করা মামলায় বিভিন্ন দেশের সমর্থন; ফিলিপাইনের সাবেক প্রেসিডেন্ট রদ্রিগো দুতার্তের বিরুদ্ধে আইসিসি-র মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ; ইউক্রেনের ওপর রাশিয়ার আগ্রাসনের বিচারের জন্য কাউন্সিল অফ ইউরোপের বিশেষ ট্রাইব্যুনাল এবং লিঙ্গভিত্তিক নিপীড়নের জন্য দুই তালেবান নেতার বিরুদ্ধে আইসিসি-র গ্রেপ্তারি পরোয়ানা।

সহযোগিতা না করা ন্যাটো

৬ পৃষ্ঠার পর

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ইউরোপীয় কর্মকর্তা বলেন, শাস্তি হিসেবে এক দেশ থেকে সেনা সরিয়ে অন্য দেশে নিয়ে যাওয়ার বিকল্প খোলা আছে ঠিকই, কিন্তু তাতে শেষপর্যন্ত আমেরিকারই ক্ষতি। প্রক্রিয়াটি যেমন ব্যয়বহুল, তেমনই সময়সাপেক্ষ।
মিত্র দেশগুলোর প্রতি অসন্তোষ গোপন রাখেনি হোয়াইট হাউস। মুখপাত্র আনা কেলি বলেছেন,তথাকথিত বন্ধু রাষ্ট্রগুলোকে আমেরিকা সবসময় সুরক্ষা দিলেও অপারেশন এপিক ফিউরি-র সময় অনেক দেশই পাশে থাকেনি। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই বৈষম্য মেনে নেবেন না। আমেরিকা সব মনে রাখবে।
এ বিষয়ে মন্তব্যের জন্য অনুরোধ করা হলেও ন্যাটো সাড়া দেয়নি।
তবে ইউরোপ থেকে মার্কিন সেনা সম্পূর্ণ সরিয়ে নেওয়ার বিকল্প কম থাকায় শেষপর্যন্ত এক দেশ থেকে অন্য দেশে সেনা সরিয়েই ট্রাম্প তার ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটাবেন বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।
নেকনজরে পোল্যান্ড-রোমানিয়া, চাপে স্পেন-ব্রিটেন
ট্রাম্প প্রশাসনের এই তালিকায় কোন দেশ ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা থাকলেও পোল্যান্ড ও রোমানিয়ার নাম যে ভাল্লে দেশগুলোর তালিকায় ওপরের দিকে, তা নিয়ে দ্বিমত নেই। দুই দেশই ট্রাম্পের বিশেষ নেকনজরে রয়েছে এবং সেখানে আরও বেশি মার্কিন সেনা মোতায়েনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।
সামরিক ব্যয়ের নিরিখে পোল্যান্ড এখন ন্যাটো-র প্রথম সারিতে। দেশটিতে মোতায়েন ১০ হাজার মার্কিন সেনার যাবতীয় খরচও পোল্যান্ড সরকারই বহন করে।
অন্যদিকে ইরান যুদ্ধে রোমানিয়ার সম্প্রসারিত মিহাইল কোগালনিচানু বিমানঘাঁটি ব্যবহার করেছে আমেরিকা। ফলে দেশটিতে মার্কিন সেনার সংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে পেন্টাগনের।
ট্রাম্পের বেঁধে দেওয়া ৫ শতাংশ সামরিক ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা যারা ছুঁতে পেরেছে, তাদেরই আদর্শ বন্ধু হিসেবে দেখছেন হেগসেথ। জানুয়ারিতে প্রকাশিত আমেরিকার জাতীয় প্রতিরক্ষা কৌশলেও এর প্রতিফলন দেখা গেছে।
পেন্টাগন বলেছে, যারা যৌথ প্রতিরক্ষায় বেশি অবদান রাখবে, তাদেরই সহযোগিতা ও সামরিক সরঞ্জামের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এর ফলে অবাধ্য দেশগুলো যৌথ মহড়া বা আধুনিক অস্ত্র কেনা থেকে বঞ্চিত হতে পারে।
ইরান অভিযানের প্রশ্নেও মিত্র দেশগুলোর মধ্যে বিভাজন স্পষ্ট। হরমুজ প্রণালিতে ইরানের অবরোধ মোকাবিলা বা নিজেদের বিমানঘাঁটি ব্যবহার করতে দেওয়ার নিরিখে বন্ধুদের নম্বর দিচ্ছেন ট্রাম্প। ব্রিটেন, ফ্রান্স বা স্পেনের মতো দেশ এই অভিযানে সরাসরি সাহায্য করতে অস্বীকার করলেও রোমানিয়া বা বুলগেরিয়ার মতো ছোট দেশগুলো নীরবে আমেরিকার হাত শক্ত করেছে।
গত বছর হেগ-এর বৈঠকে সামরিক ব্যয় বৃদ্ধির প্রস্তাবের বিরোধিতা করায় স্পেন আগে থেকেই ট্রাম্পের বিরাগভাজন হয়েছিল। উল্টো দিকে লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া বা এস্তোনিয়ার মতো বাল্টিক রাষ্ট্রগুলো তাদের জিডিপি-র একটা বড় অংশ সামরিক খাতে খরচ করায় ওয়াশিংটনের প্রশংসা কুড়িয়েছে।
পেন্টাগনের নীতিনির্ধারক প্রধান এলব্রিজ কোলবি ন্যাটোর সদস্যদের বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ নিরাপদ রাখতে মিত্র রাষ্ট্রগুলোকে এগিয়ে আসতেই হবে।
তবে ট্রাম্পের এই কড়া অবস্থান নিয়ে খোদ ক্যাপিটল হিলেই সমালোচনা শুরু হয়েছে। রিপাবলিকান সিনেটর রজার উইকারের মতে, মিত্র দেশগুলোকে এমন তাচ্ছিল্য করা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। জোটের কৌশলগত ও নৈতিক গুরুত্ব ট্রাম্প প্রশাসনের অনুধাবন করা উচিত।
ফিনল্যান্ডের একজন সাবেক কর্মকর্তার মতে, ইরান যুদ্ধে ব্যস্ত ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষে এই মুহূর্তে ইউরোপের সঙ্গে নতুন কোনও বিবাদ শুরু করার মতো সময় বা শক্তি-কোনোটাই থাকা কঠিন।

যুক্তরাষ্ট্রে ৪৭ বিলিয়ন ডলারের গাঁজা

৬ পৃষ্ঠার পর

এই সিদ্ধান্তে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে গাঁজা বৈধ হয়ে যাচ্ছে না, তবে এটি ৪৭ বিলিয়ন ডলারের এই শিল্পকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে পারে। কারণ ফেডারেল পর্যায়ে নানা বাধার মুখে থাকা সত্ত্বেও প্রায় সব অঙ্গরাজ্য কোনো না কোনোভাবে চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য গাঁজাকে বৈধ করেছে এবং প্রায় অর্ধেক অঙ্গরাজ্যে বিনোদনমূলক ব্যবহারও বৈধ।
রাজ্য-নিয়ন্ত্রিত চিকিৎসায় ব্যবহৃত গাঁজাজাত পণ্যগুলোকে এখন অত্যন্ত আসক্তিকর মাদকের তালিকা (যেমন: হেরোইন) থেকে সরিয়ে এমন একটি শ্রেণিতে নেওয়া হবে, যেখানে অপব্যবহারের ঝুঁকি কম বা মাঝারি, যেমন: সাধারণ ব্যথানাশক, কেটামিন ও টেস্টোস্টেরন। মার্কিন খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন (এফডিএ) অনুমোদিত গাঁজাজাত পণ্যও একই শ্রেণিতে যাবে। ভারপ্রাপ্ত অ্যাটর্নি জেনারেল টড ব্লাঞ্চ বলেন, ‘সরকার গাঁজার সব ধরনের ব্যবহারের ক্ষেত্রেই কম বিপজ্জনক হিসেবে পুনঃশ্রেণিবিন্যাসের বৃহত্তর উদ্যোগ দ্রুত এগিয়ে নেবে।’
এই পদক্ষেপ গবেষণার বাধা কমাবে, করের চাপ হালকা করবে এবং কোম্পানিগুলোর জন্য অর্থায়ন পাওয়া সহজ করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
তিনি বলেন, ‘এই পুনঃশ্রেণিবিন্যাসের ফলে গাঁজার নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা নিয়ে গবেষণা করা সম্ভব হবে, যা রোগীদের উন্নত চিকিৎসা এবং চিকিৎসকদের আরও নির্ভরযোগ্য তথ্য দিতে সহায়তা করবে।’
এই সিদ্ধান্ত এসেছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ডিসেম্বরের এক নির্বাহী আদেশের পর, যেখানে বিচার বিভাগকে গাঁজার ওপর নিষেধাজ্ঞা শিথিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।
এতে যুক্তরাষ্ট্রের দ্রুত বর্ধনশীল ক্যানাবিস শিল্প লাভবান হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ক্যানোপি গ্রোথ, টিলরে ব্র্যান্ডস এবং ট্রুলিভ ক্যানাবিসের মতো কোম্পানিগুলো এর সুফল পেতে পারে।
চিকিৎসায় ব্যবহৃত গাঁজা ও ভোগ্যপণ্য বিক্রির পাশাপাশি এসব কোম্পানি ব্যথা নিরাময়, ক্যানসারের উপসর্গ ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ততাসহ বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় এর সম্ভাব্য ব্যবহার নিয়েও গবেষণা করছে।
শেয়ারবাজারে উত্থান, পরে পতন
এই সিদ্ধান্তের পর যুক্তরাষ্ট্রে তালিকাভুক্ত ক্যানাবিস কোম্পানিগুলোর শেয়ার ৬ থেকে ১৩ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল, তবে পরে তা আবার কমে যায়। কারণ বিনিয়োগকারীরা সরকারের তাৎক্ষণিক পদক্ষেপের সীমিত প্রভাব বিবেচনায় নেন।
টিলরে ব্র্যান্ডসের প্রধান নির্বাহী আরউইন সাইমন বলেন, ‘আজ যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এই পদক্ষেপের ফলে ফেডারেল নীতি অবশেষে বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং রোগীর প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে।’
গাঁজাকে দীর্ঘদিন ধরে ‘শিডিউল-১’ মাদক হিসেবে রাখা হয়েছিল, যার অর্থ এটি অত্যন্ত আসক্তিকর এবং এর কোনো স্বীকৃত চিকিৎসা ব্যবহার নেই। এই অবস্থানকে অনেকেই পুরোনো ও অযৌক্তিক বলে সমালোচনা করেছেন, বিশেষ করে যখন রাজ্য পর্যায়ে এর বৈধতা বাড়ছে।
কংগ্রেশনাল রিসার্চ সার্ভিসের তথ্য অনুযায়ী, ২৪টি অঙ্গরাজ্য ও ওয়াশিংটন ডিসিতে বিনোদনমূলক গাঁজা বৈধ, ৪০টি অঙ্গরাজ্যে চিকিৎসায় ব্যবহার পুরোপুরি বৈধ এবং আরও ৮টিতে আংশিক বৈধ। কেবল আইডাহো ও কানসাসে কোনো ধরনের বৈধ ব্যবহার নেই।
বাজার গবেষণা সংস্থা বিডিএসএ-এর পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রে গাঁজার বৈধ বিক্রি ৪৭ বিলিয়ন ডলার ছাড়াবে।
ডিসেম্বরে ট্রাম্পের নির্দেশের পর মেডিকেয়ার সুবিধাভোগীদের মধ্যে কিছু মানুষকে চিকিৎসকের পরামর্শে হ্যাম্পজাত পণ্য, যেমন: সিবিডি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়।
বৃহস্পতিবার ট্রাম্প বলেন, আরও পদক্ষেপ প্রয়োজন। তিনি কংগ্রেসকে আহ্বান জানান আইন হালনাগাদ করে পূর্ণাঙ্গ সিবিডি পণ্যের অ্যাক্সেস নিশ্চিত করতে, তবে জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি আছে এমন পণ্যের বিক্রি সীমিত রাখতে।
সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত অবৈধ মাদক
গাঁজা যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্বে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত অবৈধ মাদক। মার্কিন রোগ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা (সিডিসি) অনুযায়ী, প্রতি পাঁচজনের একজন বছরে অন্তত একবার এটি ব্যবহার করেন।
এদিকে দেশটিতে লাখ লাখ মানুষ গাঁজা রাখার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছেন, যদিও একই সময়ে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলো গাঁজাজাত পণ্য বিক্রি করছে।

ইরান যুদ্ধের জের, রাশিয়ার তেল

১২ পৃষ্ঠার পর

এই তেলের প্রধান উৎস এখন রাশিয়া এবং স্বল্প পরিসরে সৌদি আরব।
কেপলার-এর জ্যেষ্ঠ বিশ্লেষক মুয়ু জু সিএনবিসি-কে বলেন, "রাশিয়ান অপরিশোধিত তেলের জন্য ভারত ও চীনের মধ্যে প্রতিযোগিতা অত্যন্ত তীব্র হয়েছে এবং জুন মাসে জাহাজীকরণের অপেক্ষায় থাকা তেলের চালানের ক্ষেত্রেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে।চ
গত ১৮ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্র একটি বিশেষ ছাড়ের মেয়াদ প্রায় এক মাস বৃদ্ধি করে, যার ফলে সমুদ্রপথে নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত রুশ তেল কেনার সুযোগ তৈরি হয়। এর ফলে বিশ্ববাজারে তেলের দামের ওপর চাপ কিছুটা কমেছে। তবে ইরানি তেলের ওপর নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা হয়নি।
উল্লেখ্য, ইরানের তেলের প্রায় ৯৮ শতাংশ চীনে যায় এবং সামান্য কিছু অংশ যায় ভারতে।
মধ্যপ্রাচ্যের জ্বালানি অবকাঠামোতে ইরানের হামলার কারণে পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলো থেকে তেল সরবরাহ ব্যাহত হয়েছে, যা রাশিয়ার তেলের চাহিদা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।
কেপলার-এর তথ্যমতে, কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথ (হরমুজ প্রণালি) দিয়ে চীনের আমদানি এপ্রিল মাসে দৈনিক প্রায় ২ লাখ ২২ হাজার ব্যারেলে নেমে এসেছে, যা ইরান যুদ্ধ শুরুর আগে ছিল দৈনিক ৪৪ লাখ ৫০ হাজার ব্যারেল। অন্যদিকে, এই রুট দিয়ে ভারতের সরবরাহ গত ফেব্রুয়ারিতে যেখানে ছিল ২৮ লাখ ব্যারেল, চলতি মাসে তা মাত্র ২ লাখ ৪৭ হাজারে নেমে এসেছে।
এই ঘাটতি মেটাতে উভয় দেশই এখন বিকল্প উৎসের সন্ধানে রয়েছে।
কেপলার-এর বিশ্লেষক মুয়ু জু বলেন, "হরমুজ প্রণালি কার্যত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এশীয় দেশগুলো এখন সস্তা এবং সহজে পাওয়া যায় এমন তেলের উৎস খুঁজছে। আর রাশিয়ার তেল ঠিক এই ক্যাটাগরিতেই পড়ে।চ
জ্বালানি বিশেষজ্ঞদের মতে, সরবরাহ সংকটে ভারত বেশি ঝুঁকির মুখে রয়েছে। মার্চ মাসে দেশটির তেল আমদানি কমে গেছে এবং দীর্ঘমেয়াদি সংকট মোকাবিলায় ভারতের মজুত মাত্র ৩০ দিনের জন্য পর্যাপ্ত। তারা আরও যোগ করেন যে, অন্যান্য দেশের মতো ভারত সরকার তেলের খুচরা দাম বাড়ায়নি, ফলে দেশটিতে পেট্রোল ও ডিজেলের চাহিদা কমেনি।
এদিকে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির সেন্টার অন গ্লোবাল এনার্জি পলিসি অনুসারে, চীন তাদের অপরিশোধিত তেল আমদানির ৪৫-৫০ শতাংশের জন্য এই গুরুত্বপূর্ণ জলপথের ওপর নির্ভরশীল। তবে দেশটির তেলের বিশাল মজুত তিন থেকে চার মাসের চাহিদা মেটাতে সক্ষম।
জ্বালানি গোয়েন্দা সংস্থা এক্স-অ্যানালিস্টস-এর প্রধান তেল বিশ্লেষক মুকেশ সহদেব বলেন, এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় চীন তুলনামূলক সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে।
সহদেব আরও জানান, চীনের বিশাল রপ্তানি ও পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প সচল রাখতে এবং যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে কৌশলগত মজুত বাড়ানোর জন্য বেইজিংয়ের প্রচুর তেল আমদানি প্রয়োজন।
রাশিয়ান তেলের ওপর নির্ভরতা
এসঅ্যান্ডপি গ্লোবাল কমোডিটিজ অ্যাট সি-এর পরিচালক বেঞ্জামিন টাং জানান, মার্চ মাসে ভারত মোট ৪৫ লাখ ৭০ হাজার ব্যারেল তেল আমদানি করেছে, যার মধ্যে রাশিয়ার অবদান ছিল ২১ লাখ ৪০ হাজার ব্যারেল বা প্রায় ৪৭ শতাংশ।
কেপলার-এর তথ্য অনুযায়ী, ফেব্রুয়ারিতে ভারতের মোট আমদানিতে রাশিয়ার অংশ ছিল প্রায় ২০ শতাংশ, অর্থাৎ এক মাসের ব্যবধানে তা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। একই সময়ে ভারতের মোট তেল আমদানি যুদ্ধপূর্ব সময়ের তুলনায় ১৪ শতাংশের বেশি কমেছে।
চীনের অপরিশোধিত তেল আমদানিও সংকুচিত হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় মার্চ মাসে পরিমাণে ২.৮ শতাংশ কমেছে। ইরানের সরবরাহ সীমিত হয়ে পড়ায় বেইজিং সেই শূন্যস্থান পূরণে রাশিয়ার দিকে ঝুঁকেছে।
কেপলার-এর তথ্য বলছে, চীন মার্চ মাসে ১৮ লাখ ব্যারেল রুশ তেল আমদানি করেছে, যা ফেব্রুয়ারির ১৯ লাখ ব্যারেলের চেয়ে কিছুটা কম। তবে চলতি এপ্রিলে ভারত ও চীন পাল্লা দিয়ে রুশ তেলের দখল নিচ্ছে এবং উভয় দেশই ১৬ লাখ ব্যারেল করে তেল নিশ্চিত করেছে।
যুদ্ধ শুরুর আগে ভারতের শোধনাগারগুলো রাশিয়ার তেলের ওপর নির্ভরতা কমিয়েছিল, মূলত নভেম্বরে রাশিয়ার দুটি বড় তেল কোম্পানির ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কারণে। ওয়াশিংটন তখন দিল্লির ওপর চাপ সৃষ্টি করে বলেছিল যে, রাশিয়ার ওপর নির্ভরতা কমালে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি সুবিধাজনক বাণিজ্য চুক্তি সম্ভব হবে।
ফেব্রুয়ারি মাসে যখন ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র চূড়ান্ত বাণিজ্য চুক্তিতে পৌঁছায়, তখন কেপলার-এর তথ্য অনুযায়ী দেখা যায়, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়ার তেল আমদানি গত নভেম্বরের ১৮ লাখ ৪০ হাজার ব্যারেল থেকে কমে ১০ লাখ ৪০ হাজারে নেমেছিল।
কিন্তু ইরানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংঘাত এই পরিস্থিতিকে পুরোপুরি পাল্টে দিয়েছে।
ভারতের এনডিটিভি-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ভারতে নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত ডেনিস আলিপভ নিশ্চিত করেছেন যে, "ভারত ইদানীং প্রচুর রাশিয়ার তেল কিনছে এবং মস্কো ভবিষ্যতে জ্বালানি সহযোগিতার এই স্তর বজায় রাখতে চায়। তিনি মার্কিন শুল্ক ও নিষেধাজ্ঞাকে অবৈধ চাপ হিসেবে অভিহিত করেন।
নয়াদিল্লির জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা জরুরি হলেও, চলমান মধ্যপ্রাচ্য সংকটে ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য রাশিয়ার তেল এখন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।
রিস্ট্যাড এনার্জির তেল বাজার বিষয়ক ভাইস প্রেসিডেন্ট লিন ইয়ে সিএনবিসি-কে বলেন, "মধ্যপ্রাচ্যের তেলের ওপর অতি-নির্ভরতা এবং তুলনামূলক কম মজুত থাকায় সাম্প্রতিক সংকটে চীন অপেক্ষা ভারত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।চ
তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ভারতের জন্য রাশিয়ার তেলের প্রয়োজনীয়তা বেশি হলেও চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানিগুলো থেকে তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে হচ্ছে, যারা নিষেধাজ্ঞা মওকুফ পাওয়ার পর পুনরায় বাজারে ফিরে এসেছে।
সৌদি আরব থেকে সরবরাহ
ইরান যুদ্ধ শুরুর আগে ভারত রাশিয়ার তেলের বিকল্প হিসেবে সৌদি আরবের ওপর নির্ভরতা বাড়াচ্ছিল।
কেপলার-এর তথ্য বলছে, ফেব্রুয়ারিতে সৌদি আরব থেকে ভারতের সরবরাহ বেড়ে ১০ লাখ ৩০ হাজার ব্যারেলে পৌঁছেছিল, যা ২০২৫ সালে গড়ে প্রতিদিন ছিল ৬ লাখ ৩৮ হাজার ৩৮৭ ব্যারেল। চলতি এপ্রিলে এখন পর্যন্ত সৌদি আরব ভারতকে দৈনিক ৬ লাখ ৮৪ হাজার ১৯০ ব্যারেল তেল সরবরাহ করেছে।
যাইহোক, এক্স-অ্যানালিস্টস-এর সহদেব জানান, সৌদি আরবের তেলের বড় অংশ লোহিত সাগরের মাধ্যমে চীনের দিকে যাচ্ছে। সেখানে রিয়াদের বড় ধরনের শোধনাগার বিনিয়োগ থাকায় ভারতের চেয়ে চীনের প্রতি তাদের আগ্রহ বেশি।
কেপলার-এর তথ্যানুসারে, এপ্রিল মাসে সৌদি আরব চীনকে দৈনিক ১৩ লাখ ৫০ হাজার ব্যারেল তেল সরবরাহ করেছে, যা মার্চে ছিল ১০ লাখ ৪০ হাজার ব্যারেল। তবে এটি ফেব্রুয়ারির ১৬ লাখ ৭০ হাজার ব্যারেলের চেয়ে কম।
সহদেব বলেন, "যদি অনির্দিষ্টকালের জন্য যুদ্ধবিরতি চলে, তবে দামের চেয়েও তেলের সহজলভ্যতা সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে।চ

যুক্তরাষ্ট্রে শিথিল হচ্ছে গাঁজা নীতি,

৬ পৃষ্ঠার পর

৪৭ বিলিয়ন ডলারের এ শিল্পে বড় প্রভাব পড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কারণ ফেডারেল পর্যায়ে নানা বাধার মুখে থাকলেও, দেশটির প্রায় সব অঙ্গরাজ্যে কোনো না কোনোভাবে চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য গাঁজাকে বৈধ করা হয়েছে এবং দেশটির প্রায় অর্ধেক অঙ্গরাজ্যে বিনোদনমূলক কাজে গাঁজা ব্যবহার বৈধ। রাজ্য নিয়ন্ত্রিত চিকিৎসায় গাঁজা থেকে উৎপাদিত পণ্যগুলোকে অত্যন্ত আসক্তিকর মাদকের (যেমন- হেরোইন) শ্রেণি থেকে সরিয়ে এমন একটি শ্রেণিতে নেওয়া হবে, যেখানে অপব্যবহারের ঝুঁকি কম বা মাঝারি।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com
Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি

- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শটসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-350-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WALI KHAN, D.D.S

Family Dentistry

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side)

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

বিএনপি নিজেরাই দেশের জমিদারি

৮ পৃষ্ঠার পর

দলকে পেশোয়ারে পাঠাচ্ছেন-আর নিজেরাই দেশের জমিদারি দখল নিতে চাচ্ছেন।’

আজ শুক্রবার ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গণভোটের রায় বাস্তবায়নের দাবিতে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের উদ্যোগে আয়োজিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন দলটির আমির মামুনুল হক।

বিএনপি ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করায় ১১ দলীয় ঐক্য রাজপথে নামতে বাধ্য হয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবরের সহিংসতার প্রসঙ্গ টেনে জামায়াত আমির বলেন, ‘রক্তাক্ত সেই রাজনীতির ধারাবাহিকতায় একসময় যারা মজলুম ছিল, তাদেরই একটি অংশ এখন ক্ষমতায় গিয়ে অতীত ভুলে গেছে।’

গণভোট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘জুলাই সনদ বাস্তবায়নের কার্যকর আইনি উপায় হিসেবে গণভোটের বিকল্প নেই-এ কথা বিএনপি নিজেরাই আগে স্বীকার করেছিল। নির্বাচনী প্রচারে ভোটারদের দলীয় প্রতীকের পাশাপাশি গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দেওয়ার আহ্বানও জানানো হয়েছিল।’

এখন সেই গণভোটকেই অবৈধ বলা হচ্ছে,’ বলেন তিনি।

এ বিষয়ে সরকারের অবস্থানকে ‘পরস্পরবিরোধী’ আখ্যা দিয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন, ‘গণভোট নির্বাচন-পূর্বে বৈধ থাকলেও পরে কীভাবে অবৈধ হলো? একই আদেশে দুই ভোট-গোশত হালাল, ঝোল হারাম, এটা সুবিধাবাদী মানসিকতা।’

বিরোধীদলীয় নেতা বলেন, ‘গণভোটের রায় মেনে নিলে আন্দোলনের প্রয়োজন হবে না। তবে তা বাস্তবায়ন না হলে সংসদ ও রাজপথ-দুই জায়গাতেই আন্দোলন চলবে।’

রাজপথ ও সংসদ একাকার হয়ে গেলে বালুর বাঁধ দিয়ে জোয়ার ঠেকানো যাবে না,’ সতর্ক করেন তিনি।

জনগণের রায় অস্বীকারের পরিণতি ভালো হয় না উল্লেখ করে তিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি সম্মান দেখিয়ে গণভোটের ফল মেনে নেওয়ার আহ্বান জানান।

সমাবেশে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস তিন মাসব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করে। মে, জুন ও জুলাই মাসে জেলা পর্যায়ে নাগরিক সমাবেশ এবং আগামী ৫ আগস্ট ঢাকায় গণমিছিল কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে।

সভাপতির বক্তব্যে মামুনুল হক কর্মসূচি বাস্তবায়নে দলীয় নেতাকর্মীদের প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান।

বিএনপি নেতাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘যে ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের মাধ্যমে আপনারা জন্ম নিয়েছেন, তার সঙ্গে গাদ্দারি করা মানে জন্মদাত্রী মায়ের গর্ভকে অস্বীকার করা। বাংলাদেশে পূর্বে তিনটি গণভোট হয়েছে-কোনো গণভোটের সঙ্গেই কেউ গাদ্দারি করেনি।’

সমাবেশে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক ও বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, জ্বালানি সংকট ও হাম পরিস্থিতিতে জনগণ ভালো নেই।’

‘আমরা দায়িত্বশীল বিরোধীদল হিসেবে সরকারকে সহযোগিতা করতে চেয়েছি। কিন্তু সরকার বারবার কথার বরখেলাপ করছে,’ অভিযোগ করেন তিনি।

এ ছাড়া লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) চেয়ারম্যান কর্নেল (অব.) অলি আহমদ, এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু প্রমুখও বক্তব্য দেন।

‘কিছু রাজনৈতিক দল দেশের

৮ পৃষ্ঠার পর

কিছু কথা-বার্তা বলা শুরু করেছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ১ টি কমিশন করেছিল। তার মধ্যে সংবিধান আছে, বিচারের বিষয় আছে, প্রশাসনিক আছে, স্বাস্থ্য আছে, নারী আছে। আজকে ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছি আমরা।’

‘যারা এই সংস্কার সংস্কার করে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে চাচ্ছে, জুলাই সনদ সম্পর্কে বিভ্রান্ত করতে চাচ্ছে, তারা কিন্তু নারীর স্বাধীনতা অথবা নারীর উন্নয়ন নিয়ে কোনো কথা বলে না। বাংলাদেশের মানুষের জন্য যে চিকিৎসা কমিশন করা হয়েছিল, বাংলাদেশের মানুষ যাতে ওষুধ সহজে পেতে পারে, চিকিৎসা সহজে পেতে পারে, সে ব্যাপারে তারা কোনো কথা বলে না,’ যোগ করেন তিনি।

তারেক রহমান আরও বলেন, ‘কীভাবে প্রশাসনকে ঠিক করতে হবে সেটির কথা তারা বলে না, কীভাবে আইন-শৃঙ্খলা ঠিক করতে হবে সেটির কথা তারা বলে না। তারা শুধু সংবিধান সংবিধান এই বিষয়ে কথা বলে।’

‘নির্বাচনের সময় আমি বিভ্রান্তকারীদের কথা বলেছিলাম। এই গুপ্ত বিভ্রান্তকারীরা আবার এখন বিভ্রান্তের কাজ শুরু করেছে। এদের সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা দেখেছি, তারা কীভাবে দেশের মানুষকে বিভ্রান্তের চেষ্টা করেছে। ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে আমরা দেখেছি, তারা কীভাবে দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিল। ১৯৯৬ সালেও আমরা দেখেছি, স্বৈরাচারের সঙ্গে গিয়ে দেশের মানুষকে কীভাবে বিভ্রান্ত করেছিল। ২০০৮ সালেও আমরা দেখেছি, ওয়ান ইলেভেনের সঙ্গে যোগ দিয়ে তারা কীভাবে দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করেছিল।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা দেশের মানুষের জন্য ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ড করতে চাই। ইমাম-মুয়াজ্জিনের জন্য ভাতা চালু করতে চাই, খাল খনন ও বৃক্ষ রোপণ করতে চাই। বেকার যুবকদের দেশে-বাইরে কর্মসংস্থান করতে চাই। এই সব ব্যাপারে তারা (বিরোধী দল) কোনো কাজ করে না। নির্বাচনের সময় বলেছিল, “রাখ তোর ফ্যামিলি কার্ড”, মনে আছে? জনগণের স্বার্থে যে কাজ, তা তারা রেখে দেয়, ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে নিজেদের ক্ষমতা কীভাবে কুক্ষিগত করতে হবে, সেই কাজের জন্য তারা এখন বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে।’

কৃষক কার্ড, ফ্যামিলি কার্ড, খাল খনন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৃক্ষরোপণের মতো কর্মসূচির কথা উল্লেখ করে জনসভায় উপস্থিত নেতাকর্মীদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘যদি এই কাজগুলো বাস্তবায়ন করতে হয়, তবে ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে আপনাদেরকে সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে। কারণ, তাদের অতীত ইতিহাস বলে দেয়, দেশ স্বাধীনের আগে ও পরে তারা কতবার চেষ্টা করেছে দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করতে।’

জনগণকে আমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, তার প্রত্যেকটি আমরা বাস্তবায়ন করব, বলেন প্রধানমন্ত্রী।

তারেক রহমান বলেন, সিরাজগঞ্জ থেকে বগুড়া রেললাইন-বগুড়ার মানুষের একটি অন্যতম প্রধান দাবি। ইনশাআল্লাহ, শিগগির এই কাজ আমরা শুরু করব। বগুড়াসহ আশে-পাশের অনেক অঞ্চল কৃষি প্রধান অঞ্চল। আমরা চাই, আমাদের কৃষিজাত পণ্য দেশে যেমন থাকবে, তেমন বিদেশেও রপ্তানি হবে। আমি এর মধ্যেই কাজ শুরু করেছি, কীভাবে বগুড়া বিমানবন্দরে কার্গো প্লেন আসতে পারে এবং আমাদের উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্য আমরা বিদেশে রপ্তানি করতে পারি।

অ্যালুমিনিয়ামের ক্যান আটকে আছে

১২ পৃষ্ঠার পর

সরবরাহ সীমিত করার (র□্যাশনিং) বা কিছু অর্ডার বাতিল করার কথা জানিয়েছে।

সঞ্জয় নামের একজন পরিবেশক বলেন,ওআমরা অর্ডার দিচ্ছি, কিন্তু কোম্পানি বলছে যুদ্ধের কারণে সংকট চলছে’

এ বিষয়ে কোকাকোলা কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি।

পানীয় প্রস্তুতকারক এই বহুজাতিক কোম্পানির কাছে ভারত একটি বড় বাজার। ২০২৪-২৫ সালে দেশটিতে তাদের বিক্রির পরিমাণ ছিল ৫ হাজার কোটি রুপি (৫৩ কোটি ৩০ লাখ ডলার), যা অন্তত ২০২১ সালের পর সর্বোচ্চ। ভারতে চিনিমুক্ত পানীয়ের চাহিদাও দ্রুত বাড়ছে। গবেষণা প্রতিষ্ঠান গ্র্যান্ড ভিউ রিসার্চের মতে, ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতে কম চিনির খাবার ও পানীয়ের বাজার ৪৭০ কোটি ডলারে পৌঁছাবে, যা ২০২৩ সালের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি।

সংশ্লিষ্ট খাতের একজন শীর্ষ কর্মকর্তা জানান, আমদানিকৃত ক্যানের চালান আসতে দেরি হওয়াই ডায়েট কোক সংকটের মূল কারণ। এ ছাড়া জ্বালানি সংকটের কারণে খোদ ভারতেই ক্যান ও বোতল তৈরির খরচ বেড়ে গেছে। ওই কর্মকর্তা বলেন,ওকিছু উৎপাদন চলছে, তবে পুরো চাহিদা মেটানো সম্ভব হচ্ছে না। তাই সরবরাহ সীমিত রাখা হয়েছে’

উত্তর প্রদেশের মুদি দোকানদার আশিস সাক্সেনা বলেন,ওআগে ডায়েট কোক পাঁচ-ছয় ঘণ্টার মধ্যেই ডেলিভারি পাওয়া যেত। কিন্তু কোম্পানি এখন কোক জিরো বিক্রির ওপর জোর দিচ্ছে। এটি প্লাস্টিকের বোতলে আসে এবং অন্যান্য পণ্যের তুলনায় এর দামও বেশ সাশ্রয়ী’

এদিকে ডায়েট কোক না পেয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হতাশা প্রকাশ করছেন অনেক গ্রাহক। ইনস্টাগ্রামে নানা ধরনেরওমিম’ পোস্ট করে রসিকতাও করছেন তারা।

মার্কিন নৌ-অবরোধ কত দিন

৭ পৃষ্ঠার পর

মার্কিন নৌ-অবরোধের জবাবে ইরান সব বিদেশি জাহাজের জন্য হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দিয়েছে এবং কয়েকটি বিদেশি পতাকাবাহী জাহাজ জব্দও করেছে। এর আগে তারা কেবল নিজেদের জন্য“বন্ধুভাবাপন্ন” দেশের জাহাজগুলোকে ওই পথে চলার অনুমতি দিত।

১৯ এপ্রিল ইরানের প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ রেজা আরেফ সামাজিক মাধ্যম এক্সে বলেন,“হরমুজ প্রণালির নিরাপত্তা বিনা মূল্যে মেলে না” তিনি লেখেন, “একদিকে ইরানের তেল রপ্তানি সীমিত করা হবে, আর অন্যদিকে সবার জন্য বিনা মূল্যে নিরাপত্তা আশা করা হবে-এমনটা হতে পারে না। পছন্দটা একদম পরিষ্কার: হয় সবার জন্য উন্মুক্ত তেলের বাজার, না হয় সবার জন্য বড় ধরনের ক্ষতির ঝুঁকি”

তিনি আরও বলেন, “জ্বালানির বৈশ্বিক বাজারে স্থিতিশীলতা নির্ভর করছে ইরান ও এর মিত্রদের ওপর অর্থনৈতিক ও সামরিক চাপের নিশ্চিত ও স্থায়ী অবসানের ওপর”

বৃহস্পতিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে ইরানের পার্লামেন্টের স্পিকার এবং যুদ্ধবিরতি আলোচনার প্রধান মধ্যস্থতাকারী মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-অবরোধ তুলে নেওয়া হলেই কেবল পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধবিরতি কার্যকর হতে পারে।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, এই অবরোধ ইরানের বেশ ক্ষতি করছে ঠিকই, তবে এই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার মতো অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সদিচ্ছা দেশটির রয়েছে।

মার্কিন অবরোধে কতটা ক্ষতি হচ্ছে ইরানের?

ইরান সমুদ্রপথে তেল, গ্যাস, পেট্রোকেমিক্যাল, প্লাস্টিক ও কৃষিপণ্যসহ বিভিন্ন পণ্য রপ্তানি করে। বিশ্লেষকেরা বলছেন, হরমুজ প্রণালিসহ ইরানি বন্দরগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-অবরোধ এই বাণিজ্যে বড় প্রভাব ফেলতে পারে।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল যুদ্ধ শুরুর পরপরই তেহরান কার্যত হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দেয়। এই গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিশ্ববাজারে তেল ও গ্যাসের দাম হু হু করে বাড়তে থাকে। এরপর থেকে হরমুজ প্রণালির নিয়ন্ত্রণ ইরানের হাতেই রয়েছে। তবে এই পথ দিয়ে তারা নিজেদের জ্বালানি পণ্য রপ্তানি চালিয়ে গেছে।

ইরানের মোট তেল রপ্তানির প্রায় ৮০ শতাংশই যায় হরমুজ প্রণালি দিয়ে। বাণিজ্য ও তথ্য বিশ্লেষক সংস্থা কেপলারের মতে, ইরান গত মার্চে প্রতিদিন গড়ে ১ দশমিক ৮৪ মিলিয়ন ব্যারেল অপরিশোধিত তেল রপ্তানি করেছে। এপ্রিলে এখন পর্যন্ত প্রতিদিন গড়ে ১ দশমিক ৭১ মিলিয়ন ব্যারেল তেল পাঠিয়েছে তারা। ২০২৫ সালে তাদের গড় রপ্তানি ছিল দিনে ১ দশমিক ৬৮ মিলিয়ন ব্যারেল।

গত ১৫ মার্চ থেকে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত ইরান ৫৫ দশমিক ২২ মিলিয়ন ব্যারেলের বেশি তেল রপ্তানি করেছে। গত এক মাসে ইরানের তিন ধরনের প্রধান তেলের (ইরানিয়ান লাইট, ইরানিয়ান হেভি এবং ফোরোজান ব্লেন্ড) দাম কোনো দিনই ব্যারেলপ্রতি ৯০ ডলারের নিচে নামেনি। অনেক দিন এই দাম ১০০ ডলারও ছাড়িয়ে গেছে।

এমনকি ব্যারেলপ্রতি ৯০ ডলারের হিসাব ধরলেও, চলমান তেল রপ্তানি থেকে গত এক মাসে ইরান অন্তত ৪ দশমিক ৯৭ বিলিয়ন ডলার আয় করেছে। এর বিপরীতে, যুদ্ধ শুরুর আগে ফেব্রুয়ারির শুরুতে ইরান তেল রপ্তানি থেকে দিনে প্রায় ১১৫ মিলিয়ন ডলার আয় করত, যা মাসে দাঁড়ায় ৩ দশমিক ৪৫ বিলিয়ন ডলার। সহজ কথায়, যুদ্ধ শুরুর আগের তুলনায় গত এক মাসে তেল রপ্তানি থেকে ইরান ৪০ শতাংশ বেশি আয় করেছে। আর এই আয় বন্ধ করাই ইরানি বন্দরগুলোতে মার্কিন নৌ-অবরোধের অন্যতম প্রধান কারণ।

মিডল ইস্ট কাউন্সিল অন গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্সের জ্যেষ্ঠ ফেলো ফ্রেডেরিক স্নাইডার ১৪ এপ্রিল আল জাজিরাকে জানান, গত ছয় সপ্তাহে তেল রাজস্বের দিক থেকে ইরান লাভবান হয়েছে। কিন্তু মার্কিন অবরোধের কারণে সেই পরিস্থিতি পাল্টে যাবে।

তবে শুক্রবার স্নাইডার আল জাজিরাকে জানান, ইরান সম্ভবত“দীর্ঘমেয়াদি খেলার” প্রস্তুতি নিচ্ছে। তারা এ ধরনের সংঘাতের আভাস আগেই পেয়েছিল এবং সে অনুযায়ী কিছু প্রস্তুতিও নিয়ে রেখেছে।

তিনি বলেন,“নৌ-অবরোধ অর্থনৈতিক চাপ বাড়িয়েছে। তবে এই অবরোধ কতটা কার্যকর, বিপুল পরিমাণ ভাসমান তেলের জাহাজের মধ্যে কয়টি পার হতে পারছে এবং ট্রাম্প কত দিন এই অবরোধ টিকিয়ে রাখতে পারবেন-তা এখনো অস্পষ্ট”

যুক্তরাষ্ট্র কি দীর্ঘদিন অবরোধ চালিয়ে যেতে পারবে?

স্নাইডার জানান, আগামী ১ মে একটি আইনি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বেন ট্রাম্প। কারণ, কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া বিদেশে কোনো সামরিক অভিযান চালানোর জন্য তার হাতে থাকা ৬০ দিনের সময়সীমা ওই দিন শেষ হবে।

তিনি জানান, যেসব জাহাজের মাধ্যমে এই অবরোধ কার্যকর রাখা হচ্ছে, সেগুলোর অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। এ ছাড়া চীনের পণ্য বহনকারী জাহাজগুলো যদি যুক্তরাষ্ট্র বারবার জব্দ করতে থাকে, তবে চীন কেমন প্রতিক্রিয়া দেখাবে, সেটাও দেখার বিষয়।

স্নাইডার বলেন, “চীন ইতিমধ্যেই জানিয়েছে যে ইরানের সঙ্গে তাদের বাণিজ্যে অবরোধ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এর পাশাপাশি প্রতিশোধ হিসেবে ইরানের হরমুজ প্রণালি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্রের খুব একটা ক্ষতি না করলেও, এই অঞ্চলে ও বিশ্বজুড়ে থাকা মার্কিন মিত্রদের ক্ষতি করছে। ফলে ট্রাম্পের ওপর চাপ আরও বাড়ছে”

তিনি আরও বলেন,“দুই পক্ষের আচরণ থেকে যদি কিছু বোঝার থাকে, তবে তা হলো-ইরান ধৈর্যের পরিচয় দিচ্ছে, আর ট্রাম্প ক্রমশ অধৈর্য হয়ে পড়ছেন”

বাহরাইনে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত অ্যাডাম এরেলি আল জাজিরার“দিস ইজ আমেরিকা” অনুষ্ঠানে বলেন,“ইরানিরা এই পরিস্থিতির জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। তাদের নিজেদের পরিকল্পনা আছে। তেল মজুত বা বিক্রি করার বিকল্প উপায়ও তাদের হাতে আছে” তিনি বলেন,“এমনকি তাদের তেল ফুরিয়ে গেলেও, এই কঠোর অবরোধ ও নিষেধাজ্ঞার মধ্যেও টিকে থাকার পথ তাদের জানা আছে। সত্যি বলতে, আমার মনে হয় ট্রাম্প এবং আমেরিকান জনগণের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেলেও ইরানিরা ঠিকই টিকে থাকবে”

অ্যাডাম আরও বলেন,“ট্রাম্প সব সময়ই রাজনৈতিক হাওয়া বোঝেন। তাই একদিকে তার ইরান নীতি, অন্যদিকে তার নির্বাচনী কৌশল-এই দুটির মধ্যে একটি বড় সংঘাত দেখা দিচ্ছে। প্রশ্ন হলো, শেষ পর্যন্ত তিনি কোনটিকে ছাড় দেবেন?”

অবরোধের মধ্যে তেল মজুত করার জায়গা আছে ইরানের?

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এফজিই এনার্জির মতে, ইরানের দেশীয় শোধনাগারগুলোর উৎপাদনক্ষমতা দিনে ২ দশমিক ৬ মিলিয়ন ব্যারেল। তাদের তেল ও গ্যাস উৎপাদনকেন্দ্রগুলো মূলত দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশে অবস্থিত-তেলের জন্য খুজেস্তান এবং গ্যাস ও কনডেনসেটের জন্য বুশেহর।

অর্গানাইজেশন অব দ্য পেট্রোলিয়াম এক্সপোর্টিং কান্ট্রিসের (ওপেক) তৃতীয় বৃহত্তম তেল উৎপাদক দেশ ইরান। তারা তাদের মোট অপরিশোধিত তেলের ৯০ শতাংশই খার্গ দ্বীপ হয়ে হরমুজ প্রণালি দিয়ে রপ্তানি করে।

মার্কিন নৌ-অবরোধের অর্থ হলো ইরানকে এখন আরও বেশি তেল মজুত করে রাখতে হবে এবং এর ফলে মজুত রাখার জায়গার সংকট দেখা দিতে পারে।

কেপলারের বিশ্লেষক মুয়ু জু আল জাজিরাকে জানান, বর্তমান পরিস্থিতির কারণে আগামী দিনে ইরানের তেল লোডিং ও রপ্তানি ধীর হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এতে স্থলভাগের মজুতের ওপর চাপ বাড়বে এবং শেষ পর্যন্ত তারা উৎপাদন কমাতে বাধ্য হবে।

মেরিটাইম ইন্টেলিজেন্স বা সামুদ্রিক গোয়েন্দা সংস্থা ট্যাংকার ট্র্যাকার্স জানিয়েছে, তেলের মজুত রাখার জায়গার অভাব হতে পারে-এমনটা আঁচ করে ইরান খার্গ দ্বীপে“নাশ্ম” নামের পুরোনো একটি ট্যাংকারকে আবার কাজে ফিরিয়ে এনেছে।

এক্সে দেওয়া এক পোস্টে ট্যাংকার ট্র্যাকার্স জানায়, “এটি একটি ৩০ বছরের পুরোনো ভিএলসিসি (ভেরি লার্জ ক্রুড ক্যারিয়ার বা অত্যন্ত বড় অপরিশোধিত তেলবাহী জাহাজ), যা গত কয়েক বছর ধরে খালি নোঙর করা ছিল। যে যাত্রায় দেড় থেকে দুই দিন লাগার কথা, সেখানে এই জাহাজটি চার দিন ধরে সাগরে ভাসছে” ধারণা করা হচ্ছে, জাহাজটিকে তেল মজুত করার কাজেই ব্যবহার করা হচ্ছে। জাহাজটির কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্য বা রুট আছে কি না, তা স্পষ্ট নয়।

তেল থেকে ইরানের আয় কি অব্যাহত থাকবে?

বিশ্লেষকদের মতে, সাগরে ইতিমধ্যে ট্রানজিটে থাকা তেলের মাধ্যমে ইরান আরও কয়েক মাস রাজস্ব আয় অব্যাহত রাখতে পারবে।

ওয়াশিংটন ডিসির কংগ্রেশনাল রিসার্চ সার্ভিসের সাবেক ইরান বিশ্লেষক কেনেথ কাটজম্যান বলেন, মার্কিন অবরোধের কারণে ইরান নতুন করে তেল রপ্তানি করতে পারছে না ঠিকই, তবে এই মুহূর্তে বিশ্বের বিভিন্ন জাহাজে তাদের ১৬০ মিলিয়ন থেকে ১৭০ মিলিয়ন ব্যারেল তেল ভাসমান অবস্থায় রয়েছে।

আল জাজিরাকে কাটজম্যান জানান, মার্কিন অবরোধ আরোপের আগেই এই সরবরাহগুলো হরমুজ প্রণালি পার হয়েছে। এগুলো এখন শত শত ট্যাংকারে করে “ডেলিভারির অপেক্ষায়” রয়েছে। তিনি জানান, এক ইরানি অধ্যাপকের কাছ থেকে তিনি জানতে পেরেছেন যে এই সরবরাহগুলোর ওপর ভিত্তি করে মার্কিন নৌ-অবরোধ সত্ত্বেও তেহরানের রাজস্ব প্রবাহ আগস্ট পর্যন্ত চলতে পারে।

কাটজম্যান বলেন,“এটি বেশ লম্বা সময়। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কি আগস্ট পর্যন্ত অপেক্ষা করার সময় আছে? সম্ভবত নেই” তিনি মনে করেন, ট্রাম্প যদি তার কাঙ্ক্ষিত সমাধানে পৌঁছাতে চান, তবে তাকে সামরিক সংঘাত বাড়াতে হবে, না হয় তার কাঙ্ক্ষিত চুক্তির চেয়েও কম কিছু মেনে নিতে হবে।

অবশ্য সাগরে চলাচলের সময় ইরানি জাহাজগুলোকে মার্কিন নৌবাহিনীর জাহাজ এড়িয়ে চলতে হবে। কারণ মার্কিন নৌবাহিনী সম্প্রতি ইরানের মালবাহী জাহাজ আটকাতে শুরু করেছে।

উদাহরণস্বরূপ, চলতি সপ্তাহের বুধবার এশিয়ার জলসীমায় অন্তত তিনটি ইরানি পতাকাবাহী ট্যাংকার আটকায় মার্কিন সামরিক বাহিনী। রয়টার্সের খবর অনুযায়ী, ভারত, মালয়েশিয়া ও শ্রীলঙ্কার কাছে থাকা এই জাহাজগুলোর গতিপথ পরিবর্তন করতে বাধ্য করা হয়েছে।

বিশ্লেষক মুয়ু জু জানান, কেপলারের তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে সাগরে প্রায় ১৮৩ মিলিয়ন ব্যারেল ইরানি অপরিশোধিত তেল ভাসছে। এর মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের উপসাগরে ১৪ দশমিক ৭ মিলিয়ন, ওমান উপসাগরে ১১ দশমিক ৯ মিলিয়ন, আরব সাগরে ৯ মিলিয়ন এবং ভারত মহাসাগরে ৬ দশমিক ৫ মিলিয়ন ব্যারেল তেল রয়েছে। বাকি তেল মালাক্কা প্রণালি, দক্ষিণ চীন সাগর এবং চীনের কাছাকাছি এলাকায় অবস্থান করছে।

জু মনে করেন, আসন্ন ট্রাম্প-সি জিনপিং বৈঠকের আগে যুক্তরাষ্ট্র খুব বেশি আগ্রাসী হবে না। তবে তারা ইরান ও চীন-উভয়ের ওপর চাপ বজায় রাখতে বাছাই করে কিছু ইরানি চালান আটকানো অব্যাহত রাখবে। তার মতে, যত দিন সম্ভব চীন ইরানি অপরিশোধিত তেল কেনা চালিয়ে যাবে এবং ইরানও পূর্ব দিকে তেল পাঠানোর চেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

রাজস্ব আয়ের আর কী পথ আছে ইরানের?

তেল বিক্রির পাশাপাশি গত মার্চ থেকে হরমুজ প্রণালিতে বসানো একটি“টোল বুথ” ব্যবস্থা থেকেও রাজস্ব আয় করছে ইরান।

আধা-সরকারি সংবাদ সংস্থা তাসনিমের খবর অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার ইরানের পার্লামেন্টের ডেপুটি স্পিকার হামিদরেজা হাজি-বাবাই জানিয়েছেন, যুদ্ধ শুরুর পর থেকে বসানো টোলের প্রথম আয় তেহরানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা হয়েছে। তবে এই আয়ের পরিমাণ ঠিক কত, তা স্পষ্ট নয়। ত মার্চে যুক্তরাজ্যভিত্তিক ফারসি ভাষার স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল ইরান ইন্টারন্যাশনালকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইরানি রাজনীতিক আলাউদ্দিন বোরুজেরদি জানিয়েছিলেন, প্রণালি পার হওয়ার জন্য কিছু জাহাজের কাছ থেকে তারা ২ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত টোল আদায় করছেন।

নৌবাণিজ্য বিষয়ক সংবাদমাধ্যম লয়েডস লিস্টের মতে, এখন পর্যন্ত এই প্রণালি পার হওয়া অন্তত দুটি জাহাজ চীনের মুদ্রা ইউয়ানে টোল পরিশোধ করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে,“চীনের একটি মেরিটাইম সার্ভিস কোম্পানি মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে জাহাজ পারাপারের ব্যবস্থা করেছে এবং তারাই ইরানি কর্তৃপক্ষকে এই অর্থ পরিশোধ করেছে” তবে জাহাজকে ঠিক কত টাকা পরিশোধ করতে হয়েছে, তা জানা যায়নি।

BY-NC-SA

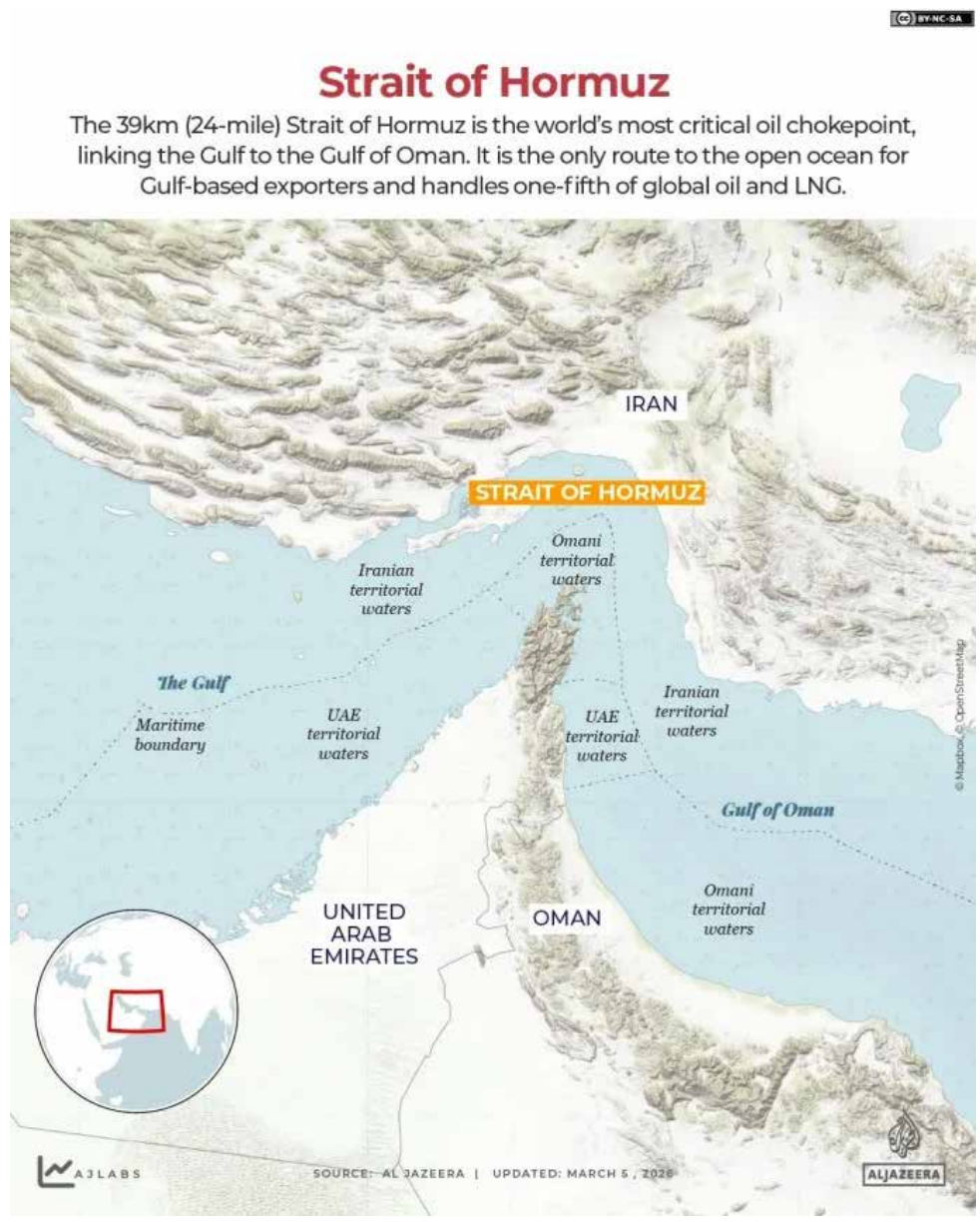

গণভোটে ‘হ্যাঁ’-এর প্রচারে

৯ পৃষ্ঠার পর

নেতৃত্ব গোপন রেখেছে। তাদের দাবি, প্রাথমিকভাবে প্রচারের খরচ ব্যক্তিগত তহবিল থেকে মেটানোর কথা জানানো হলেও পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে বড় অঙ্কের অর্থ গ্রহণ করা হয়, যার কোনো আনুষ্ঠানিক হিসাব এখন পর্যন্ত সাধারণ সদস্যদের সামনে প্রকাশ করা হয়নি। সংবাদ সম্মেলনে আরও অভিযোগ করা হয়, সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির একটি বৈঠকে অন্তত এক কোটি টাকার তহবিল সংগ্রহের বিষয়টি স্বীকার করা হলেও ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোনো স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হয়নি। এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে সংগঠনের সাবেক সভাপতি রিফাত রশিদ টিবিএসকে বলেন, “আমরা প্রেস কনফারেন্সে সবকিছু ক্লিয়ার করেছি। অডিট রিপোর্টও প্রকাশ করেছি। এরপরেও যদি কারো কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে তাদের তদন্তে আমরা সর্বাত্মক সাহায্য করব। এটা নিয়ে আর কথা বলতে চাই না। এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত একটি প্রোপাগান্ডা ছাড়া আর কিছু না” এদিকে, সংগঠনের একাংশের উত্থাপিত অভিযোগ এবং নেতৃত্বের পাল্টা ব্যাখ্যার জেরে বিষয়টি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

CHORKI
NORTH AMERICA DISTRIBUTION
BIOSKOPE FILMS LLC
A Redoan Rony Film
UNTIL THE LAST BREATH
GLORIOUS 3RD WEEK
4/24/26 TO 4/30/26
QUEENS, NY
KEW GARDEN CINEMAS,
8105 LEFFERTS BLVD. KEW GARDENS, NY 11415
FRI APR 24TH @ 4:30 PM & 7:15 PM
SAT APR 25TH @ 4:30 PM & 7:15 PM
SUN APR 26TH @ 4:30 PM & 7:15 PM
MON APR 27TH @ 4:30 PM & 7:15 PM
TUE APR 28TH @ 4:30 PM & 7:15 PM
WED APR 29TH @ 4:30 PM & 7:15 PM
THU APR 30TH @ 4:30 PM & 7:15 PM
ALSO SCREENING AT :
CINE LOUNGE FREMONT 7, SAN FRANCISCO
CINE LOUNGE AT NILE'S, CHICAGO
APPLE CINEMAS CAMBRIDGE, BOSTON
STUDIO MOVIE GRILL PLANO, DALLAS
STUDIO MOVIE GRILL SPRING VALLEY, DALLAS
STUDIO MOVIE GRILL ALPHARETTA, ATLANTA
SHOWTIME AND TICKETS ON THEATRE WEBSITE

মার্কিন অনুমতি ছাড়া হরমুজ

৭ পৃষ্ঠার পর

ইরানের কাছে কোনো পারমাণবিক অস্ত্র থাকবে না।চ এই মিশনকে “বিশ্বের জন্য একটি উপহার” হিসেবে অভিহিত করেন তিনি।

মার্কিন প্রতিরক্ষাসচিব জানান, এই মিশন এখন নতুন ধাপে অব্যাহত রয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, ইরানের সামনে এখন একটি “ভালো এবং বুদ্ধিদীপ্ত চুক্তিতেচ আসার সুযোগ রয়েছে।

ইরানি বন্দরগুলোতে মার্কিন নৌবাহিনী কর্তৃক আরোপিত অবরোধের কথা উল্লেখ করে হেগসেথ বলেন, “আয়রনক্ল্যাড (সুদৃঢ়) এই অবরোধ দিন দিন আরও শক্তিশালী হচ্ছে।চ তিনি স্পষ্ট করে বলেন, মার্কিন নৌবাহিনী “কোনো দ্বিধা বা ক্ষমা প্রার্থনা ছাড়াইচ এই অবরোধ কার্যকর করছে।

তিনি আরও জানান, মার্কিন মানদণ্ড পূরণ করে এমন প্রতিটি জাহাজ-তা ইরানি হোক কিংবা ইরানি বন্দরগামী হোক-এই অবরোধের আওতায় পড়বে। আজ সকাল পর্যন্ত মোট ৩৪টি জাহাজকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে অ-ইরানি জাহাজগুলোকে যাতায়াতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং রাতভর অনেক জাহাজ চলাচল করেছে বলেও তিনি জানান।

ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে চলতি সপ্তাহে ইরানের দুটি “ডার্ক ফ্লিট” (রহস্যময় জাহাজ বহর) জব্দ করার তথ্য দিয়ে হেগসেথ বলেন, “আমরা আরও জাহাজ জব্দ করব।চ তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, “মার্কিন অনুমতি ছাড়া কেউ হরমোজ প্রণালি দিয়ে চলাচল করতে পারবে না।চ

সম্প্রতি হরমোজ প্রণালিতে ইরান কর্তৃক দুটি জাহাজ লক্ষ্য করে গুলি চালানো ও তা জব্দের ঘটনা প্রসঙ্গে প্রতিরক্ষাসচিব বলেন, ওগুলো ছিল “এলোমেলো জাহাজচ এবং সেগুলো মার্কিন বা ইসরায়েলি জাহাজ ছিল না। তিনি বলেন, “স্পিডবোট, একটি বন্দুক এবং ভুল উদ্দেশ্য নিয়ে যে কেউ এমনটা করতে পারে।চ

হেগসেথ আরও বলেন, চুক্তির বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের হাতে “বিশ্বের সব সময় আছেচ এবং তারা কোনো তাড়াহুড়ো করছে না। তবে ইরান জানে যে তাদের সামনে “বুদ্ধিদীপ্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার একটি সুযোগ খোলা আছেচ। তাদের কেবল “অর্থপূর্ণ এবং যাচাইযোগ্য উপায়ে পারমাণবিক অস্ত্র ত্যাগ করতে হবে।চ

প্রতিরক্ষাসচিব জানান, ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন নৌবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, ইরানের কোনো দ্রুতগামী বোট (ফাস্ট বোট) যদি পানিতে মাইন স্থাপন করার চেষ্টা করে অথবা প্রণালিতে চলাচলে বিঘ্ন ঘটায়, তবে সেটিকে যেন ধ্বংস করা হয়। হেগসেথ বলেন, “আমরা কোনো দ্বিধা ছাড়াই ধ্বংস করার জন্য গুলি চালাব।চ

এরপর জেনারেল কেইন প্রশ্নোত্তরের জন্য হেগসেথকে ফ্লোর ছেড়ে দেন। হরমোজ প্রণালিতে মাইনের হুমকি সম্পর্কে করা এক প্রশ্নের জবাবে হেগসেথ বলেন, প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচল করছে ঠিকই, তবে তা মানুষের প্রত্যাশার চেয়ে “অনেক বেশি সীমিতচ এবং ঝুঁকিপূর্ণ। ইরান “অকাণ্ডজ্ঞানহীন কাজচ করছে বলেই এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, পানিতে মাইন স্থাপনের যেকোনো প্রচেষ্টা মোকাবিলা করা হবে এবং একে “যুদ্ধবিরতির লঙ্ঘনচ হিসেবে গণ্য করা হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের কতজন প্রেসিডেন্ট

৭ পৃষ্ঠার পর

অ্যান্ড্রু জ্যাকসন। তবে এর ঠিক ৩০ বছর পর আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারান আব্রাহাম লিংকন। সম্ভবত আপনি এমন অন্তত আরও একজন প্রেসিডেন্টের নাম বলতে পারবেন যার এমন পরিণতি হয়েছিল। কিন্তু আপনি কি তাদের সবার নাম বলতে পারবেন?

আব্রাহাম লিংকন ও গৃহযুদ্ধ পরবর্তী ট্র্যাজেডি

১৮৬৫ সালের ১৫ এপ্রিল। আমেরিকার রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ শেষ হওয়ার মাত্র পাঁচ দিন পর ওয়াশিংটনের ফোর্ডস থিয়েটারে “আওয়ার আমেরিকান কাজিন” নাটক দেখতে গিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন। নাটকের মাঝপথেই জন উইলকস বুথ নামের এক অভিনেতা প্রেসিডেন্টের মাথার পেছনে গুলি করেন। গুরুতর আহত লিংকনকে রাস্তার উল্টো পাশের পিটারসেন হাউসে নেওয়া হয়। পরদিন সকাল ৭টা ২২ মিনিটে তিনি মারা যান।

ঘাতক বুথ ছিলেন একজন ব্যর্থ অভিনেতা ও কনফেডারেট সমর্থক। হত্যাকাণ্ডের পর পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও প্রায় দুই সপ্তাহ পর ভার্জিনিয়ার একটি খামারে তাকে ঘিরে ফেলে সেনাবাহিনী। আত্মসমর্পণ করতে রাজি না হওয়ায় সেনাদের গুলিতেই বুথ নিহত হন।

জেমস গারফিল্ড ও সেকালের চিকিৎসা

প্রেসিডেন্ট জেমস গারফিল্ডের ওপর হামলার ঘটনাটি ঘটে ১৮৮১ সালের ২ জুলাই। সে সময় পেনিসিলিন আবিষ্কৃত হলে হয়তো গারফিল্ড বেঁচে যেতেন। কিন্তু তখন অ্যান্টিবায়োটিকের অভাব এবং আধুনিক স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা না থাকায় চিকিৎসকেরা বারবার প্রেসিডেন্টের ক্ষতস্থানে অস্বাস্থ্যকর উপায়ে গুলি খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। এতে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। দীর্ঘ দুই মাস চিকিৎসাধীন থাকার পর ১৮৮১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর তিনি মারা যান।

ঘাতক চার্লস গুইটো ছিলেন একজন মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ব্যক্তি। সরকারি চাকরি না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রেসিডেন্টকে অনুসরণ করছিলেন। ২ জুলাই ওয়াশিংটন ডিসির একটি স্টেশনে ট্রেনে ওঠার সময় তিনি গারফিল্ডকে গুলি করেন। বিচারের পর ১৮৮২ সালের ৩০ জুন তাকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়।

উইলিয়াম ম্যাকিনলি ও নৈরাজ্যবাদী হামলা

১৯০১ সালের ৬ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের বাফেলোতে “প্যান-আমেরিকান এক্সপজিশন” নামের একটি অনুষ্ঠানে দর্শকদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করছিলেন প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম ম্যাকিনলি। ঠিক সেই সময় ভিড়ের মধ্য থেকে লিওন চোলগোস নামের এক ব্যক্তি বেরিয়ে এসে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে প্রেসিডেন্টের পেটে দুটি গুলি করেন। ঘটনার আট দিন পর ১৪ সেপ্টেম্বর গুলিতে সৃষ্ট পচনের কারণে তার মৃত্যু হয়।

নিজেকে “নৈরাজ্যবাদী” দাবি করা চোলগোসকে উপস্থিত জনতা আক্রমণ করলেও পুলিশ তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। পরে ইলেকট্রিক চেয়ারে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, তার শেষ কথা ছিল, “আমি আমার অপরাধের জন্য লজ্জিত নই, শুধু আফসোস যে বাবার সঙ্গে দেখা হলো না”

জন এফ কেনেডি ও টেলিভিশন যুগ

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে আলোচিত হত্যাকাণ্ডটি ঘটে ১৯৬৩ সালের ২২ নভেম্বর। টেক্সাসের ডালাসের রাজপথ দিয়ে মোটর শোভাযাত্রা নিয়ে যাওয়ার সময় জন এফ কেনেডিকে গুলি করা হয়। ঘাড় ও মাথায় গুলি লাগার পর তিনি তার স্ত্রী জ্যাকিলিন কেনেডির পাশেই ঢলে পড়েন।

টেক্সাস স্টেট বুক ডিপোজিটরি ভবনের ছয় তলা থেকে লি হার্ভে অসওয়াল্ড নামের এক ব্যক্তি এই হামলা চালিয়েছিলেন। ওই দিনই ডালাসের একজন পুলিশ কর্মকর্তা জে ডি টিপিটকে গুলি করে হত্যার পর অসওয়াল্ড গ্রেপ্তার হন।

কেনেডি হত্যাকাণ্ড ছিল আধুনিক প্রচারমাধ্যম যুগের প্রথম বড় কোনো ট্র্যাজেডি। তার গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবরটি কয়েক সপ্তাহ ধরে টিভি এবং রেডিওতে প্রধান সংবাদ হিসেবে প্রচারিত হয়েছিল। কেনেডির মারা যাওয়ার দুই দিন পর যখন অসওয়াল্ডকে পুলিশের হেফাজতে নেওয়া হচ্ছিল, তখন জ্যাক রুবি নামের এক ব্যক্তি তাকে হত্যা করেন। রুবির মৃত্যু হয় ১৯৬৭ সালে কারাগারে থাকাকালীন।

ব্যর্থ হওয়া উল্লেখযোগ্য কিছু হত্যাচেষ্টা

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রায় শুরু থেকেই প্রেসিডেন্টদের হত্যার ষড়যন্ত্র হয়ে আসছে। ১৮৩৫ সালে রিচার্ড লরেন্স নামের এক ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড্রু জ্যাকসনকে গুলি করতে চাইলেও পিস্তল জ্যাম হয়ে যাওয়ায় তিনি রক্ষা পান।

১৯১২ সালে থিওডোর রুজভেল্ট যখন পুনরায় প্রেসিডেন্ট হওয়ার লড়াই করছিলেন, তখন জন শ্র্যাঙ্ক নামের এক ব্যক্তি তার বুকে গুলি করেন। রুজভেল্টের বুকপকেটে থাকা চশমার কেস এবং দীর্ঘ ভাষণের পাণ্ডুলিপির জন্য তিনি সে যাত্রায় বেঁচে যান।

১৯৩৩ সালে ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের ওপর হামলা করেন জিউসেপ্পে জাঙ্গারা। সেবার রুজভেল্ট বেঁচে গেলেও শিকাগোর মেয়র আন্তন চারমাক নিহত হন। ১৯৫০ সালে হ্যারি ট্রুম্যানের বাসভবনে হানা দিয়েছিলেন পুয়ের্তো রিকোর দুই অধিকারকর্মী, কিন্তু নিরাপত্তা বাহিনীর হস্তক্ষেপে ট্রুম্যান অক্ষত থাকেন।

১৯৭৫ সালে লিনেট “স্কুইকি” ফ্রোম নামের এক নারী প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ডকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর চেষ্টা করলেও বন্দুক বিকল থাকায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। তার দাবি, এই কাজের মাধ্যমে তিনি পরিবেশ দূষণের প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন। ১৯৮১ সালে জন হিন্‌কলি জুনিয়রের গুলিতে মারাত্মক আহত হন রোনাল্ড রিগান। হামলাকারী হিন্‌কলি দাবি করেছিলেন, অভিনেত্রী জোডি ফস্টারের নজর কাড়তেই তিনি এই হামলা চালিয়েছিলেন।

আধুনিক যুগেও জর্জ ডব্লিউ বুশ, বারাক ওবামা ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওপর হামলার ষড়যন্ত্রের নজির রয়েছে, যা রুখে দিয়েছে সিক্রেট সার্ভিস। উইলিয়াম ম্যাকিনলির মৃত্যুর পর থেকেই এই সংস্থাটি প্রেসিডেন্টের পূর্ণকালীন নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছে।

মডেল থেকে রোলমডেল বিবি রাসেল

১৯ পৃষ্ঠার পর

মনিপুরী নাচের সঙ্গে কুচিপুরি মুদ্রা, মীড়ের মতো মিলিছে রবীন্দ্র সঙ্গীতে পশ্চিমা সুর, সনাটা ও সারগাম।

পোশাকে ও পার্বণে ধূতির সঙ্গে মিশেছে লুঙ্গি, পাজামা-পাঞ্জাবী।

বর্ণে-গন্ধে ছন্দে গীতিতে মিলেছে নানা কুলজাতি। দ্রবীভূত এই সংকর ধারার মদিরাতে আমরা চলেছি ঐকতান। সেখানে মিলাবে ও মিলিবের রূপকারকে ফ্যাশনের নান্দনিক নির্মিতির দিকটাও দেশজ দৃষ্টিতে দেখতে হবে যেনো কজমোপলিটনিজম এবং আরবান এলিটিজম মিলে আমাদেরকে আবার ন্যাংটো না করে দেয়। যেমন আমেরিকার মেয়েরা বাথরুম ও বেডরুমের পোশাক পরে রাস্তায় বের হয়, অফিসে ও কাজের যায়গায় যায়। সেটা ঠেকাতে হবে। সেটা ঠেকাতে গিয়ে আবার মাথায় মাথায় হিযাবের ছড়াছড়িও যেনো বেড়ে না যায় তাও দেখতে হবে বৈকি! আমাদের ডিজাইনার এবং ডিজাইনার-এ্যাকটিভিস্টকে এসব কিছুই জেনে বুঝে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাদের ফ্যাশনে পশ্চিমায়ন না আধুনিকায়ন - কোন অয়ন বেছে নেবেন।

ট্রান্স-আটলান্টিক ফ্যাশন ওয়ালাদের অঢেল আছে, ওরা ফ্যাশনকে conspicuous waste কিম্বা galloping narcissism হিসেবে নিতেই পারে। আমরা পারি না। দেশটা আমাদের এখনো আদিগন্ত গাঁও-গেরামের মনোলিথিক লোকালয়। সেখানে গড়ে ওঠেনি যথার্থ অর্থে নাগরিক অবয়ব, আরবান কালচারাল এলিটিজম।

আধুনিক কবিতার আভাঁগার্দ শার্ল বোদলেঅর ওঁর পোয়েটিক্স এ লিখেছিলেন, আগে যেমন ছিল কবিতা ও নারী অবিচ্ছেদ্য, এখন নারী ও ফ্যাশন সমার্থক। বাস্তবে আমরা সেটাই দেখতে পাই। নিউ ইয়র্কের মশহুর ফ্যাশন ডিজাইনার ও ডিজাইন অ্যাক্টিভিস্ট ডানা করেন বলেন, Òfashion hides our imperfections and reveal the beauties” কিন্তু তার উকঘণ মেয়েদেরকে আন্ডারড্রেসড করে ছেড়েছে।

না, বিবি না, আপনাকে বলছি না আপনি আমাদের নারীকে ওভারড্রেসড করুন। খেয়াল রাখবেন, ট্রান্স-আটলান্টিক ফ্যাশনের অহেতুক নগ্নতার কামনা যেনো তাদেরকে ন্যাংটো না করে ফ্যালে। যেহেতু, আপনি একজন মডেল, একজন ফ্যাশন ডিজাইনার, এবং ফ্যাশন অ্যাক্টিভিস্ট তার জন্য আপনি আপনার এই শিল্পত্রয়ী সত্তাকে যথার্থ লালন করবেন। ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির বিকৃতি ও বন্যতাকে রুখে দেবেন।

একশ বছর আগে প্যারীতে শোভন ফ্যাশনের যে প্রাতিষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছিল, তা এখন কতিপয় সাইকো, সাইকোপ্যাথ মরদ ও মাদী ফ্যাশনবিদের ফ্যান্টাসি চরিতার্থ করার খায়েশে পরিণত হয়েছে। ফ্যাশন-ভুবন এখন হয়ে উঠেছে সার্ফডম। প্রশ্ন করতে পারেন, কীভাবে?

এখানে মডেল মেয়েদের খেতে হয় হামিংবার্ডের ঠোঁটে খাওয়ার মতো করে। তাদেরকে খেতে দেয়া হয় যেভাবে চিড়িয়খানার খাঁচায় আটক অরণ্যের অপারস্বাধীন প্রাণিদের দেয়া হয় অপ্রতুল নাগরিক খাবার। ফলে মেয়ে মডেলরা হয়ে পড়ে অ্যানারক্সিক। অ্যানারক্সিয়া থেকে তারা ভুগতে শুরু করে নানা রকম ইটিং ডিজর্ডার সিন্ড্রোম যেমন বুলিমিয়া বা বিনজ-পার্জ রোগে। তারা হারাতে থাকে রিপ্রোডাক্টিভ সক্ষমতা। পাশাপাশি, পুরুষ মডেলদের শরীরে মাংসপেশী ফোটানোর জন্য ঢোকানো হচ্ছে অ্যানাবলিক-স্টেরয়েড। বিকার বটে!

এদেশে পেটসদের প্রতি প্রভুদের এ রকম হলে বলা হয় এনিম্যাল-ক্রুয়েলটি, যেটা আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অথচ মডেলদের বেলায় তা সেলিব্রিটি কালচার। কণ্ঠের হাড়, রিবন আর পেলভিক বোনস ভেসে উঠলেই কী নারী সৌন্দর্যের জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ে? তাহলে রেনেসাঁর ভরাট দেহবল্লরী কেনো আজও আচ্ছন্ন করে পুরুষের শিল্পদৃক! জোয়ারের মতো মোনালিসার স্তন আর গ্রীবার ঢেউ কেনো টানে পুরুষের চোখ।

নারী একটু ভরাট হলেই যেনো নারী হয়ে ওঠে। হেফনারের প্লেবয় ম্যাগের প্রথম সংখ্যার কভারে মনরোর যে মন মাতানো ছবি ছাপা হয়েছিল সেটা ছিল প্লাস সাইজের। কঙ্কালে অলঙ্কার পরালে কি লেখা হতো সোনার হাতে সোনার কাকন, কে কার অলঙ্কার! লেখা হতো, কোনারকের সুন্দরীদের পাছা বেজায় ভারী। বিশেষ করে উইলিয়াম ওয়াটারহাউজ এর “দ্য সোল অব দ্য রোজ” এর নারী কী জিরো-ফিগার নারী? এরা সবাই এখনো টানে, টালমাটাল টানে।

দোহাই বিবি, আল্ট্রা-থিন মডেল কাল্ট গড়বেন না। ট্রান্স-আটলান্টিক ফ্যাশনের নামে আমাদের নারীরা যেনো বেডরুম, বাথরুমের কাপড়ে স্বল্পবসনা হয়ে বা ব্যালেরিনার মতো উদোম-উরু হয়ে রাস্তা ঘাটে না হাঁটে। তাহলে তার শিরোনাম হবে ভয়্যারিজম ইন ওপেন এয়ার। বিশ্বায়নের নামে ওরা ভাঙছে আঞ্চলিক ঐতিহ্যের বিন্যাস। বর্তমান সময়ের সুতীব্র সংস্কারক তসলিমা নাসরিন যতো পোশাক, অ্যাটায়ার পরুক না কেনো, শাড়িতে তিনি চারুরূপশ্রী, শাশ্বতী বাঙালি।

ইসমত চুগতাই তার শেষ জীবনের একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, দোহাই, তোমরা আমাদের দেবীদের নগ্ন করো না। বিবি, শুনছেন কী!

গুলি চালিয়ে ইরান যুদ্ধ থেকে আমাকে

৫ পৃষ্ঠার পর

সকালেই তিনি ইসলামাবাদ ছেড়েছিলেন, কিন্তু এর কয়েক ঘণ্টা পরই তার পুনরায় পাকিস্তানে ফেরার খবর পাওয়া গেল। এএফপি-এর বরাত দিয়ে ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম এই তথ্য জানিয়েছে।

বার্তা সংস্থা ইরনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে জানিয়েছে যে, ওমান সফর শেষ করে এবং রাশিয়ায় যাওয়ার আগে আরাগচি আবারও পাকিস্তানে যাবেন বলে নির্ধারিত রয়েছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে, আরাগচির সঙ্গে আসা প্রতিনিধি দলের একটি অংশ বর্তমানে তেহরানে রয়েছে। তারা চলমান যুদ্ধ অবসানের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা নিতে দেশে ফিরেছেন। এই প্রতিনিধি দলটি রোববার রাতেই আবারও ইসলামাবাদে আরাগচির সঙ্গে যোগ দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

তথ্যসূত্র: ডন

গুলি চালিয়ে ইরান যুদ্ধ থেকে আমাকে সরানো যাবে না: ট্রাম্প

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন , হোয়াইট হাউস করেসপনডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের নৈশভোজে গুলির ঘটনা তাকে ইরান যুদ্ধ থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না। যদিও তিনি মনে করেন, এই ঘটনার সাথে চলমান সংঘাতের কোনো যোগসূত্র থাকার সম্ভাবনা নেই।

হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে ট্রাম্প বলেন, “এই ঘটনা আমাকে ইরান যুদ্ধে জয়ী হওয়া থেকে আটকাতে পারবে না। আমরা যতটুকু জানি, তার ভিত্তিতে আমি মনে করি না যে এই ঘটনার সাথে যুদ্ধের কোনো সম্পর্ক আছে”

তথ্যসূত্র: ডন

ওয়াশিংটনে গুলির ঘটনায় ইরান সংশ্লিষ্টতা নেই: ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ওয়াশিংটনে গুলির ঘটনার সঙ্গে ইরানের কোনো সংশ্লিষ্টতা আছে বলে তিনি মনে করেন না। তবে ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।

ভারপ্রাপ্ত অ্যাটর্নি জেনারেল টড ব্লাঞ্চ বলেন, হামলার গুরুত্ব বিবেচনায় দ্রুতই অভিযোগ দায়ের করা হবে।

এফবিআই পরিচালক কাশ প্যাটেল জানান, ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা অস্ত্রগুলো পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলছেন তদন্তকারীরা।

পুলিশ প্রধান জেফরি ক্যারল বলেন, সন্দেহভাজন ব্যক্তি একাধিক অস্ত্রে সজ্জিত ছিল। তবে এ পর্যায়ে অন্য কোনো জড়িত ব্যক্তির ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি।

তথ্যসূত্র: মিডল ইস্ট আই

সফর বাতিলের ১০ মিনিটের মধ্যেই নতুন প্রস্তাব দিয়েছে ইরান, দাবি ট্রাম্পের

ইরানের সঙ্গে একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর লক্ষ্যে পাকিস্তানে যে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হওয়ার কথা ছিল, তা বাতিলের কয়েক মিনিটের মাথায় তেহরানের পক্ষ থেকে একটি “উন্নত” প্রস্তাব পাওয়ার দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে প্রস্তাবটি আগের চেয়ে ভালো হলেও একে এখনও “যথেষ্ট নয়” বলে মনে করছেন তিনি।

শনিবার “এয়ার ফোর্স ওয়ান” থেকে নামার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প দাবি করেন, তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই ইরান প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। তিনি বলেন, “তারা আমাদের একটি প্রস্তাব দিয়েছিল যা আরও ভালো হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, আমি যখন সফরটি বাতিল করলাম, তার ঠিক ১০ মিনিটের মাথায় আমরা নতুন একটি প্রস্তাব পেলাম যা আগেরটির চেয়ে অনেক বেশি উন্নত”

ইরানের সেই নতুন প্রস্তাবে ঠিক কী ছিল, সে বিষয়ে সিএনএন-এর পক্ষ থেকে বিস্তারিত জানতে চাওয়া হলে ট্রাম্প কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য দেননি।

ইরান যুদ্ধ নিয়ে ট্রাম্পের প্রকাশ্যে

৭ পৃষ্ঠার পর

প্রণালির ওপর থেকে তেহরানের নিয়ন্ত্রণ কমানোর চেষ্টা করেন তিনি। ইস্টার সানডের সকালে হোয়াইট হাউসের বাসভবন থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি পোস্ট দেন ট্রাম্প। সেখানে গালিগালাজ করে তিনি লেখেন, প্রণালি খুলে না দিলে ইরানিদের জীবন নরক বানিয়ে ছাড়া হবে। ওই পোস্টের সঙ্গে একটি ইসলামি প্রার্থনার কথাও জুড়ে দেন তিনি।

যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে ট্রাম্প কখনো চরম আগ্রাসী অবস্থান নিচ্ছেন, আবার কখনো আপসকামী আচরণ করছেন। একই সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কা নিয়ে আড়ালে উদ্বেগও প্রকাশ করছেন তিনি।

এর মধ্যেও ট্রাম্প মনোযোগ হারিয়েছেন। হোয়াইট হাউসের বলরুমের নকশা বা মধ্যবর্তী নির্বাচনের তহবিল সংগ্রহের মতো বিষয়ে সময় দিয়েছেন তিনি। উপদেষ্টাদের বলছেন, তিনি অন্য বিষয় নিয়ে কথা বলতে চান।

যুদ্ধকালীন অন্য মার্কিন প্রেসিডেন্টদের মতো ট্রাম্পেরও সৈন্যদের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা রয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, মার্কিন সৈন্যদের প্রাণহানি বা আহত হওয়ার আশঙ্কায় ভুগছেন তিনি।

উদাহরণ হিসেবে খাগ দ্বীপের কথা বলা যায়। ইরানের ৯০ শতাংশ তেল এই দ্বীপ থেকে রপ্তানি হয়। এখানে মার্কিন সৈন্য পাঠাতে আপত্তি জানিয়েছিলেন ট্রাম্প। তাকে বলা হয়েছিল যে এই দ্বীপের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারলে হরমুজ প্রণালিতে যুক্তরাষ্ট্রের যাতায়াত সহজ হবে। কিন্তু ট্রাম্প ভয় পাচ্ছিলেন, এতে মার্কিন সৈন্যদের প্রাণহানি অনেক বাড়তে পারে। তিনি বলেন, সেখানে মার্কিন সৈন্যরা সহজ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে।

নিজের জাতীয় নিরাপত্তা দলের পরামর্শ ছাড়াই ট্রাম্প বেশ কিছু ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা দিয়েছেন। এর মধ্যে ইরানি সভ্যতা ধ্বংস করার হুমকিও রয়েছে। ট্রাম্প মনে করেন, নিজেকে কিছুটা অস্থির হিসেবে তুলে ধরতে পারলে তা ইরানিদের আলোচনায় বসাতে সাহায্য করবে।

এমনকি একপর্যায়ে তিনি এ-ও ভাবেন যে দেশের সর্বোচ্চ সামরিক সম্মান মেডেল অব অনার তার নিজেকেই নিজে দেওয়া উচিত।

চতুর্মুখী চাপের শিকার ট্রাম্প

নির্বাচনী প্রচারণায় ট্রাম্প বিদেশি যুদ্ধ শেষ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ভেবেছিলেন, মার্কিন নৌ ও বিমানবাহিনীর শক্তি দিয়ে তিনি এমন এক সমস্যার সমাধান করবেন, যা আগের সাতজন প্রেসিডেন্ট পারেননি।

কিন্তু এখন যুদ্ধবিরতি নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য রুট কয়েক সপ্তাহ ধরে বন্ধ। ইরানে নতুন কট্টরপন্থী নেতৃত্ব এসেছে। এসব ঘটনা যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে। অথচ ট্রাম্প বারবার বলেছিলেন, এই অভিযান চলবে মাত্র ছয় সপ্তাহ। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ শুরুর পর সেই সময়সীমা এরই মধ্যে পার হয়ে গেছে।

হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তারা জানান, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে ইরানের সঙ্গে আলোচনায় অগ্রগতি আসতে পারে বলে তারা বিশ্বাস করেন। পাকিস্তানে আরও আলোচনার দিকে নজর রাখছেন তারা।

ভেনিজুয়েলার সফল অভিযান ট্রাম্পের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি সামরিক সংঘাতে তার আবেগপ্রবণ আচরণের পরীক্ষা এর আগে হয়নি। ইরানে তিনি এক নাছোড়বান্দা শত্রুর মুখোমুখি হয়েছেন, যারা এখনো তার দাবি মেনে নিতে নারাজ।

সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদে কাজ করা কোরি শেইক বলেন, আমরা অবিশ্বাস্য সব সামরিক সাফল্য দেখছি, কিন্তু এর মাধ্যমে কোনো বিজয় আসছে না। এর পুরো দায় প্রেসিডেন্টের।

খুঁটিনাটি বিষয়ে তার মনোযোগের অভাব এবং পরিকল্পনাহীনতাই এর কারণ। শেইক বর্তমানে ডানপন্থী থিংকট্যাংক আমেরিকান এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউট-এর জ্যেষ্ঠ ফেলো হিসেবে কাজ করছেন।

ট্রাম্পের ইস্টার সানডের পোস্টের পরপরই রিপাবলিকান সিনেটর ও খ্রিষ্টান নেতাদের প্রশ্নের মুখে পড়েন তার সহযোগীরা। সবাই জানতে চান, ইস্টার সানডের সকালে প্রেসিডেন্ট কেন আল্লাহর প্রশংসা এবং গালিগালাজ ব্যবহার করলেন? ট্রাম্প ব্যক্তিগত আলাপে গালিগালাজ করলেও জনসমক্ষে বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তা এড়িয়ে চলতেন। পরে এক উপদেষ্টা এ বিষয়ে জানতে চাইলে ট্রাম্প বলেন, আল্লাহ শব্দটি ব্যবহারের আইডিয়া তার নিজেরই ছিল। জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা জানান, ট্রাম্প নিজেকে যতটা সম্ভব অস্থির ও অপমানজনক হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, এতে ইরানিরা ভয় পেয়ে আলোচনায় বসবে। ট্রাম্প বলেছিলেন, এটি এমন এক ভাষা, যা ইরানিরা বুঝবে। তবে এর প্রতিক্রিয়া নিয়েও চিন্তিত ছিলেন তিনি। উপদেষ্টাদের কাছে তিনি এর প্রভাব সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। ইরানের পার্লামেন্টের স্পিকার অবশ্য এই হুমকিকে বেপরোয়া বলে আখ্যা দিয়েছিলেন।

ইস্টারের পরের মঙ্গলবার ট্রাম্প তার মেয়াদের সবচেয়ে বড় আল্টিমেটাম দেন। তিনি বলেন, ১২ ঘণ্টার মধ্যে ইরান চুক্তিতে না এলে পুরো একটি সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে। প্রশাসনের কর্মকর্তারা জানান, এই পোস্টটিও ছিল সম্পূর্ণ অপরিকল্পিত এবং এটি জাতীয় নিরাপত্তা পরিকল্পনার কোনো অংশ ছিল না।

প্রেসিডেন্ট কী করতে চলেছেন, তা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রসহ সারা বিশ্বে আতঙ্ক ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ে। তবে পর্দার আড়ালে শীর্ষ সহযোগীরা একে আলোচনা শুরুর একটি উপায় হিসেবেই দেখেছেন। কারণ, প্রেসিডেন্ট নিজে যেকোনো মূল্যে যুদ্ধ শেষ করতে চাইছিলেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও ব্যক্তিগত আলাপে বলেন, এই ভাষার কারণেই হয়তো ইরানিরা আলোচনায় বসবে।

উপদেষ্টারা জানান, ট্রাম্প আসলে ইরানিদের ভয় দেখাতে চেয়েছিলেন এবং সংঘাতের অবসান চেয়েছিলেন। সময়সীমা শেষ হওয়ার দেড় ঘণ্টারও কম সময় আগে তিনি দুই সপ্তাহের একটি যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দেন।

হামলার ফলে হিতে বিপরীত

ইরানে যুদ্ধ শুরু হয় সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি ও অন্যান্য শীর্ষ ইরানি কর্মকর্তাকে হত্যার মধ্য দিয়ে। ট্রাম্পকে প্রতিদিন সকালে ইরানের মাটিতে হওয়া বিশাল সব বিস্ফোরণের ভিডিও দেখানো হতো। উপদেষ্টারা জানান, বোমার ধ্বংসক্ষমতা দেখে সামরিক বাহিনীর প্রশংসা করতেন ট্রাম্প।

তবে দেশের মানুষের কাছে এই যুদ্ধের যৌক্তিকতা তুলে ধরতে ট্রাম্প খুব একটা কাজ করেননি। এই বিষয়ে প্রত্যাশিত প্রশংসা না পাওয়ায় তিনি দ্রুত হতাশ হয়ে পড়েন। হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট এই হতাশার কারণ হিসেবে সংবাদমাধ্যমের অন্যায্য খবরকে দায়ী করেন। ট্রাম্পকে মধ্যবর্তী নির্বাচনের যে জনমত জরিপ দেখানো হয়, তাতে স্পষ্ট ছিল যে এই যুদ্ধের কারণে রিপাবলিকান প্রার্থীরা পিছিয়ে পড়ছেন।

দুজন শীর্ষ কর্মকর্তা জানান, ট্রাম্প নিজে এবার পুনর্নির্বাচনের লড়াইয়ে নেই। তাই তিনি ভেবেছিলেন, ইরানের বিরুদ্ধে জয় তাকে বৈশ্বিক ব্যবস্থা নতুন করে সাজানোর সুযোগ দেবে, যা তিনি প্রথম মেয়াদে পারেননি। সামরিক অভিযানের শুরুর দিকে ট্রাম্প বলেছিলেন, 'যদি আমরা এটা ঠিকঠাক করতে পারি, তবে ধরে নিন আমরা বিশ্বকে বাঁচাচ্ছি।'

হরমুজ প্রণালি নিয়ে ট্রাম্প সবচেয়ে বেশি হতাশায় ছিলেন। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, যুদ্ধ শুরুর আগে ট্রাম্প তার দলকে বলেছিলেন, প্রণালি বন্ধ করার আগেই ইরান হয়তো নতি স্বীকার করবে। আর তেহরান যদি কোনো কিছুর চেষ্টাও করে, মার্কিন সামরিক বাহিনী তা সামলে নেবে।

কিন্তু বোমা হামলার পরপরই এত দ্রুত জাহাজের চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রেসিডেন্টের কয়েকজন উপদেষ্টা অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন।

এত সহজে প্রণালি বন্ধ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি ট্রাম্পকে বিস্মিত করে। নৌপথটি এতটা অরক্ষিত থাকায় বিরক্তি প্রকাশ করে তিনি বলেন, ড্রোন হাতে যে কেউ এটা বন্ধ করে দিতে পারে।তিনি প্রকাশ্যে কখনো প্রণালি খুলতে মিত্রদের সাহায্য চেয়েছেন, আবার কখনো বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো সামরিক সহায়তার প্রয়োজন নেই।

গত মার্চের শেষের দিকে ট্রাম্প তার আলোচক দলকে আলোচনা শুরুর উপায় খুঁজতে নির্দেশ দেন। এর প্রায় এক সপ্তাহ পর ইরানিরা মার্কিন বিমান ভূপাতিত করে।

ইরান যুদ্ধঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার

৭ পৃষ্ঠার পর

আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে এই মিত্রদের মধ্যে আস্থার ক্ষয় এবং নীতিগত সংহতির অভাব এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি দৃশ্যমান। একই সঙ্গে আসিয়ান-এর বহুপাক্ষিক কাঠামোর প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের অনাগ্রহ এই অঞ্চলে তাদের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বহীনতারই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

যদিও এই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা কমে যাওয়ার বিষয়টি বেশ কিছুদিন ধরেই আলোচিত হচ্ছে, তবে আগে তা সব সময় সুনির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণ বা ফলাফল দ্বারা সমর্থিত ছিল না। বারাক ওবামার 'পিভট টু এশিয়া', প্রথম ট্রাম্প প্রশাসনের ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি এবং জো বাইডেনের অধীনে তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার মাধ্যমে পূর্ববর্তী প্রশাসনগুলো বারবার এই অঞ্চলে তাদের সম্পৃক্ততা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিল।

তবে বর্তমানে অত্র অঞ্চলে মার্কিন প্রভাব লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। এর একটি প্রধান এবং দৃশ্যমান সূচক হলো-চলমান মধ্যপ্রাচ্য সংকটে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মিত্র ও অংশীদারদের কাছ থেকে প্রশ্নাতীত সমর্থনের অভাব। এমনকি ঐতিহাসিকভাবে বন্ধুপ্রতিম দেশগুলোও ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধের কড়া সমালোচনা করেছে।

উদাহরণস্বরূপ, সিঙ্গাপুরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভিভিয়ান বালকৃষ্ণান গত মার্চ মাসের শেষের দিকে বলেছিলেন: "সংঘাত শুরু হওয়ার ঘটনায় আমি বিস্মিত হয়েছি। আমি মনে করি না, এর কোনো প্রয়োজন ছিল। এটি মোটেও সহায়ক নয়। এমনকি এখন এই যুদ্ধের বৈধতা নিয়েও সন্দেহ দেখা দিয়েছে। অথচ দীর্ঘ ৮০ বছর ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘ সনদের নীতি, বহুপাক্ষিকতা, আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং সার্বভৌম সমতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা বিশ্বায়নের একটি ব্যবস্থার নিশ্চয়তা দিয়ে এসেছিল। এটি বিশ্বজুড়ে নজিরবিহীন সমৃদ্ধি ও শান্তির এক যুগ নিশ্চিত করেছিল।চ

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হলো আইএসইএএস-ইউসুফ ইশাক ইনস্টিটিউটের স্টেট অফ সাউথইস্ট এশিয়া ২০২৬ জরিপ। খুব সঙ্গত কারণেই চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি এই অঞ্চলের মনোভাব সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে।

জরিপ অনুযায়ী, ৫২% উত্তরদাতা এখন চীনের সঙ্গে জোটবদ্ধ হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন, বিপরীতে ৪৮% এখনো যুক্তরাষ্ট্রকে পছন্দ করছেন। সামগ্রিকভাবে এ ব্যবধান খুব সামান্য হলেও ফলাফলটি তাৎপর্যপূর্ণ: আসিয়ান সদস্য দেশগুলোর স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা চীনকে এখন অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ মনে করছেন এই অঞ্চলের সাধারণ জনগণ।

আরও অবাক করা বিষয় হলো স্বতন্ত্রভাবে দেশগুলোর জনমতের ভিন্নতা। ইন্দোনেশিয়ায় ৮০%, মালয়েশিয়ায় ৬৮% এবং সিঙ্গাপুরের ৬৬% উত্তরদাতারা যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে চীনের সঙ্গে সুসম্পর্কের প্রতি স্পষ্ট ঝোঁক দেখিয়েছেন। এর বিপরীতে ফিলিপাইনের মাত্র ২৩% উত্তরদাতা চীনের দিকে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

এই পরিবর্তনের পেছনে দুটি প্রধান কারণ কাজ করছে। প্রথম কারণটি হচ্ছে, হরমুজ প্রণালিতে সংঘাত ও অচলাবস্থা আসিয়ানের অর্থনীতিতে তাৎক্ষণিকভাবে মারাত্মক আঘাত হেনেছে।

আসিয়ান সেন্টার অন এনার্জি-র রিপোর্ট অনুসারে, গত বছর আসিয়ান-ভুক্ত দেশগুলোর মোট অপরিশোধিত তেল আমদানির ৫৬% এসেছিল মধ্যপ্রাচ্য থেকে। ফলে বর্তমান জ্বালানি সংকট সবচেয়ে দৃশ্যমান পরিণতি হিসেবে দেখা দিয়েছে, যার প্রভাব ইতিমধ্যেই আঞ্চলিক বাজারগুলোতে অনুভূত হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, যুক্তরাষ্ট্র-ইরান যুদ্ধের ফলে জ্বালানি তেলের দামের অস্থিরতা নিয়ে উদ্বেগের কারণে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা থাইল্যান্ডের পুঁজিবাজারে থাকা তাদের শেয়ার বিক্রি করে দিচ্ছেন।

দ্বিতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রের ওপর দ্রুত হ্রাস পেতে থাকা আস্থা একটি বড় কারণ। শুল্ক আরোপ থেকে শুরু করে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে ধারাবাহিক অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা ফোকাসের অভাব-ওয়াশিংটনের নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে সংশয়কে আরও ঘনীভূত করেছে।

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ট্রাম্পের লেনদেনভিত্তিক, মেজাজি এবং প্রায়শই অস্থিরমতির দৃষ্টিভঙ্গি এই অঞ্চলের মিত্র ও অংশীদারদের তাদের কৌশলগত অবস্থান পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করেছে।

ইউরোপ থেকে মধ্যপ্রাচ্য পর্যন্ত একাধিক সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্রের মনোযোগ ও সম্পদ অতিরিক্ত ছড়িয়ে পড়া এবং দেশে-বিদেশে আমেরিকা ফার্স্ট বা আমেরিকা প্রথম নীতির দিকে ঝুঁকে পড়ার প্রেক্ষাপটে, আসিয়ান দেশগুলোর এই কৌশলগত পরিবর্তন যুক্তিযুক্ত ও বোধগম্য।

পারস্য উপসাগরীয় মিত্রদের ইরানি হামলা থেকে রক্ষা করতে যুক্তরাষ্ট্রের দৃশ্যমান ব্যর্থতা একটি কঠিন সত্য স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে-স্বনির্ভরতা এবং বড় শক্তিগুলোর বিশ্বাসযোগ্য কৌশলগত সমর্থনই নিরাপত্তার চূড়ান্ত গ্যারান্টি।

এই অঞ্চলের অনেক মাঝারি ও ছোট শক্তির কাছে পছন্দটি এখন আর শুধু 'যুক্তরাষ্ট্র বনাম চীন'-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। যদিও ওয়াশিংটনের ওপর আস্থা কমছে, এর মানে এই নয় যে তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বেইজিংয়ের কক্ষপথে চলে যাচ্ছে।

পরিবর্তে, অধিকাংশ দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশ কৌশলগত অংশীদারিত্বের বৈচিত্র্যকরণ এবং নমনীয়তাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, তুরস্ক, যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নকে-তারা এমন অংশীদার হিসেবে দেখছে, যাদের সম্ভাবনা এখনো পুরোপুরি কাজে লাগানো হয়নি।

মার্কিন-চীন দ্বৈরথকে প্রায়শই চীনের জন্য সুবিধাজনক হিসেবে দেখা হয়, তবে এই ধারণাটি অতি-সরলীকরণ। দক্ষিণ চীন সাগরকে কেন্দ্র করে আসিয়ানের অভ্যন্তরে বিভাজন এখনো প্রবল।

যদিও চীন প্রায়শই আসিয়ান সদস্যদের মধ্যকার মতভেদকে নিজের কাজে লাগিয়েছে, তবে এই খণ্ডবিখণ্ড অবস্থা বেইজিংয়ের জন্যও চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ, ফিলিপাইনের আরও জোরালো অবস্থান আঞ্চলিক কৌশল বজায় রাখার ক্ষেত্রে চীনের প্রচেষ্টাকে জটিল করে তুলেছে।

মার্কিন-ইসরায়েল-ইরান সংঘাত এটি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, আসিয়ানের সদস্য দেশগুলো একে তাদের নিজস্ব যুদ্ধ হিসেবে দেখছে না। বরং এটি তাদের বৈশ্বিক অবস্থানের পুনর্মূল্যায়ন করতে এবং আরও স্বায়ত্তশাসিত পররাষ্ট্রনীতি তৈরির সুযোগ করে দিচ্ছে।

সংকট সুযোগও তৈরি করে। অনেক আসিয়ান রাষ্ট্রের জন্য এটি হতে পারে অভ্যন্তরীণ বিভাজন মিটিয়ে ফেলার এবং একটি সুসংহত ও সম্মিলিত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার মুহূর্ত-এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি যা এই জোটকে শক্তিশালী করবে এবং বাহ্যিক আঘাতের মুখে তাদের দুর্বলতার জায়গাগুলোকে কমিয়ে আনবে।

লেখক: ডা. রাহুল মিশ্র ভারতের নয়াদিল্লির জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটির স্কুল অফ ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের সেন্টার ফর ইন্দো-প্যাসিফিক স্টাডিজের সহযোগী অধ্যাপক এবং থাইল্যান্ডের থাম্মাসাট ইউনিভার্সিটির জার্মান-সাউথইস্ট এশিয়ান সেন্টার অফ এক্সিলেন্স ফর পাবলিক পলিসি অ্যান্ড গুড গভর্ন্যান্স-এর সিনিয়র রিসার্চ ফেলো। তিনি প্যালগ্রেভ সিরিজ ইন ইন্দো-প্যাসিফিক স্টাডিজ-এর সিরিজ এডিটর।

ডেটিংয়ে গিয়ে ইরান-ইউক্রেন নিয়ে

৭ পৃষ্ঠার পর

পেন্টাগনের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ইউক্রেনের ব্যাপক দুর্নীতি এবং ইরানের যুদ্ধে বেসামরিক নাগরিকদের প্রাণহানি নিয়ে কথা বলেছেন।

শুক্রবার (২৪ এপ্রিল) আরটি-র সাথে আলাপকালে কেসি হুকিফ মিডিয়া গ্রুপের চলতি সপ্তাহের শুরুতে প্রকাশ করা ফুটেজটি নিয়ে আলোচনা করেন। এতে দেখা যায়, পেন্টাগনের পারমাণবিক নিরাপত্তা কর্মকর্তা অ্যান্ড্রু হাগ ডেটিং অ্যাপের মাধ্যমে পরিচয় হওয়া একজন নারীর কাছে গোপন তথ্য প্রকাশ করছেন। ভিডিওতে ওই কর্মকর্তাকে নিশ্চিত করতে শোনা যায় যে, মার্কিন বিমান হামলায় ইরানে কোল্যাটেরাল ড্যামেজ (সামরিক অভিযানের ফলে অনিচ্ছাকৃতভাবে বেসামরিক মানুষ, সম্পত্তি বা পরিবেশের যে ক্ষতি বা মৃত্যু) ঘটেছে। এছাড়া তিনি মেরিল্যান্ডে মজুত করা নার্ভ এজেন্ট এবং ওবামা প্রশাসনের সময় থেকে ইউক্রেনীয় কর্মকর্তাদের মার্কিন করদাতার অর্থ আত্মসাৎ করার বিষয়েও আলোচনা করেন।

ভিডিওটি প্রকাশের পর মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী পিট হেগসেথ বলেছেন, অ্যান্ড্রু হাগ আর এখানে কাজ করবেন না। তিনি এই তথ্য ফাঁসকে দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং দেশপ্রেমবিরোধী বলে অভিহিত করেছেন।

বিষয়টি মার্কিন প্রতিরক্ষা প্রধান পর্যন্ত গড়ালেও আমেরিকার মূলধারার সংবাদমাধ্যমগুলোতে এটি নিয়ে তেমন কোনো প্রতিবেদন দেখা যায়নি।

এই বিষয়টি নিয়ে কেসি জানান, মার্কিন গণমাধ্যমে এই খবরটি প্রচার না হওয়ায় তিনি বিস্মিত হয়েছেন। তিনি প্রশ্ন তোলেন, কেন সিএনএন, এনবিসি, এবিসি এই খবরটি প্রকাশ করেনি? আমার মনে হয়, সত্যটা হলো-তারা জেমস হুকিফকে ভয় পায়। তারা ভয় পায় যে পরবর্তী লক্ষ্যবস্তু তারা হতে পারে। কেসি আরও উল্লেখ করেন, পেন্টাগনের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষের কাছে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয় ফাঁস করে দেওয়াটা বিস্ময়কর।

তিনি বলেন, এটি প্রশ্ন তোলে, তিনি আর কার কার সাথে কথা বলছেন? এটি জাতীয় নিরাপত্তার জন্য একটি বড় সমস্যা। তিনি আরও জানান, হাগ তার ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট মুছে ফেলার চেষ্টা করেছেন, যা কার্যত তার অপরাধের একটি পরোক্ষ স্বীকারোক্তি।

সাংবাদিক কেসি ইউক্রেন দুর্নীতি নিয়ে হাগের দাবিগুলো নিয়ে কথা বলেছেন। কেসি বলেন, মনে হচ্ছে ওবামা প্রশাসনের সময় থেকে করদাতাদের কোটি কোটি ডলারের অপব্যবহার করা হয়েছে এবং ইউক্রেনের ধনাঢ্য ব্যক্তিরা তা আত্মসাৎ করেছেন। অনেক মানুষ, বিশেষ করে ডানপন্থীরা, বছরের পর বছর ধরে এই বিষয়ে সতর্ক করে আসছেন যে ইউক্রেনে অর্থের অপব্যবহার হচ্ছে। প্রায়শই এগুলোকে ষড়যন্ত্র তত্ত্ব বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

ট্রাম্প প্রশাসনের শাসনক্ষমতা নিয়ে সন্দিহান ৫৬ শতাংশ আমেরিকান

৫৪ পৃষ্ঠার পর

ম্যাগা রিপাবলিকানদের মধ্যে প্রতি ১০ জনে ৪ জনও এই মতের পক্ষে রয়েছেন।

সার্বিকভাবে, ৪৩ শতাংশ মানুষের মতে, হোয়াইট হাউস সরকার পরিচালনায় দক্ষতা দেখিয়েছে। এই ধরনের পরিসংখ্যানকে অস্বাভাবিক বলা যায় না। ডোনাল্ড ট্রাম্প-এর এই মূল্যায়ন ২০১৫ সালে বারাক ওবামা প্রশাসনের মূল্যায়নের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যখন সর্বোচ্চ ৪৪ শতাংশ মানুষ সরকারকে দক্ষ বলেছিল।

একইভাবে, জো বাইডেন প্রশাসনের সাম্প্রতিক মূল্যায়নের সঙ্গেও এটি মিলে যায়, ২০২২ সালে ৩৮ শতাংশ এটিকে দক্ষ বলেছিল, যেটি ২০২১ সালের ৫১ শতাংশ থেকে কম।

রিপাবলিকান জরিপকারী ড্যারন বলেন, 'এটি হোয়াইট হাউসের জন্য খুব সান্ত্বনাদায়ক নাও হতে পারে, তবে ভোটারদের মধ্যে সব প্রেসিডেন্টের প্রতিই কঠোর হওয়ার একটি প্রবণতা দেখা যায়।' তিনি আরো বলেন, 'এই পরিসংখ্যান দেখায়, একজন রাষ্ট্রপতির জন্য স্বতন্ত্র ভোটার এবং নিজ দলের সমর্থকদের কাছ থেকেও সমর্থন পাওয়া কতটা কঠিন।'

অভিবাসন ইস্যুতে ৪৬ শতাংশ সমর্থন এবং ৫৪ শতাংশ অসমর্থন পেয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

এ ছাড়া চীন নীতিতে (৪২ শতাংশ সমর্থন, ৫৭ শতাংশ অসমর্থন), পররাষ্ট্রনীতিতে (৪০-৬০), ইরান ইস্যুতে (৩৭-৬৩), অর্থনীতিতে (৩৪-৬৬), সরকারি ব্যয়ে (৩৩-৬৭) এবং মুদ্রাস্ফীতিতে (২৮-৭২) তিনি নেতিবাচক রেটিং পেয়েছেন। তার একমাত্র ইতিবাচক রেটিং এসেছে সীমান্ত সুরক্ষার ক্ষেত্রে, যেখানে ৫৩ শতাংশ সমর্থন এবং ৪৭ শতাংশ অসমর্থন রয়েছে।

এই রেটিংগুলোর বেশির ভাগই তার সামগ্রিক কর্মক্ষমতার চেয়ে কম। সামগ্রিকভাবে ৪২ শতাংশ ভোটার তার কাজকে সমর্থন করেন, আর ৫৮ শতাংশ অসমর্থন করেন। গত মাসে (২০-২৩ মার্চ, ২০২৬) এই অনুপাত ছিল ৪১ শতাংশ সমর্থন বনাম ৫৯ শতাংশ অসমর্থন।

এ ছাড়াও, মন্ত্রিসভার কয়েকজন শীর্ষ কর্মকর্তাও নেতিবাচক রেটিং পেয়েছেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের কাজের অনুমোদন ১১ শতাংশ পয়েন্ট কমে ৪৪ শতাংশে নেমেছে, যেখানে ৫৫ শতাংশ অসমর্থন করেছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর অনুমোদন ১২ পয়েন্ট কমে ৪৪-৫৬ হয়েছে এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথের অনুমোদন ১৭ পয়েন্ট কমে ৪১-৫৮ হয়েছে।

নতুন এই জরিপে ভোটারদের প্রেসিডেন্টের বিভিন্ন গুণের ওপর মূল্যায়ন করতে বলা হয়েছে এবং এক্ষেত্রেও ইতিবাচক ফলাফলের চেয়ে নেতিবাচক ফলাফলই বেশি। অর্ধেকেরও বেশি মানুষ বলেছেন, ট্রাম্প তাদের মতো সাধারণ মানুষের কথা ভাবেন না এবং দেশের নেতা হিসেবে কার্যকরভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য তার যথাযথ বিচারবুদ্ধি, মানসিক সুস্থতা ও মেজাজের অভাব রয়েছে।

জরিপে দেখা গেছে, ৬০ শতাংশ মানুষের মতে ডোনাল্ড ট্রাম্প-এর সঠিক মেজাজের অভাব রয়েছে। এটি ২০২৪ সালের নির্বাচনের ঠিক আগের সময়ের ৫২ শতাংশ থেকে বেড়েছে, তবে ২০১৬ সালের তার নির্বাচনী প্রচারণার সময়কার অবস্থার সঙ্গে প্রায় মিল রয়েছে।

একইভাবে, ৫৭ শতাংশ মানুষ মনে করেন তার সঠিক বিচারবুদ্ধির অভাব রয়েছে। বিপরীতে, প্রায় ৪২ শতাংশ বিশ্বাস করেন তার যথেষ্ট বিচারবুদ্ধি আছে, যা ২০২৩ সালের তুলনায় অপরিবর্তিত এবং ২০১৬ সালের সর্বনিম্ন ৩৬ শতাংশ থেকে কিছুটা উন্নত।

দশজনের মধ্যে ছয়জনেরও বেশি বলেছেন, ট্রাম্প সাধারণ মানুষের মতো মানুষদের নিয়ে চিন্তা করেন না। মাত্র ৩৭ শতাংশ মনে করেন তিনি পরোয়া করেন, যা ২০২৪ সালের সর্বোচ্চ ৪৪ শতাংশ থেকে কমেছে। এ ছাড়া, ৫৫ শতাংশ মানুষ বলেছেন, দায়িত্ব পালনের জন্য তার মানসিক সুস্থতা পর্যাপ্ত নয়।

২০২৪ সালের শেষের দিক থেকে এই হার ৭ শতাংশ পয়েন্ট বেড়েছে এবং ২০২৩ সালের সর্বোচ্চ ৫৬ শতাংশের কাছাকাছি পৌঁছেছে। তুলনামূলকভাবে, ২০২৪ সালের জুলাইয়ে যখন জো বাইডেন তার পুনর্নির্বাচনী প্রচারণা বন্ধ করেন, তখন ৬৫ শতাংশ মানুষ বলেছিলেন, তার প্রেসিডেন্ট হওয়ার মতো মানসিক সক্ষমতা নেই।

দলভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৯ জন বা তারও বেশি মনে করেন, প্রেসিডেন্ট হিসেবে কার্যকরভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য ট্রাম্পের প্রয়োজনীয় গুণাবলীর অভাব রয়েছে।

বিপরীতে, 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন (এমএজিএ)' রিপাবলিকানদের মধ্যে প্রতি ১০ জনে অন্তত ৯ জন মনে করেন তার যথাযথ গুণাবলী রয়েছে। তবে এমএজিএ-এর বিরোধী রিপাবলিকানদের মধ্যে এই সমর্থন কমে প্রতি ১০ জনে প্রায় ৬ জন বা তারও কমে নেমে আসে। অন্যদিকে, স্বতন্ত্র ভোটাররা ট্রাম্পকে বিচারবুদ্ধি, মেজাজ, মানসিক সুস্থতা এবং সহানুভূতির ক্ষেত্রে ঘাটতিযুক্ত হিসেবে দেখার প্রবণতা বেশি।

টেক্সাসকে অভিবাসী গ্রেপ্তারের আইন কার্যকর করার অনুমতি দিল ফেডারেল আপিল আদালত

৫৪ পৃষ্ঠার পর

আটকে রেখেছিল; তৎকালীন ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন এই যুক্তিতে আইনটিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল যে, অভিবাসন সংক্রান্ত বিষয়গুলো একান্তভাবেই ফেডারেল সরকারের এখতিয়ারভুক্ত।

রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন ফেডারেল সরকারের দায়ের করা মামলাটি প্রত্যাহার করে নিলেও, ঝই৪ নামে পরিচিত টেক্সাসের এই আইনটির বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানানো অব্যাহত রাখে অভিবাসী অধিকার সংগঠন লাস আমেরিকাস ইমিগ্র্যান্ট অ্যাডভোকেসি সেন্টার ও আমেরিকান গেটওয়েজ-এবং এল পাসো কাউন্টি।

২০২৩ সালের ডিসেম্বরে টেক্সাসের গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট এই আইনে স্বাক্ষর করেছিলেন। আইনটি অনুযায়ী, কোনো বিদেশি রাষ্ট্র থেকে অবৈধভাবে টেক্সাসে প্রবেশ করা বা পুনরায় প্রবেশ করাকে একটি স্টেট-স্তরের অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে। এছাড়া, আইনটি স্টেটের বিচারকদের এমন নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করে যে, আইন লঙ্ঘনকারীরা যেন যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করে; আর যারা এই নির্দেশ মানতে অস্বীকৃতি জানাবে, তাদের সর্বোচ্চ ২০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে।

আরো ব্যয়বহুল হতে পারে উড়োজাহাজ ভ্রমণ

৫৪ পৃষ্ঠার পর

পরিস্থিতির কারণে জেট ফুয়েলের দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ফ্লাইটের খরচ বাড়াতে হবে।

ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের মূল সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইনস গ্রুপ (আইএজি) সতর্ক করেছে, ইরানের সঙ্গে যুদ্ধের কারণে হরমুজ প্রণালি বন্ধ রয়েছে। তাই তেলের দাম বেড়ে যাওয়ায় টিকিটের মূল্যও বৃদ্ধি পাবে। যুক্তরাজ্যের গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে, বিমান সংস্থাগুলো সাধারণত বাজারের অস্থিরতা থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য 'হেজিং', অর্থাৎ নির্দিষ্ট হারে আগে থেকেই তাদের জ্বালানির একটি অংশ কিনে রাখার পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে। তবে, আইএজি উল্লেখ করেছে, জ্বালানি হেজিং থাকা সত্ত্বেও এই সংঘাতের ব্যাপক অর্থনৈতিক প্রভাব থেকে তারা বের হয়ে আসতে পারেনি।

এদিকে ইউরোপের বিমান নিরাপত্তা সংস্থা (ইএএসএ) এমন একটি নির্দেশিকা তৈরি করছে, যাতে সদস্য দেশগুলো সহজে জেট-এ ধরনের জ্বালানি ব্যবহার শুরু করতে পারে। এখন ইউরোপে মূলত জেট এ-১ জ্বালানি ব্যবহার জ্বালানির ঘাটতি হওয়ায় ইউরোপ এখন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেশি জেট জ্বালানি আমদানির কথা ভাবছে।

ইএএসএ বলছে, বেশির ভাগ বিমানের ইঞ্জিনই জেট-এ এবং জেট এ-১, দুই ধরনের জ্বালানিই ব্যবহার করতে পারে। আরো বলা হয়েছে, উত্তর আমেরিকায় সাধারণত জেট-এ জ্বালানি ব্যবহার হয়। ইউরোপের বিমানগুলো যখন উত্তর আমেরিকা থেকে ফিরে আসে, তখন তারা আগেই জেট-এ ব্যবহার করে এবং সেই জ্বালানি ট্যাংকে থাকা আগের জ্বালানির সঙ্গে মিশে যায়।

বাংলাদেশসহ ৭৫ দেশের অভিবাসী ভিসা স্থগিত

৫৪ পৃষ্ঠার পর

যুক্তরাষ্ট্রের করদাতাদের ব্যয়ে সরকারি সহায়তা গ্রহণের হার বেশি।

তবে এই স্থগিতাদেশ পর্যটক ও শিক্ষার্থী ভিসাসহ অনভিবাসী ভিসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নথি অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে সরকারি সহায়তা নিতে পারেন, এমন ব্যক্তিদের যাওয়া ঠেকাতে আবেদনকারীদের যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া পুনর্মূল্যায়ন করা হবে। এটি না হওয়া পর্যন্ত অভিবাসী ভিসা দেওয়ার প্রক্রিয়া স্থগিত থাকবে।

গত ২১ জানুয়ারি থেকে এই ৭৫ দেশের নাগরিকদের জন্য অভিবাসী ভিসা স্থগিতের সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে।

দেশগুলো হচ্ছে :

আফগানিস্তান, আলবেনিয়া, আলজেরিয়া, অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডা, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, বাহামাস, বাংলাদেশ, বার্বাডোস, বেলারুশ, বেলিজ, ভুটান, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, ব্রাজিল, বার্মা, কম্বোডিয়া, ক্যামেরুন, কেপ ভার্দে, কলম্বিয়া, কোত দিভোয়ার, কিউবা, গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, ডোমিনিকা, মিশর, ইরিত্রিয়া, ইথিওপিয়া, ফিজি, গাম্বিয়া, জর্জিয়া, ঘানা, গ্রেনাডা, গুয়াতেমালা, গিনি, হাইতি, ইরান, ইরাক, জ্যামাইকা, জর্ডান, কাজাখস্তান, কসোভো, কুয়েত, কিরগিজ প্রজাতন্ত্র, লাওস, লেবানন, লাইবেরিয়া, লিবিয়া, মলদোভা, মঙ্গোলিয়া, মন্টিনিগ্রো, মরক্কো, নেপাল, নিকারাগুয়া, নাইজেরিয়া, উত্তর ম্যাসেডোনিয়া, পাকিস্তান, কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, রাশিয়া, রুয়ান্ডা, সেন্ট কিটস ও নেভিস, সেন্ট লুসিয়া, সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইনস, সেনেগাল, সিয়েরা লিওন, সোমালিয়া, দক্ষিণ সুদান, সিরিয়া, তানজানিয়া, থাইল্যান্ড, টোগো, তিউনিসিয়া, উগান্ডা, উরুগুয়ে, উজবেকিস্তান এবং ইয়েমেন।

'বোর্ড অফ ইমিগ্রেশন আপিলস' উঅঈঅ মর্যাদাপ্রাপ্তদের ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়া সহজতর করল

৫৪ পৃষ্ঠার পর

আওতায় সুরক্ষা পাওয়া অভিবাসীদের ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়া সহজতর করে তুলছে।

'বোর্ড অফ ইমিগ্রেশন আপিলস' (BIA) কর্তৃক প্রকাশিত একটি নতুন নজির সৃষ্টিকারী রায়ে বলা হয়েছে যে, কেবল DACA কর্মসূচির সুবিধাভোগী হওয়াই ডিপোর্টেশন থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য যথেষ্ট কারণ নয়। আপিলকারী অভিবাসন বিচারকদের সমন্বয়ে গঠিত তিন সদস্যের একটি প্যানেল 'ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি' (DHS)-এর আইনজীবীদের পক্ষ অবলম্বন করেছেন। ওই আইনজীবীরা অভিবাসন বিচারক মাইকেল প্লেটার্সের একটি রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেছিলেন; বিচারক প্লেটার্স ক্যাটালিনা 'সোচিটল' সান্তিয়াগোর সক্রিয় DACA মর্যাদার কথা উল্লেখ করে তার ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়া বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আপিল প্যানেল মামলাটি পর্যালোচনার জন্য ভিন্ন একজন অভিবাসন বিচারকের কাছে ফেরত পাঠিয়েছেন।

যদিও এই রায়ের অর্থ এই নয় যে সান্তিয়াগোকে অবিলম্বে নির্বাসিত করা হবে, তবে এটি সম্ভাব্যভাবে আরও লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য উঅঈঅ-এর সুরক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দিতে পারে।

গত আগস্ট মাসে এল পাসো বিমানবন্দরে একটি অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটে ওঠার সময় কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রোটেকশন কর্মকর্তাদের হাতে আটক হওয়ার পর সান্তিয়াগোর মামলাটি জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়। তাকে অভিবাসন আটককেন্দ্রে রাখা হয়েছিল, যেখান থেকে গত অক্টোবর মাসে একজন ফেডারেল বিচারকের নির্দেশে তিনি মুক্তি পান। সেই সময় থেকেই তিনি অভিবাসন আদালত ব্যবস্থায় তার ডিপোর্টেশন হুমকির বিরুদ্ধে আইনি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

ইওঅ বা বোর্ড অফ ইমিগ্রেশন আপিলস হলো যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের আওতাধীন একটি প্রশাসনিক আদালত। কোনো অভিবাসন বিচারকের আদালতে মামলার শুনানি শেষ হওয়ার পর, সংশ্লিষ্ট অভিবাসী এবং উঐঝ-উভয়েরই সেই রায়ের বিরুদ্ধে ইওঅ-তে আপিল করার অধিকার থাকে।

ইওঅ-বা বোর্ড অফ ইমিগ্রেশন আপিলস এর জনসমক্ষে প্রকাশিত রায়গুলো এমন সব নজির ও নির্দেশিকা স্থাপন করে, যা নির্ধারণ করে দেয়-দেশজুড়ে অভিবাসন বিচারকরা কীভাবে রায় প্রদান করবেন এবং সাধারণ জনগণ কীভাবে অভিবাসন আইন ও নীতিমালার ব্যাখ্যা করবেন। গত শুক্রবারের (১৭ এপ্রিল) এই আদেশটি হলো উঅঈঅ সুবিধাভোগীদের সুরক্ষা কেড়ে নেওয়ার লক্ষ্যে ট্রাম্প প্রশাসনের গৃহীত সর্বশেষ পদক্ষেপ।

"এক দশকেরও বেশি সময় ধরে, উঅঈঅ (ডাকা) কর্মসূচিটি অবিরাম ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আক্রমণের শিকার হয়ে আসছে, চ বলেছেন অভিবাসীদের অধিকার রক্ষায় সোচ্চার সংগঠন ইউনাইটেড উই ড্রিম্স-এর অ্যাডভোকেসি ও ক্যাম্পেইন বিষয়ক উপ-পরিচালক জুলিয়ানা ম্যাসেডো দো নাসিমেন্তো।

"এই সিদ্ধান্তটি হলো উঅঈঅ কর্মসূচিটিকে ধাপে ধাপে বিলুপ্ত করার প্রক্রিয়ায় আরও একটি পদক্ষেপ-যেখানে সরকার সরাসরি বা একবারে এটি বন্ধ করার দায়ভার নিজের কাঁধে নিচ্ছে না। ... এটি হলো সুরক্ষামূলক ব্যবস্থাগুলোর এক নীরব প্রত্যাহার, যার মূল্য আমাদের সম্প্রদায়গুলোকে এখনই, বাস্তব সময়েই দিতে হচ্ছে।চ

ইওঅ-বা বোর্ড অফ ইমিগ্রেশন আপিলস এর এই আদেশটি-যা একটি অন্তর্বর্তীকালীন সিদ্ধান্ত হিসেবে পরিচিত-তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উঐঝ (হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ) যুক্তি দেখিয়েছিল যে অভিবাসন বিচারক প্লেটার্সকে এই মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া উচিত। তাদের যুক্তি ছিল, প্লেটার্স টেক্সাসের ডেমোক্র্যাট প্রতিনিধি ভেরোনিকা এসকোবারের স্বামী; আর এসকোবার ক্যাপিটল হিলে উঅঈঅ সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যুতে-এবং বিশেষ করে এই নির্দিষ্ট মামলাটির বিষয়ে-সবসময়ই অত্যন্ত সোচ্চার ভূমিকা পালন করে আসছেন। তাছাড়া, তাঁর নির্বাচনী এলাকার অন্তর্ভুক্ত এলাকাগুলোর মধ্যে এল পাসো-ও রয়েছে। এই অন্তর্বর্তীকালীন আদেশে বিচারক কিংবা এসকোবার-কারো নামই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

তবে, উঐঝ-এর সেই যুক্তিনির্ভর আপিলটি ইওঅ গ্রহণ করেনি। এর পরিবর্তে তারা মন্তব্য করেছে যে, অভিবাসন বিচারক "ভুল করেছেন চ কারণ তিনি কোনো ব্যক্তিকে দেশ থেকে বহিষ্কারের প্রক্রিয়া (ৎবসড়াধষ ঢ়ৎড়পববফরহমং) বাতিল করার সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণভাবে কেবল সেই ব্যক্তির উঅঈঅ মর্যাদার ওপর ভিত্তি করেই নিয়েছিলেন।

২০০৭ সালের আগে অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করা শিশুদের যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কারের হাত থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে ২০১২ সালে উঅঈঅ কর্মসূচিটি চালু করা হয়েছিল; বর্তমানে এই কর্মসূচির আওতায় প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষ রয়েছেন।

গত বছর থেকে উঐঝ-এর কর্মকর্তারা উঅঈঅ সুবিধাভোগীদের স্বেচ্ছায় দেশত্যাগের (ংবষভ-ফবঢ়ড়ৎঃ) আহ্বান জানিয়ে আসছেন। তাদের যুক্তি হলো, এই কর্মসূচিটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাউকে আইনি মর্যাদা বা নাগরিকত্ব প্রদানের সমতুল্য নয়।

উঅঈঅ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কারের হাত থেকে সাময়িক সুরক্ষা প্রদান করা; তবে এটি নাগরিকত্ব বা গ্রিন কার্ড পাওয়ার কোনো সরাসরি বা তাৎক্ষণিক পথ নয়। এই কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের প্রতি দুই বছর অন্তর তাদের সুরক্ষার মেয়াদ নবায়ন করতে হয়।

ট্রাম্প প্রশাসনের দ্বিতীয় মেয়াদে উঅঈঅ সুবিধাভোগী-যাদের ড্রিমার্স (উৎবধসবৎং) নামেও অভিহিত করা হয়-এমন ৫ লক্ষ ৫ হাজার মানুষের কাছ থেকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা চালানো হয়েছিল; যদিও এই কর্মসূচিটি পুরোপুরি বন্ধ করার লক্ষ্যে কোনো আনুষ্ঠানিক বা প্রবিধানগত পরিবর্তন তখন পর্যন্ত আনা হয়নি।

গত বছর স্বাস্থ্য ও মানবসেবা বিভাগ (উবঢ়ধৎঃসবহঃ ড়ভ ঐবধষঃয ধহফ ঐঁসধহ ঝবৎারপবং) ঘোষণা দিয়েছিল যে, তারা উঅঈঅ সুবিধাভোগীদের ফেডারেল স্বাস্থ্যসেবা বাজারের (ঋবফবৎধষ ঐবধষঃয ঈধৎব সধৎশবঃঢ়ষধপবং) সুবিধা পাওয়ার অযোগ্য ঘোষণা করবে। একই সময়ে শিক্ষা বিভাগ জানিয়েছিল যে, তারা এমন পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম খতিয়ে দেখছে, যারা উঅঈঅ সুবিধাভোগীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে।

এই বছরের শুরুর দিকে সিনেটরদের উদ্দেশ্যে লেখা একটি চিঠিতে, তৎকালীন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোয়েম উল্লেখ করেছিলেন যে-গত বছরের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর মাসের মধ্যবর্তী সময়ে-মোট ২৬১ জন উঅঈঅ সুবিধাভোগীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং ৮৬ জনকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। চিঠিতে নোয়েম পুনরায় জোর দিয়ে বলেছেন যে, উঅঈঅ একটি সাময়িক ব্যবস্থা।

"এর সাথে যুক্তরাষ্ট্রে অনির্দিষ্টকালের জন্য অবস্থান করার কোনো অধিকার বা স্বত্ব জড়িত নেই, চ তিনি লিখেছেন।

সক্রিয় উঅঈঅ সুবিধাভোগীরা দেশ থেকে বহিষ্কারের ঝুঁকিতে আছেন কি না-এ বিষয়ে মন্তব্যের জন্য করা তাৎক্ষণিক অনুরোধে উঐঝ কোনো সাড়া দেয়নি।

ট্রাম্প প্রশাসনের অধীনে গ্রিন কার্ড অনুমোদন অর্ধেকে নেমে এসেছে-আবেদনকারীরা যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন

কিছু মানুষ-যাদের মধ্যে জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি এমন ব্যক্তিরাও অন্তর্ভুক্ত-যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছে, যারা আমেরিকান জাতির জন্য গুরুতর ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।চ

বিশ্লেষণ অনুযায়ী, জুলাই ২০২৫ থেকে জানুয়ারি ২০২৬-এর মধ্যবর্তী সময়ে পরিবার-ভিত্তিক গ্রিন কার্ড অনুমোদন ৫৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে; অন্যদিকে, জানুয়ারি ২০২৬-এ মোট অনুমোদনের সংখ্যা ছিল জানুয়ারি ২০২৫-এর তুলনায় ২২ শতাংশ কম।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জানুয়ারি ২০২৫-এ যখন ট্রাম্প পুনরায় ক্ষমতায় আসেন, তখন পরিবার-স্পন্সরকৃত গ্রিন কার্ড অনুমোদনের সংখ্যা ছিল ৩০,৬৯৯; জুলাই ২০২৫-এ জোসেফ এডলো টঝঈওঝ-এর প্রধান হিসেবে নিশ্চিত হওয়ার পর এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৫২,১৮১-তে; কিন্তু এরপরই জানুয়ারি ২০২৬-এ তা আকস্মিকভাবে কমে ২৩,৮৪৭-এ নেমে আসে।

প্রতিবেদনে আরও দেখা গেছে যে, মানবিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত কিছু ক্ষেত্রে-যেমন শরণার্থী হিসেবে প্রবেশের অনুমোদন এবং কিউবান অ্যাডজাস্টমেন্ট বা পুনর্বাসন সংক্রান্ত মামলাগুলোর ক্ষেত্রে-অনুমোদনের হার ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। একই সময়ে,ওইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট্ব (ওঈঊ)-এর হাত্তেকিউবান প্যারোল্গি বা শর্তসাপেক্ষে মুক্তিপ্রাপ্ত কিউবান নাগরিকদের গ্রেপ্তারের ঘটনা ৪৬৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে; এই ঘটনাটি এমন এক সময়ের সাথে মিলে যায়, যাকে ওই বিশ্লেষণ্তেকিউবান গ্রিন কার্ড অনুমোদন প্রক্রিয়া কার্যত বন্ধ হয়ে যাওয়ন্থ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

ক্যাটোর বিশ্লেষণে বলা হয়েছে যে, অনুমোদনের এই হ্রাসের বিষয়টি সব বিভাগে সমানভাবে ঘটেনি। কর্মসংস্থান-ভিত্তিক অভিবাসনের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল থাকলেও, মানবিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত পথগুলো-যেমন শরণার্থী, রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী এবং প্যারোল-ভিত্তিক আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে-অনুমোদনের হার সবচেয়ে বেশি হ্রাস পেয়েছে।

ট্রাম্পের দ্বিতীয় প্রশাসনের অধীনে, সারা দেশের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে অভিবাসীদের গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্যে টঝঈওঝ সংস্থাটি ওঈঊ-এর সাথে অনেক বেশি নিবিড়ভাবে সমন্বয় সাধন করে কাজ করেছে। ‘‘গ্রিন কার্ড পাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করার মাধ্যমে, টঝঈওঝ এই আবেদনকারীদের অধিকার ক্ষুণ্ন করছে এবং এমনকি এর ফলে তারা তাদের বর্তমান আইনি মর্যাদা বা ওস্ট্যাটাস্থ হারানোর ঝুঁকিতেও পড়তে পারেন,চ বলেছেন এই প্রতিবেদনের লেখক এবং ক্যাটো ইনস্টিটিউটের অভিবাসন বিষয়ক গবেষণার পরিচালক ডেভিড জে. বিয়ার।

‘‘আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে বৈধভাবে বসবাসের প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করার মাধ্যমে ওঈঊ-এর (অভিবাসন ও শুল্ক প্রয়োগকারী সংস্থা) গ্রেপ্তার অভিযানকে জোরদার করার এটি একটি সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা,চ মন্তব্য করেন বিয়ার। গ্রিন কার্ড আবেদনকারীদের ওপর এর প্রভাব কী?

বিশ্লেষণ অনুযায়ী, অনুমোদনের হার কমে যাওয়া এবং প্রক্রিয়াকরণের ধীর গতির কারণে আবেদনকারীদের-বিশেষ করে পারিবারিক ও মানবিক বিভাগের আবেদনকারীদের-জন্য অপেক্ষার সময়সীমা আরও দীর্ঘ হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

মামলাগুলো দীর্ঘ সময় ধরে অনিষ্পন্ন অবস্থায় পড়ে থাকায়, আবেদনকারীরা তাদের আইনি মর্যাদা, কাজের অনুমতি এবং ভ্রমণের অধিকার নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হতে পারেন; অন্যদিকে, কোনো সিদ্ধান্ত আসার আগেই যদি তাদের সাময়িক ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যায়, তবে কেউ কেউ তাদের বর্তমান আইনি সুরক্ষা বা অধিকার হারানোর ঝুঁকিতেও পড়তে পারেন।

বিশ্লেষকদের মতে, কাজের গতি কমে যাওয়ার ফলে অনিষ্পন্ন মামলার স্তূপ বাওব্যাকলগ্থ আরও বেড়ে যেতে পারে; যা পরিবার পুনর্মিলনীতে বিলম্ব ঘটায় এবং এমনকি যারা সম্পূর্ণ বৈধ পথ অনুসরণ করছেন, তাদের জন্যও স্থায়ী বসবাসের সুযোগ সীমিত করে দেয়।

এমন এক সময়ে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো, যখন যুক্তরাষ্ট্র এমনিতেই অভিবাসন সংক্রান্ত মামলার বিশাল এক জট বাওব্যাকলগ্থ-এর মুখোমুখি-যেখানে লক্ষ লক্ষ আবেদন অনিষ্পন্ন অবস্থায় পড়ে আছে।

২০২৫ সালের শেষের দিকে ওয়াশিংটন ডিসিতে ন্যাশনাল গার্ডের দুই সদস্য গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, ট্রাম্প প্রশাসন অভিবাসন সংক্রান্ত একগুচ্ছ নতুন পদক্ষেপ ঘোষণা করে। এর মধ্যে ছিল যাচাই-বাছাইয়ের প্রক্রিয়া জোরদার করা এবং সরকার কর্তৃক চিহ্নিতওউদ্বেগের কারণ এমন দেশগুলোত্থ নাগরিকদের গ্রিন কার্ড সংক্রান্ত আবেদনগুলো পুনরায় পর্যালোচনা করা। এই নীতিমালার আওতায় টঝঈওঝ-কে পূর্বে অনুমোদিত কিছু আবেদন পুনরায় পরীক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া হয়; যা অভিবাসন প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসে-যার অংশ হিসেবে কিছু অভিবাসন আবেদনের কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিতও করা হয়।

২০২৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে টঝঈওঝ ১৯টি দেশের নাগরিকদের গ্রিন কার্ড প্রক্রিয়াকরণের কাজ স্থগিত করে দেয়; এবং ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে এই নিষেধাজ্ঞার আওতা বাড়িয়ে ৪০টি দেশে সম্প্রসারিত করে। অভিবাসন বিশ্লেষকদের মতে, এই পদক্ষেপের ফলে আবেদনকারী এবং বৈধ স্থায়ী বাসিন্দাদের জন্য অপেক্ষার সময় আরও দীর্ঘ হয়েছে এবং অনিশ্চয়তা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

‘‘বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের পরিচয় ও ব্যক্তিগত ইতিহাস যাচাই-বাছাই করার জন্য একটি অত্যন্ত কঠোর ও নিবিড় প্রক্রিয়ার প্রয়োজন-এমন একটি প্রক্রিয়া যা সর্বোপরি আমেরিকান জনগণের নিরাপত্তার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেয়। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কর্তৃক চিহ্নিতওউচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ্থ দেশগুলোর নাগরিকদের আবেদনের ওপর রায় প্রদান বাওঅ্যাডজুডিকেশন্থ প্রক্রিয়াটি টঝঈওঝ বর্তমানে স্থগিত রেখেছে; কারণ আমরা কাজ করে যাচ্ছি যাতে তাদের পরিচয় ও পটভূমি সর্বোচ্চ সম্ভাব্য মাত্রায় যাচাই-বাছাই ও নিরীক্ষার আওতায় আনা সম্ভব হয়,চ মন্তব্য করেছেন উঐঝ-এর (স্বরাষ্ট্র নিরাপত্তা বিভাগ) একজন মুখপাত্র।

তাছাড়া, বাইডেন প্রশাসনের অধীনে অনুমোদিত-এবং উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলো থেকে আগত-এমন সব মামলার পুনঃপর্যালোচনা বর্তমানে চলমান রয়েছে; আর এই স্থগিতাদেশ কার্যকর হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত টঝঈওঝ ইতিমধ্যেই বেশ কিছু জালিয়াতির ঘটনা শনাক্ত করেছে।

‘ন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর আমেরিকান পলিসি’-র একটি হিসাব অনুযায়ী, ট্রাম্প প্রশাসন তাদের দ্বিতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রে বৈধ অভিবাসনের প্রাক্কলিত সংখ্যা ৬ লক্ষেরও বেশি কমিয়ে দিয়েছে।

এরপর কী ঘটবে?

বিশ্লেষণ অনুযায়ী, বর্তমান প্রক্রিয়াকরণের গতিধারা যদি অব্যাহত থাকে, তবে অভিবাসন সংক্রান্ত মামলার জট বা ‘ব্যাকলগ’ আরও ঘনীভূত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে-বিশেষ করে পরিবার-ভিত্তিক এবং মানবিক বিভাগের আবেদনগুলোর ক্ষেত্রে। আবেদনকারীদের জন্য এর বাস্তব প্রভাব হলো দীর্ঘস্থায়ী অনিশ্চয়তা, সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় দীর্ঘতর অপেক্ষা, স্থায়ী বসবাসের মর্যাদা লাভে বিলম্ব এবং সাময়িক সুরক্ষাব্যবস্থার ওপর অত্যধিক নির্ভরতা-যা তাদের মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হওয়ার আগেই মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারে।

এক নিমিষেই শেষ ৬টি প্রাণ; দুই ভাইয়ের ‘সুইসাইড প্যাক্ট’ কেড়ে নিল পুরো পরিবারের হাসি!

৫৪ পৃষ্ঠার পর

ভয়ংকর সেই ‘সুইসাইড প্যাক্ট’ বা আত্মহত্যার চুক্তি:

পুলিশের দীর্ঘ তদন্ত এবং সিবিএস নিউজ (ঈইঝ ঘবংি) ও অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (অচ)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, এই হত্যাকাণ্ডের মূল কারিগর ছিল তৌহিদুল ইসলামের দুই ছেলে-২১ বছরের তানভীর তৌহিদ এবং ১৯ বছরের ফারহান তৌহিদ। তারা দুজনেই দীর্ঘ সময় ধরে ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন বা চরম বিষণ্নতায় ভুগছিল। ২০২১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তানভীর তার ছোট ভাই ফারহানকে একটি প্রস্তাব দেয়। সে বলে, আমরা যদি আগামী এক বছরের মধ্যে নিজেদের জীবন স্বাভাবিক করতে না পারি, তবে আমরা নিজেরা মারা যাব এবং পরিবারের সবাইকেও সাথে নিয়ে যাব।

□কেন পুরো পরিবারকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত?

□ফারহান তৌহিদ তার মৃত্যুর আগে ইনস্টাগ্রামে একটি দীর্ঘ সুইসাইড নোটের লিংক দিয়ে গিয়েছিল। সেখানে সে লিখেছিল, আমি যদি শুধু নিজে আত্মহত্যা করি, তবে আমার মা-বাবা এবং বোন সারা জীবন এই শোক নিয়ে তিলে তিলে মরবে। তাই তাদের ওপর দয়া করে (ও ফরফ ঃযবস ধ ভধাড়ৎ) আমি তাদের সাথে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি যাতে তারা কোনো কষ্ট না পায়। কী অদ্ভুত আর বিকৃত ছিল তাদের সেই ভালোবাসা!

নিউজটির বিস্তারিত এবং হাড়কাঁপানো ঘটনাপ্রবাহ:

□ফারহানের সেই নোট অনুযায়ী, তারা দুজনে মিলে দুটি বন্দুক কেনে। আমেরিকার অস্ত্র আইন কতটা শিথিল তা নিয়ে সে উপহাস করে লিখেছিল যে, বন্দুক কেনা ছিল সবচেয়ে সহজ কাজ। শুধু ফরমে নিজের মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারে মিথ্যা তথ্য দিতে হয়েছে।

□সেই শনিবার রাতে তারা তাদের পরিকল্পনা কার্যকর করে:

□১. দুই ভাই মিলে প্রথমে তাদের যমজ বোন ফারবিন তৌহিদকে হত্যা করে, যে নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে পূর্ণ স্কলারশিপ পেয়েছিল।

□২. এরপর তারা তাদের ৭৭ বছর বয়সী নানি আলতাফুন নেসাকে গুলি করে।

□৩. শেষে তারা তাদের মা আইরিন ইসলাম এবং বাবা তৌহিদুল ইসলামকে হত্যা করে।

□৪. সব কাজ শেষ করে দুই ভাই একে অপরকে বা নিজেদেরকে গুলি করে আত্মাহুতি দেয়।

□সেই দুর্ভাগা নানি এবং ‘দ্য অফিস’ শো-র প্রভাব:

□সবচেয়ে মর্মান্তিক তথ্য হলো, নানি আলতাফুন নেসা পাবনা থেকে মেয়ের বাসায় বেড়াতে এসেছিলেন। তার দেশে ফেরার টিকেট ছিল ওই ঘটনার কয়েক দিন আগেই। কিন্তু কোভিডের কারণে ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় তিনি সেখানে আটকা পড়েন এবং নিজ নাতিদের হাতে প্রাণ দিতে হয়।

□ফারহান তার নোটে আরও লিখেছিল যে, সে জনপ্রিয় টিভি শো ‘দ্য অফিস’ (ঞযব ঙভভরপব) আবার দেখতে শুরু করেছিল যাতে তার বিষণ্নতা কমে। কিন্তু শো-টি যেভাবে শেষ হয়েছে তাতে সে আরও বিরক্ত হয়ে পড়ে এবং আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত পাকা করে ফেলে।

নিহতদের পরিচয়: এক নজরে পুরো পরিবার

এই নৃশংস ঘটনায় প্রাণ হারান পরিবারের ৬ জন সদস্য:

তৌহিদুল ইসলাম (৫৪): পরিবারের কর্তা, যিনি প্রায় ২২ বছর আগে ডিভি (উঠ) লটারি পেয়ে আমেরিকায় গিয়েছিলেন এবং সিটি ব্যাংকে ভালো পদে কর্মরত ছিলেন।

আইরিন ইসলাম (৫৬): তৌহিদুলের স্ত্রী এবং সন্তানদের মা, যিনি পাবনার মেয়ে ছিলেন।

আলতাফুন নেসা (৭৭): আইরিনের মা এবং সন্তানদের নানি, যিনি দুই বছর আগে পাবনা থেকে মেয়ের কাছে বেড়াতে গিয়েছিলেন।

তানভীর তৌহিদ (২১): বড় ছেলে, ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাসের ছাত্র।

ফারবিন তৌহিদ (১৯): একমাত্র মেয়ে, যিনি নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে পূর্ণ স্কলারশিপ পেয়েছিলেন।

ফারহান তৌহিদ (১৯): ছোট ছেলে (ফারবিনের যমজ ভাই), যে এই হত্যাকাণ্ডের অন্যতম পরিকল্পনাকারী।

□শেষ পরিণতি ও জনমনে আতঙ্ক:

□তৌহিদুল ইসলাম সিটি ব্যাংকে একটি উচ্চপদে কর্মরত ছিলেন এবং তাদের পরিবারকে প্রতিবেশী সবাই অত্যন্ত আদর্শ হিসেবে জানত। ডালাস মর্নিং নিউজ এবং দ্য ডেইলি টেক্সানের রিপোর্ট অনুযায়ী, এই ঘটনার পর পুরো আমেরিকার বাংলাদেশি কমিউনিটি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। কেউ কল্পনাও করতে পারেনি যে, এত মেধাবী দুই তরুণ তাদের নিজের রক্তকে এভাবে ঠান্ডা মাথায় শেষ করে দেবে।

অন্তর্বতীর অদক্ষতায় ফোকলা অর্থনীতি

৫ পৃষ্ঠার পর

রাখঢাক করছেন না। সবকিছুতে ব্যর্থতার পুরো দায়ভার তাঁকে দিয়ে পারলে একেবারেই ধুয়ে দিচ্ছেন।

তাঁরা মনে করেন, উচ্চ মূল্যস্ফীতি, উচ্চ সুদের হার, রেকর্ড ঋণখেলাপি, বিনিয়োগখরা, কারখানা বন্ধ, বেকারত্ব, ব্যবসায় মন্দা, গতিহীন রপ্তানি, দেশবিরোধী বাণিজ্যচুক্তি, বন্দর বিদেশিদের তুলে দেওয়া, বিশাল রাজস্ব ঘাটতিসহ অসংখ্য সমস্যার সমাধান করতে পারেননি ড. ইউনূস। বরং তিনি অর্থনীতিকে ‘ফোকলা’ বানিয়ে তা বর্তমান সরকারের ওপর চাপিয়ে দিয়ে গেছেন। স্বাস্থ্যসেবা খাতে টিকায় বরাদ্দ রাখেননি, বরং প্রকল্প বন্ধ করেছেন। জ্বালানির আপৎকালীন কোনো প্রস্তুতি রেখে যাননি।

আর প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এখন প্রায় শূন্য তহবিল আর বিশাল ঋণের বোঝায় বিপর্যস্ত-ভঙ্গুর অর্থনীতি সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছেন।

মানুষের অনেক আশা ছিল, এই ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশকে অনেক দূর এগিয়ে নেবেন। ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, সাধারণ মানুষ-সবাই আশায় বুক বাঁধে। কিন্তু সবকিছুতে নির্লিপ্ত-নির্বিকার থাকায় দেশে এক ধরনের নৈরাজ্য শুরু হয়। পুরো সময়কালে একবারের জন্যও শীর্ষ ব্যবসায়ী-উদ্যোক্তা ও অর্থনীতির যাঁরা মূল নায়ক, তাঁদের সঙ্গে কোনো বৈঠক করেননি, বিনিয়োগ করা বা ব্যবসা প্রসারে কোনো আশ্বাসও দেননি।

ফলে ব্যবসায়ী-বিনিয়োগকারীরা আস্থাহীনতায়, হতাশায় সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সাবেক চেয়ারম্যান বদিউর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘ড. ইউনূসের গভর্নমেন্ট তো গভর্নমেন্ট ছিল না। বাংলাদেশের ইতিহাসে মোস্ট ওয়াস্টেস্ট গভর্নমেন্ট। এটা মাস্তান পার্টির মতো কাজ করেছে। এ সরকার গোটা জাতিকে কয়েক দশকের জন্য পিছিয়ে দিয়েছে। ড. ইউনূস টাকা-পয়সা ভালোবাসেন। পাওয়ার ভালোবাসেন। তিনি মানি লাভার, পাওয়ার লাভার। ট্যাক্স দিতে চাননি। তিনি যেসব লোক নিয়েছেন, তাঁদের বেশির ভাগেরই সরকার সম্পর্কে দেশ চালানোর ক্ষেত্রে জ্ঞান-বুদ্ধি ছিল না।’

সিনিয়র ব্যাংকার ও অর্থনীতি বিশ্লেষক মামুন রশীদ কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘এ জাতির সঙ্গে রীতিমতো প্রতারণা করা হয়েছে। এত ভালো ভালো লোক আমাদের সঙ্গে এটা কী করল! এই জাতির তো বারোটা বাজানো হলো। এর তো কোনো আইন নেই। উনাদের খুশি মনে আনলাম। ব্যবসায়ীরা তো পাত্তাই পাচ্ছিল না কার কাছে যাবে। শুধু ওই বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের ছাড়া কাউকে তো ডাকা হয়নি। আমি নিজে প্রধান উপদেষ্টাকে বলেছি যে আপনাকে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এনগেজ হতে হবে। করা হয়নি।’

বিশ্বজোড়া খ্যাতিসম্পন্ন এই ব্যক্তিত্বের ১৮ মাসের শাসনামলে ব্যবসায়ীদের অবজ্ঞা-অবহেলা, হয়রানিমূলক মামলা, অ্যাকাউন্ট জব্দ, কারখানা বন্ধ করে লাখো লোকের চাকরি হারানো, পুঁজিবাজারকে তলানিতে নামিয়ে দেওয়া আর উচ্চ মূল্যস্ফীতির তাপে সাধারণ মানুষের জীবনকে একেবারে বিষিয়ে তোলা হয়। এ সময়ে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ১৫১ শতাংশ। উচ্চ সুদের হারে বিনিয়োগে স্থবিরতা চরমে। ওই সময়ে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ প্রস্তাব এক দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরে এসে ৫৮ শতাংশ কমে যায়। দেশের বড় বড় প্রকল্প বন্ধ রেখে, এডিপি বাস্তবায়নে রেকর্ড অদক্ষতা অথচ বিদেশি ঋণ বা ধারকর্জে কয়েক গুণ বেশি পারদর্শিতা বাংলাদেশকে এগোনোর বদলে বরং পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অর্থনীতি কিভাবে নাজুক হয়

তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনায় দেখা যায়, ব্যাংকিং খাতে গত দেড় বছরে খেলাপি ঋণের পরিমাণে এক অভাবনীয় উল্লম্ফন হয়। ২০২৪ সালের জুন মাসে খেলাপি ঋণ ছিল প্রায় দুই লাখ ১১ হাজার কোটি টাকা, যা মোট ঋণের প্রায় ১১ শতাংশ। অথচ ২০২৫ সালের জুন নাগাদ খেলাপি ঋণ বেড়ে দাঁড়ায় পাঁচ লাখ ৩০ লাখ কোটি টাকায়। মাত্র এক বছরে বাড়ে তিন লাখ ১৯ হাজার কোটি টাকা। অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ১৫১ শতাংশ। ২০২৫ সালের ডিসেম্বর শেষে বাংলাদেশের মোট বৈদেশিক ঋণ দাঁড়িয়েছে ১১৩.৫১ বিলিয়ন ডলার, যা দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, শুধু ২০২৫ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর-এই তিন মাসেই বৈদেশিক ঋণ বেড়েছে ১.৩০ বিলিয়ন ডলার। সেপ্টেম্বর শেষে ঋণের পরিমাণ ছিল ১১২.২১ বিলিয়ন ডলার। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের সময় দেশের মোট বিদেশি ঋণ ছিল ১০৩.৪১ বিলিয়ন ডলার, অর্থাৎ দেড় বছরে বিদেশি ঋণ বেড়েছে প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলার।

২০২৪ সালের শুরুর দিকে নীতি সুদহার ছিল ৮ শতাংশের ঘরে। ২০২৬ সালের বর্তমান সময় পর্যন্ত তা ১০ শতাংশে এসে ঠেকেছে। গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার ১৪ থেকে ১৬ শতাংশ পর্যন্ত উঠেছে। সুদের হার বাড়ায় ব্যাবসায়িক ঋণের খরচ বেড়েছে, যা নতুন বিনিয়োগ ও কারখানা সম্প্রসারণে বাধা সৃষ্টি করছে। এ সময়ে ৩২৭টি কারখানা বন্ধ রয়েছে। কর্মহীন হয়েছে দেড় লক্ষাধিক শ্রমিক।

জানা যায়, ড. ইউনূসের সময়ে উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা মারাত্মকভাবে কমে যায়। তখন চাল, ডাল ও তেলের মতো নিত্যপণ্যের পেছনেই মানুষের আয়ের বেশির ভাগ ব্যয় হয়ে যায়। এ কারণে ভোক্তারা বিলাসদ্রব্য, ইলেকট্রনিকস বা অন্যান্য শৌখিন পণ্য কেনা কমিয়ে দেয়। এতে ভোক্তার ভোগ কমে যায়, খুচরা ও পাইকারি বাণিজ্যে বড় ধস নামে। অন্যদিকে ডলার সংকটের কারণে জ্বালানি তেল ও এলএনজি আমদানিতে সমস্যা হওয়ায় শিল্প-কারখানায় নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস-বিদ্যুৎ পাওয়া যায়নি। জেনারেটর চালিয়ে উৎপাদন সচল রাখতে গিয়ে খরচ বাড়ে। এর সঙ্গে যোগ হয় ব্যাংকঋণের ১৪ থেকে ১৬ শতাংশ পর্যন্ত সুদের হার। তখন ব্যবসায়ীদের লোকসানের ভয়ে নতুন করে ব্যবসার প্রসার ঘটানো থমকে যায়। একই সময়ে অনেক ব্যাংক কাঁচামাল আমদানির জন্য লেটার অব ক্রেডিট বা এলসি খুলতে পারছিল না।

ফ্লোরিডায় বৃষ্টির মরদেহের খোঁজ চলছে, হত্যাকারীর কী সাজা হতে পারে

৫ পৃষ্ঠার পর

তথ্যসহ সাম্প্রতিক প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে এই অভিযান চালানো হচ্ছে।
একই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিখোঁজ আরেক বাংলাদেশি পিএইচডি শিক্ষার্থী জামিল আহমেদ লিমনের (২৭) ক্ষতবিক্ষত মরদেহ গত শুক্রবার (২৪ এপ্রিল) উদ্ধার করে ফ্লোরিডার স্থানীয় পুলিশ। ফ্লোরিডার হিলসবরোর স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, ফ্লোরিডার টাম্পার হাওয়ার্ড ফ্র্যাঙ্কল্যান্ড ব্রিজ এলাকা থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। জামিল বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ভূগোল, পরিবেশবিজ্ঞান ও নীতি বিষয়ে পিএইচডি করছিলেন। আর বৃষ্টি পিএইচডি করছিলেন কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে। জামিল ও বৃষ্টিকে সবশেষ ১৬ এপ্রিল টাম্পায় দেখা গিয়েছিল। তাঁদের খোঁজ না পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ১৭ এপ্রিল নিখোঁজ ডায়েরি হয়। জামিল ও বৃষ্টির নিখোঁজমৃত্যুর ঘটনায় হিশাম সালেহ আবুঘরবেহ নামের ২৬ বছরের এক মার্কিন যুবককে গত শুক্রবার গ্রেপ্তার করে স্থানীয় পুলিশ। তিনি জামিলের সঙ্গে একই কক্ষে থাকতেন। তাঁর বিরুদ্ধে পরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে হত্যার (ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার) দুটি অভিযোগ আনা হয়েছে গতকাল।
এনবিসি নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়, হত্যার এই অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁর মৃত্যুদণ্ড বা প্যারোল ছাড়া আজীবন কারাদণ্ড হতে পারে। ফক্স ১৩ টাম্পা বে বলছে, এ ছাড়া অন্যান্য অভিযোগেরও মুখোমুখি হচ্ছেন হিশাম। তাঁকে আপাতত প্রাক্-বিচার (প্রিট্রায়াল) শুনানি পর্যন্ত জামিন ছাড়াই আটকে রাখা হয়েছে। প্রাক্-বিচার শুনানি ২৮ এপ্রিল হওয়ার কথা রয়েছে। ভুক্তভোগীদের কীভাবে হত্যা করা হয়েছে কিংবা তাঁদের মৃত্যুর আগে ঠিক কী ঘটেছিল, সে বিষয়ে কোনো বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেননি তদন্তকারীরা। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বলছে, তদন্তের স্বচ্ছতা ও অখণ্ডতা বজায় রাখতে তারা নির্দিষ্ট তথ্য গোপন রাখছে।

যুক্তরাষ্ট্রে ২ বাংলাদেশি শিক্ষার্থী হত্যার ঘটনায় গ্রেপ্তার সন্দেহভাজন কে এই হিশাম আবুঘরবেহ?

পরিচয় ডেস্ক: ফ্লোরিডায় দুই বাংলাদেশি পিএইচডি শিক্ষার্থী নিখোঁজ ও পরে তাঁদের নিহত হওয়ার খবর প্রকাশের পর হিশাম সালেহ আবুঘরবেহ নামের ২৬ বছর বয়সী এক মার্কিন তরুণকে সন্দেহভাজন হিসেবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর নাম এখন আলোচনার কেন্দ্রে। পুলিশ সন্দেহভাজন হিসেবে আবুঘরবেহকে গ্রেপ্তার করেছে।
হিশাম সালেহ আবুঘরবেহ নিহত জামিল আহমেদ লিমনের রুমমেট ছিলেন। লিমন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের টাম্পায় ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ফ্লোরিডার (ইউএসএফ) ভূগোল, পরিবেশবিজ্ঞান ও নীতি বিষয়ে পিএইচডি শিক্ষার্থী ছিলেন। সিএনএনের খবরে বলা হয়, একই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী আবুঘরবেহ। সাউথ ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক মুখপাত্র সিএনএনকে জানান, সন্দেহভাজন ব্যক্তি (আবুঘরবেহ) ২০২১ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছেন। তিনি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থী ছিলেন।
হিশাম ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত আমেরিকান নাগরিক বলে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে বলা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে পরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে দুটি হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে বলে হিলসবরো কাউন্টি শেরিফ কার্যালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের আইনে এমন হত্যাকে ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার বলে। হিলসবরো কাউন্টি শেরিফের (পুলিশ) কার্যালয় থেকে বলা হয়েছে, পুলিশ আবুঘরবেহকে জিজ্ঞাসাবাদের পর গত শুক্রবার (২৪ এপ্রিল) ফ্লোরিডার হাওয়ার্ড ফ্রাঙ্কল্যান্ড ব্রিজ এলাকা থেকে লিমনের ক্ষতবিক্ষত মরদেহ উদ্ধার করে। লিমনের সঙ্গে একই দিন নিখোঁজ হয়েছিলেন নাহিদা সুলতানা বৃষ্টি নামের আরেক পিএইচডি শিক্ষার্থী। বৃষ্টি কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পিএইচডি করছিলেন। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত মার্কিন প্রশাসন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিখোঁজ বৃষ্টির বিষয়ে কিছু জানানো না হলেও শনিবার ২৫ এপ্রিল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এক পোস্টে জাহিদ হাসান প্রান্ত নামের এক ব্যক্তি নিজেকে বৃষ্টির ভাই পরিচয়ে বৃষ্টির মৃত্যুর খবর জানান। তবে বৃষ্টির মরদেহ এখনো উদ্ধার হয়নি বলে ফ্লোরিডা পুলিশ তাঁকে জানিয়েছে।

নিজের ভাইয়ের বাড়িতে ঢোকায় আদালতের নিষেধাজ্ঞা

হিশাম সালেহ আবুঘরবেহকে গ্রেপ্তারের পর শেরিফের কার্যালয়ের চিফ ডেপুটি জোসেফ মাউরার বলেন, পারিবারিক সহিংসতার একটি ঘটনার কারণে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে তাঁর বাড়িতে ডাকা হয়েছিল।
আবুঘরবেহর বিরুদ্ধে মারধর ও শারীরিকভাবে আঘাত করা, জোর করে আটকে রাখা, প্রমাণ নষ্ট করার চেষ্টা, মৃত্যুর ঘটনা না জানানো ও মৃতদেহ অবৈধভাবে সরানোর অভিযোগ আনা হয়েছে।
প্রধান ডেপুটি আরও বলেন, গতকাল তদন্ত কর্মকর্তারা এই মামলা ও (লিমনের) মরদেহের সঙ্গে সন্দেহভাজনের সম্পর্ক থাকার বিষয়টি জোড়া লাগাতে সক্ষম হন। আবুঘরবেহকে তাঁর পারিবারিক বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর ভাইয়ের করা পারিবারিক সহিংসতার একটি অভিযোগের ভিত্তিতে আদালত তাঁকে ওই বাড়িতে প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। গতকাল গ্রেপ্তার হওয়ার আগে আবুঘরবেহকে অন্তত দুবার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। মাউরার বলেন, তিনি শুরুতে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলছিলেন। কিন্তু গত বৃহস্পতিবার আবার জিজ্ঞাসাবাদের সময় তিনি সহযোগিতা করা বন্ধ করে দেন।
আদালতের নথি অনুযায়ী, শারীরিকভাবে আঘাতের অভিযোগে আবুঘরবেহকে ২০২৩ সালে দুবার গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তবে পরে সেই অভিযোগগুলো প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।
কিন্তু ওই ঘটনাগুলোর একটির পর আবুঘরবেহর ভাই আদালতের কাছে নিষেধাজ্ঞা (ইনজাংশন) আবেদন করেন। ওই আবেদনের ভিত্তিতে আদালত আবুঘরবেহকে তাঁর ভাই ও তাঁদের বাড়ির কাছাকাছি যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন। আদালতে দাখিল করা নথিতে আবুঘরবেহর ভাই অভিযোগ করেছিলেন, একটি পারিবারিক ঝগড়ার সময় তিনি আবুঘরবেহকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছিলেন। তখন আবুঘরবেহ তাঁর ও তাঁদের মায়ের ওপর আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু গত বছরের মে মাসে আদালতের জারি করা ওই নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। আবুঘরবেহর ভাই মেয়াদ বৃদ্ধি করার জন্য আদালতে আবেদন করেছিলেন। আবেদনে তিনি বলেছিলেন, আবুঘরবেহর ফিরে আসার 'ঝুঁকি তাঁরা নিতে চান না'। তবে আদালত সেই আবেদন খারিজ করে দেন।
হিলসবরো কাউন্টি শেরিফ চ্যাড ক্রোনিস্টার এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'এটি একটি ভয়ানক উদ্বেগজনক ঘটনা, যা আমাদের এলাকাকে কাঁপিয়ে দিয়েছে এবং বহু মানুষকে প্রভাবিত করেছে।'
চ্যাড ক্রোনিস্টার আরও বলেন, 'আমরা প্রতিটি তথ্য অনুসরণ করব, প্রতিটি সূত্র খতিয়ে দেখব এবং দায়ী ব্যক্তিদের সম্পূর্ণ জবাবদিহির আওতায় আনতে আমাদের কাছে থাকা সব ধরনের উপায় ব্যবহার

'এ ঘটনা আমাদের সবাইকে নাড়িয়ে দিয়েছে'

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে নিখোঁজ বাংলাদেশি দুই পিএইচডি শিক্ষার্থীর একজন জামিল আহমেদ লিমনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তবে তার সঙ্গে একই দিন নিখোঁজ হওয়া আরেক বাংলাদেশি শিক্ষার্থী নাহিদা এস বৃষ্টির এখনো সন্ধান পায়নি পুলিশ।
এ ঘটনায় ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ফ্লোরিডা ক্যাম্পাসে শোক ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম ফক্স-১৩।
ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট মোয়েজ লিমায়েম এক ই-মেইল বার্তায় জানান, হিলসবরো কাউন্টি শেরিফের (পুলিশ) কার্যালয় থেকে লিমনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। বৃষ্টি এখনো নিখোঁজ এবং তার সন্ধানে তদন্ত চলছে। ওই বার্তায় আরও বলা হয়, এ ঘটনায় হিশাম আবুগারবিয়েহ নামে একজনকে আটক করা হয়েছে। তিনি ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ফ্লোরিডার সাবেক শিক্ষার্থী এবং লিমনের সাবেক রুমমেট।
তবে 'অত্যন্ত দুঃখজনক' এই ই-মেইল বার্তা দৈনন্দিন জীবনে বড় প্রভাব ফেলেছে বলে ফক্স-১৩-কে জানিয়েছেন ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ফ্লোরিডার জুনিয়র শিক্ষার্থী এলি পাওয়েল।
আমি সামনে ফাইনাল পরীক্ষার জন্য পড়াশোনা করছি, কিন্তু বিষয়টা আমাকে ভীষণভাবে বিচলিত করছে', বলেন পাওয়েল।
তিনি আরও বলেন, 'এই পরিস্থিতির কারণে পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারছি না, এ ঘটনা আমাদের সবাইকে নাড়িয়ে দিয়েছে।'
ফক্স-১৩ জানাচ্ছে, পুরো ক্যাম্পাসজুড়ে এখন শোকের আবহ। শিক্ষার্থীরা একদিকে ফাইনাল পরীক্ষা ও গ্র্যাজুয়েশনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন, অন্যদিকে এই ঘটনার ধাক্কা সামলাচ্ছেন। ক্যাম্পাসের উত্তরে অ্যাভালন হাইটস অ্যাপার্টমেন্টে থাকতেন লিমন। প্রতিবেশী মেগান ম্যাকডোনাল্ড বলেন, শুরুতে বিষয়টি ততটা গুরুতর মনে হয়নি। 'প্রথমে মনে হয়েছিল তারা হয়তো একসঙ্গে কোথাও চলে গেছেন। কিন্তু পরে বুঝতে পারি ঘটনার ভয়াবহতা', বলেন ম্যাকডোনাল্ড।
তিনি আরও বলেন, 'এই ক্ষতি মেনে নেওয়া কঠিন। এটা তো কারও জীবন ছিল। আমি ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না', বলেন তিনি।
এ ঘটনায় ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ফ্লোরিডার আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের মধ্যেও বিরূপ প্রভাব পড়েছে বলে জানিয়েছে ফক্স-১৩।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দুই শিক্ষার্থীই বাংলাদেশের নাগরিক এবং তারা ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ফ্লোরিডার বৃহৎ আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী কমিউনিটির অংশ ছিলেন।
ব্রাজিল থেকে আসা শিক্ষার্থী কোটশো জানান, এই ঘটনা তাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে।
'তাদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা। আশা করি তারা ন্যায়বিচার পাবেন এবং কিছুটা হলেও শান্তি পাবেন। আমি চাই না এমন ঘটনা আর কখনও ঘটুক', বলেন তিনি।
এই কঠিন সময়ে শিক্ষার্থীদের জন্য ক্যাম্পাসে কাউন্সেলিং সেবা চালু রয়েছে বলে জানিয়েছে ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ।

মার্কিন সামরিক বাহিনীর প্রতি বছর

৫ পৃষ্ঠার পর

'তিন ডক্টরেট' অর্থনীতিবিদও দেশের অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যকে টেনে তোলার বদলে অনেকটাই ডুবিয়েছেন বলে বিভিন্ন মহল থেকে 'কড়া' সমালোচনা চলছে। ব্যবসায়ী, অর্থনীতিবিদ, সাবেক আমলা-কেউ আর তাঁর সমালোচনায় রাখঢাক করছেন না। সবকিছুতে ব্যর্থতার পুরো দায়ভার তাঁকে দিয়ে পারলে একেবারেই ধুয়ে দিচ্ছেন।
তাঁরা মনে করেন, উচ্চ মূল্যস্ফীতি, উচ্চ সুদের হার, রেকর্ড ঋণখেলাপি, বিনিয়োগখরা, কারখানা বন্ধ, বেকারত্ব, ব্যবসায় মন্দা, গতিহীন রপ্তানি, দেশবিরোধী বাণিজ্যচুক্তি, বন্দর বিদেশিদের তুলে দেওয়া, বিশাল রাজস্ব ঘাটতিসহ অসংখ্য সমস্যার সমাধান করতে পারেননি ড. ইউনূস। বরং তিনি অর্থনীতিকে 'ফোকলা' বানিয়ে তা বর্তমান সরকারের ওপর চাপিয়ে দিয়ে গেছেন। স্বাস্থ্যসেবা খাতে টিকায় বরাদ্দ রাখেননি, বরং প্রকল্প বন্ধ করেছেন। জ্বালানির আপৎকালীন কোনো প্রস্তুতি রেখে যাননি।
আর প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এখন প্রায় শূন্য তহবিল আর বিশাল ঋণের বোঝায় বিপর্যস্ত-ভঙ্গুর অর্থনীতি সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছেন।
মানুষের অনেক আশা ছিল, এই ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশকে অনেক দূর এগিয়ে নেবেন। ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, সাধারণ মানুষ-সবাই আশায় বুক বাঁধে।
কিন্তু সবকিছুতে নির্লিপ্ত-নির্বিকার থাকায় দেশে এক ধরনের নৈরাজ্য শুরু হয়। পুরো সময়কালে একবারের জন্যও শীর্ষ ব্যবসায়ী-উদ্যোক্তা ও অর্থনীতির যাঁরা মূল নায়ক, তাঁদের সঙ্গে কোনো বৈঠক করেননি, বিনিয়োগ করা বা ব্যবসা প্রসারে কোনো আশ্বাসও দেননি।
ফলে ব্যবসায়ী-বিনিয়োগকারীরা আস্থাহীনতায়, হতাশায় সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন।

১ লাখ ডলার ফি করার পরও যুক্তরাষ্ট্রের এইচ-১বি ভিসা আবেদনের সংখ্যা কমেনি, দাবি বিশেষজ্ঞের

৫৪ পৃষ্ঠার পর

বিভাগের পরিচালক ডেভিড জে. বিয়ার এটিকেও ভুল যুক্তি বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, সম্ভাব্য এইচ-১বি আবেদনকারীদের অর্ধেক যদি যুক্তরাষ্ট্রে থেকেও থাকে, তবুও বাকি অর্ধেককে বাদ দেওয়া হলে তা বড় ধরনের প্রভাব ফেলবে।
মিয়ানো তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন, ২০২৪ সালে এইচ-১বি ভিসা সুবিধাভোগীদের ৫৪ শতাংশই ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে অন্য কোনো স্ট্যাটাসে ছিলেন।
তিনি বলেন, যদি ধরা হয় সম্ভাব্য সুবিধাভোগীদের ৫৪ শতাংশই যুক্তরাষ্ট্রে ছিলেন, তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় ১ লাখ ৮০ হাজারের বেশি কর্মী আগেই যুক্তরাষ্ট্রে ছিলেন। এমনকি এইচ-১বি প্রক্রিয়ায় কোনো কৌশল প্রয়োগ না করলেও-যেমন সাময়িকভাবে অন্য ভিসায় লোকজনকে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসা-লটারিতে অংশ নেওয়া এবং ১ লাখ ডলারের ফি থেকে অব্যাহতি পাওয়া (অর্থাৎ যারা ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে আছেন) আবেদনকারীর সংখ্যা ভিসা কোটা সংখ্যার দ্বিগুণেরও বেশি।
সম্প্রতি প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের প্রসঙ্গ টেনে-যেখানে বলা হয়েছে চলতি অর্থবছর ২০২৭-এর এইচ-১বি লটারিতে আবেদনকারীর সংখ্যা কমেছে এবং এতে নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়েছে-মিয়ানো বলেন, এই ফি আসলে কোনো প্রভাব ফেলেনি। কারণ প্রতি বছরের মতো এবারও ৮৫ হাজার ভিসার কোটা পূরণ হয়ে যাবে।
তিনি বলেন, গত বছর এবং তার আগের বছরের মতো এবারও ৮৫ হাজার কোটা ভিসা থাকবে। ১ লাখ ডলারের ফি এই সংখ্যায় কোনো প্রভাব ফেলেনি। ট্রাম্প প্রশাসন বেশি ভিসা দেয়নি বা অনুমোদন করেনি। শুধু লটারিতে নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়েছে; অনুমোদনের হার বেড়েছে, কিন্তু অনুমোদনের মোট সংখ্যা নয়। এখন একমাত্র প্রশ্ন হলো, কোটা বহির্ভূত যে ভিসাগুলো বিশ্ববিদ্যালয় বা সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে দেওয়া হয়, সেগুলোর ওপর এই ফি কী প্রভাব ফেলবে। ২০২৪ অর্থবছরে এ ধরনের ভিসা ছিল ৫৬ হাজার। অর্থবছরের শেষে না গেলে এর প্রভাব বোঝা যাবে না।
অন্যদিকে বিয়ার ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, এর ফলে এখনও অনেক ভিসা কমে যাচ্ছে, কারণ যারা ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে আছেন তারা এইচ-১বি পেলে নতুন করে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন না-তাদের কেবল ভিসার ধরন পরিবর্তন হয়।
তিনি আরও বলেন, এটি অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর, কারণ যারা ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে আছেন তারা হয়তো আগেই অর্থনীতিতে অবদান রাখছেন, কিন্তু নতুন বিদেশি প্রতিভা যুক্তরাষ্ট্রে আসার সুযোগ কমে যাচ্ছে।
বিয়ার বলেন, এমনকি যদি আমরা স্ট্যাটাস পরিবর্তন এবং নতুন ভিসা-উভয় দিক বিবেচনা করি, তবুও এই ফি শেষ পর্যন্ত ভিসার সংখ্যা কমিয়ে দেবে, কারণ এটি কোটা-বহির্ভূত প্রায় ৫০ হাজার কর্মীর ভিসা ইস্যু কমিয়ে দেবে।

জামায়াতের আমির ও তার দল কখনোই সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করেন না: মির্জা ফখরুল

৯ পৃষ্ঠার পর

সহযোগী সংগঠন শ্রমিক দল। ওই দিন নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে বেলা ২টা ৩০ মিনিটে এই সমাবেশ শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। এতে বিএনপি চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান উপস্থিত থাকবেন। দলীয় সমাবেশ সফল করার জন্য সর্বস্তরের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের অংশগ্রহণের আহ্বান জানান মির্জা ফখরুল। তিনি বলেন, ঢাকায় এ কর্মসূচি উৎসবমুখর পরিবেশে পালনের পাশাপাশি রাজনৈতিক শপথ গ্রহণের দিন হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

সিলেটের স্বায়ত্তশাসন ও 'সিলটি ভাষা'কে দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা করার দাবি

৯ পৃষ্ঠার পর

আসছে।চ তার দাবি, অন্তত ১ কোটি ২০ লাখ মানুষ এ ভাষায় কথা বলেন।চ তিনি আরও বলেন, ২০২২ সাল থেকে সিলেট বিভাগের স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে মানববন্ধন, মিছিল ও স্মারকলিপি প্রদানসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে আসছে সংগঠনটি।
তিনি আশা প্রকাশ করেন, সরকার তাদের দাবিগুলো বিবেচনা করবে। অন্যথায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কাছে আবেদন জানাতে বাধ্য হবেন বলে উল্লেখ করেন তিনি।
সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট তাজ রীহান জামানসহ অন্যান্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

টেক্সাসের অস্টিন শহরে আয়না মহল শিরোনামে সাজু খাদেমের একক চিত্র প্রদর্শনী

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের অস্টিন শহরের ফ্লুগারভিল আর্টস কাউন্সিলের আয়োজনে ফ্লুগারভিল পাবলিক লাইব্রেরিতে মাসব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেতা ও সঞ্চালক, পাশাপাশি চিত্রশিল্পী সাজু খাদেমের একক চিত্রপ্রদর্শনী। 'আয়না মহল' শিরোনামের এই প্রদর্শনীতে শিল্পীর বৈচিত্র্যময় সৃষ্টিকর্ম দর্শকদের সামনে উপস্থাপিত হয়, যেখানে রঙ, রূপ ও ভাবনার সৃজনশীল সমন্বয়ে তার শিল্পচর্চার গভীরতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিভিন্ন পটভূমির দর্শনার্থীরা প্রদর্শনীটি পরিদর্শন করে শিল্পীর কাজের প্রতি আগ্রহ ও প্রশংসা জানান, যা পুরো আয়োজনকে করে তোলে প্রাণবন্ত ও সফল।

গত ১৪ মার্চ শুরু হয়ে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত প্রায় এক মাসব্যাপী চলা এই প্রদর্শনীতে ৩২টি চিত্রকর্ম স্থান পায়। নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত এবং শুক্রবার ও শনিবার সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত গ্যালারি খোলা ছিল। রবিবার গ্যালারি খোলা থাকত দুপুর ১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত।

প্রতিদিনই বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার দর্শনার্থীদের উপস্থিতিতে গ্যালারিতে ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ। শিল্পপ্রেমীরা ধীরে ধীরে প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন, শিল্পকর্মের নান্দনিকতা ও অন্তর্নিহিত ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন এবং নিজেদের অনুভূতি প্রকাশ করেন। দীর্ঘ সময়জুড়ে আয়োজনটি চলায় দর্শনার্থীরা সুবিধামতো সময়ে এসে প্রদর্শনী উপভোগের সুযোগ পান, যা এর সার্বিক সফলতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রদর্শনীর উদ্বোধনী সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয় শনিবার, ২১ মার্চ ২০২৬, বিকাল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত। এতে আমন্ত্রিত অতিথি ও শিল্পপ্রেমীদের পাশাপাশি বাংলাদেশি কমিউনিটির অনেক বিশিষ্ট ও প্রভাবশালী সদস্যের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। তারা শিল্পীর কাজের প্রশংসা করেন এবং এমন উদ্যোগকে উৎসাহিত করার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তাদের অনুপ্রেরণা, উপস্থিতি ও সার্বিক সহযোগিতায় প্রদর্শনীটি আরও প্রাণবন্ত ও সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে।

চিত্রশিল্পী সাজু খাদেম বলেন, "প্রত্যেক মানুষেরই একটি নিজস্ব জগৎ বা মহল থাকে, আমারও তেমন একটি মহল আছে, যার নাম 'আয়না মহল'। এই শিরোনামে ফ্লুগারভিল পাবলিক লাইব্রেরিতে প্রায় এক মাসব্যাপী আমার একক চিত্রপ্রদর্শনী চলছে, যার আয়োজন করেছে ফ্লুগারভিল আর্টস কাউন্সিল। এটি আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, কারণ বাংলাদেশ থেকে এসে এখানে একটি মেইনস্ট্রিম প্রদর্শনীতে অংশ নিতে পেরেছি।

চিত্রকলার মাধ্যমে নিজের অনুভূতি ও অভিব্যক্তি প্রকাশের যে স্বপ্ন ছিল, তা বাস্তবায়নের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমি ফ্লুগারভিল আর্টস কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট মেলিসা কলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এছাড়া, মেলিসা কলের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য জুরমানা তারান্নুম লুবাকে জানাই ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন ও শুভকামনা রাখবেন। আমি এটিকে আমার যাত্রার একটি শুরু হিসেবে দেখি -এখানেই শেষ নয়, বরং এটি চলমান থাকবে।"

ফ্লুগারভিল আর্টস কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট মেলিসা কল জানান, এই সফলতার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে আগামী জুন মাসে একটি লাইভ পেইন্টিং শো আয়োজনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এতে দর্শনার্থীরা সরাসরি শিল্প সৃষ্টির প্রক্রিয়া উপভোগ করার সুযোগ পাবেন।

বাংলাদেশে চিত্র প্রদর্শনীর ব্যাপারে অনেকবার উদ্যোগ নেয়া হলেও বড় পরিসরে শো করতে আগ্রহী না হওয়ার কারন হচ্ছে চিত্রশিল্পী পরিচয়ের চেয়ে অভিনয়শিল্পীর প্রাধান্য বেশি পাওয়ায়। চিত্র প্রদর্শনী চিত্রশিল্পী পরিচয়েই করতে চেয়েছিলেন। এবং টেক্সাসে সে-ই ভাবেই প্রদর্শনীটি আয়োজন করা হয়।

প্রদর্শনী চলাকালীন সময়ে মোট ১০টিরও বেশি চিত্রকর্ম বিক্রি হয়েছে, যা শিল্পীর কাজের প্রতি দর্শকদের ইতিবাচক সাড়া ও আগ্রহের প্রতিফলন। - আশরাফুল হাবিব মিহির প্রেরিত

শেরপুরে নিউ ইয়র্ক প্রবাসী প্রতিষ্ঠিত সাদেক আলী ফাউন্ডেশনের মেধা বৃত্তি ও এস এস সি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

পরিচয় ডেস্ক: শেরপুরে নিউ ইয়র্ক প্রবাসী সাংবাদিক আবুল কাশেম প্রতিষ্ঠিত সাদেক আলী ফাউন্ডেশনের মেধা বৃত্তি প্রদান ও এস এস সি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংম্বর্ধনা অনুষ্ঠান হল গত ১৬ এপ্রিল শেরপুর সদরের চরজংগলদী রাহেতুন নেছা উচ্চ বিদ্যালয়ের অডিটোরিয়মে । বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটি কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ কামাল হোসেন, সাদেক আলী ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক মোঃ আব্দুল করিম - এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান,সহকারী শিক্ষক আজহারুল ইসলাম বকুল, সহকারী শিক্ষক এম, এ জলিল প্রমুখ। স্কুলের সহকারী শিক্ষক আব্দুল কাদিরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন মুহাম্মদ আব্দুল

কাউয়ুম, রেজাউল ইসলাম, মোহাম্মদ রিফাত প্রমুখ । প্রধান অতিথির বক্তব্যে কামাল হোসেন বলেন,সাংবাদিক আবুল কাশেম লেবু তাঁর মরহুম পিতা সাদেক আলী'র নামে আমাদের স্কুলে যে শিক্ষা ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছেন তা শুধু আমাদের স্কুলের জন্যই নয় এতদ অঞ্চলের সাধারণ শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করবে । আমাদের সমাজে অনেক ধনী মানুষ থাকলেও তাদের সমাজের জন্য ভালো কিছু করার মানসিকতা নেই । কিন্তু সাংবাদিক আবুল কাশেমের দান করার কিংবা সমাজের জন্য ভালো কাজ করার উন্নত মানসিকতা রয়েছে । তিনি আরও বলেন, আমার স্কুলে সাদেক আলী ফাউন্ডেশনের মেধা বৃত্তির পাওয়ার জন্য বছরের শুরুতেই ছেলে-মেয়েদের মধ্যে প্রথম হওয়ার প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করি। এবার আশ্চর্যজনক ভাবে সব ক্লাসেই মেয়েরা প্রথম স্থান অধিকার করেছে।এটা নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক দিক।তিনি সাদেক আলী ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান সাংবাদিক আবুল কাশেম লেবু'র ভূয়সী প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি ও সাদেক আলী ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক আব্দুল করিম তাঁর বক্তব্যে বলেন, তাঁর বাবা সাদেক আলী উচ্চ শিক্ষিত মানুষ ছিলেন না ,তবে তিনি ছিলেন স্বশিক্ষিত । এবং তিনি একজন বিদুৎসাহী,সমাজ হিতৈষী, পরোপকারী সংস্কৃতিমনা ও অসম্প্রদায়িক সাদা মনের মানুষ ছিলেন। তিনি এতদ অঞ্চলের প্রথিতযশা একজন পুঁথিপাঠক, অমর কথা সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেনের "বিষাদ-সিন্ধু" পাঠক ছিলেন ।তিনি সব সময় সমাজের হত দরিদ্র মানুষে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা নিয়ে ভাবতেন ।তাঁর দূরদর্শি ভাবনা চিন্তা কে আমাদের সমাজে স্থায়ীভাবে প্রতিফলন করার জন্যই আমরা বড় ভাই প্রবাসী সাংবাদিক আবুল কাশেম এই ফাউন্ডেশন গঠন করেছেন ।এই ফাউন্ডেশন একটি অলাভজনক, অরাজনৈতিক ও সেবামুলক প্রতিষ্ঠান। আমরা আগামী দিনগুলোতে এই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে কাজ করবো ইনশাআল্লাহ।

প্রতি বৎসর মেধা প্রতিযোগিতায় প্রতি ক্লাসে প্রথম স্হান লাভ কারী ছাত্র-ছাত্রীদের সাদেক আলী ফাউন্ডেশন বৃত্তি প্রদান করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় এবার ৬ষ্ঠ শ্রেনীতে হৃদিকা জান্নাত,৭ম শ্রেনীতে সাদিকা ইয়াসমিন,৮ম শ্রেণিতে তাওহিদা জান্নাত,৯ম শ্রেণিতে মরিয়ম আক্তার,ও দশম শ্রেণিতে রমিলা খাতুন প্রতে্যকেই তাদের নিজ নিজ ক্লাসে প্রথম স্থান লাভ করে মেধা বৃত্তি লাভ করেন ।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে ,২০১৬ সালে নিউইয়র্ক প্রবাসী সাংবাদিক মোঃ আবুল কাশেম সাদেক আলী ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। অগ্রনী বাংকে এক লক্ষ টাকার এফ ডি আর থেকে প্রতি বছর লভ্যাংশ ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত প্রথম স্হান অধিকারীকে এক কালীন বৃত্তি প্রদান করে আসছেন ।এবারও ৫ জন ছাত্রছাত্রীকে আট হাজার টাকা মেধা বৃত্তি প্রদান করা হয় । অনুষ্ঠানে এলাকা বিভিন্ন শেণি পেশার গণ্যমান্য ব্যক্তি বর্গ উপস্হিত ছিলেন ।অনুষ্ঠানে মরহুম সাদেক আলী ও তাঁর মরহুমা স্ত্রী বেগম চাঁনবানু'র আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং এস এস সি'র বিদায়ী পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ মোনাজাত করা হয় । অনুষ্ঠানে দোয়া মোনাজাত পরিচালনা করেন স্কুলের মৌলভী শিক্ষক মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জলিল। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

লায়ন্স গভর্নর আসেফ বারী পিএমজেএফ লায়ন্সমাল্টিপল ডিস্ট্রিক্ট ২০ এ আউটস্ট্যান্ডিংপারফরমেন্স পদক অর্জন

পরিচয় ডেস্ক: গত ১৫ই এপ্রিল ২০২৬ নিউইয়র্কের অদুরে ডাউনটাউন সিরাকুসম্যারিয়ট হোটেলে লায়ন্স ডিস্ট্রিক্ট এম ডি ২০ এঁর বার্ষিক কনভেনশনে"কাউন্সিল অব গভর্নরস" কমিটি উক্ত ১১ টি ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে ডিস্ট্রিক্ট ২০ আর ২ এঁর গভর্নর লায়ন আসেফ বারীকে তাঁর অসামান্য নেতৃত্ব, দূরদর্শিতা, নিষ্ঠা ও সেবার প্রতি অদম্য প্রতিশ্রুতির প্রকৃত প্রতিফলনেরস্বীকৃতি স্বরূপ বছরের সেরা গভর্নর হিসেবে " আউটস্ট্যান্ডিং পারফর্মেন্সএওয়ার্ড"এ ভূষিত হোন। উল্লেখ্য যে, মাল্টিপল ডিস্ট্রিক্ট ২০ এঁর অন্তর্ভুক্ত১১ টি ডিস্ট্রিক্ট ২০২৫-২০২৬ কার্যবছরে সর্বমোট ৭ টি নতুন লায়ন্সক্লাবপ্রতিষ্ঠিত হয়, এরমধ্যে গভর্নর আসেফ বারী এককভাবে ৫ টি নতুনলায়ন্স ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর গভর্নরশীপ কার্যবছরে ২০২৫-২০২৬ এ ডিস্ট্রিক্ট ২০ আর ২ এঁর "নাম্বার ওয়ান" ডিস্ট্রিক্ট হবার মর্যাদা অর্জনকরেন। লায়ন আসেফ বারীর সময় ডিস্ট্রিক্ট ২০ আর ২ পূর্ণ ডিস্ট্রিক্ট এঁরস্বীকৃতি লাভ করেন, যা ১২ বছরে উক্ত ডিস্ট্রিক্ট এই প্রথম আসেফ বারীরনেতৃত্বে ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর ২ পূর্ণতা লাভ করে। তাঁর নেতৃত্বে ৫ টি লায়ন্সক্লাব ও ১ টি লিও ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং লায়ন্স পরিবারে আরো ২২৭ জন নতুন সদস্য যুক্ত করা শুধু একটি কৃতিত্ব নয়- বরং এটি একটিউত্তরাধিকার সৃষ্টির পথচলা। লায়নইজমে লায়ন বারীর আবেগ প্রতিটিলায়ন সদস্যকে বড় উদ্দেশ্য ও আগামী দিন গুলোতে আরও বড়ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে "কাউন্সিল অব গভর্নর" এঁর উচ্চপদস্থকর্মকর্তাগণ আশাব্যক্ত করেন এবং গভর্নর আসেফ বারীর নিরবচ্ছিন্নসাফল্য কামনা করেন। উল্লেখ্য লায়ন আসেফ বারী প্রথম বাঙালিলায়ন জেলা গভর্নর হবার গৌরব অর্জন করেন যা বাংলাদেশিকমিউনিটির এক উজ্জ্বল ও ঐক্যের সাথে সেবা করার অনুপ্রাণিত করে।ডিস্ট্রিক্ট ২০ আর ২ এঁর ইতিপূর্বে কোন গভর্নর একসাথে ৬ টি নতুনলায়ন্স ক্লাব প্রতিষ্ঠা করার গৌরব অর্জন করেননি। লায়ন্স ডিস্ট্রিক্ট ২০ আর ২ এঁর সকল লায়ন্স সদস্যদের পক্ষ থেকে গভর্নর আসেফ বারীকেঅভিনন্দন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

আকাশছোঁয়া নির্মাণব্যয়, বিরক্ত হয়ে সরাসরি চীন থেকে

৫ পৃষ্ঠার পর

শুরু করেছিলাম। নির্মাণের খরচ বেড়ে যাওয়ায় বহু আমেরিকান এখন বাড়ি সংস্কারের জন্য চীনা সরবরাহকারীদের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী হচ্ছেন। ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অভ হোম বিল্ডার্স-এর তথ্যমতে, গত বছরের তুলনায় আমেরিকায় বাড়ি তৈরির সরঞ্জামের দাম ৩ শতাংশ বেড়েছে। ২০২৩ সালে দেশটিতে ব্যবহৃত নির্মাণসামগ্রীর ২৭ শতাংশই চীন থেকে এসেছিল। তাই আমেরিকার বেশ কিছু আবাসন নির্মাতা বর্তমানে হোম ডিপো-র মতো মধ্যস্থতাকারী ও স্থানীয় ঠিকাদারদের এড়িয়ে সরাসরি চীন থেকে সরঞ্জাম আনার কথা ভাবছেন।

আমেরিকার বাড়িওয়ালাদের সোশ্যাল মিডিয়া ফিডেও এখন চীনা সরঞ্জাম ব্যবহারের এই প্রবণতা বেশ জনপ্রিয়। এক নারী দাবি করেন, তিনি স্থানীয় বাজার থেকে ৫০ হাজার ডলার মূল্যের ক্যাবিনেট কেনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে চীন থেকে তা আমদানি করেছেন। তার ওই পোস্টে এক লাখ ৬৫ হাজারেরও বেশি লাইক পড়েছে। অনেকেই আবার সমাজমাধ্যমে বিভিন্ন চীনা বিক্রেতার তালিকা শেয়ারও করছেন।

পিছিয়ে নেই চীনা প্রস্তুতকারকেরাও। সমাজমাধ্যম ব্যবহারকারীদের কাছে সরাসরি বিজ্ঞাপন দিচ্ছে তারা। ক্যাবিনেট, টাইলস বা অন্য যেকোনো নির্মাণসামগ্রী একেবারে ক্রেতার দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে প্রতিষ্ঠানগুলো। এই আগ্রহ আমেরিকানদের সরাসরি চীন থেকে ডিজাইনার হ্যান্ডব্যাগ কেনার কথা মনে করিয়ে দেয়। অনেকেই একে হালের 'চায়নাম্যাক্সিং' বা চীনা পণ্য ব্যবহারের ক্রমবর্ধমান প্রবণতার সঙ্গে তুলনা করছেন। তবে জিনিসের দাম কম মনে হলেও কাজটিতে বেশ কিছু ঝক্কিও রয়েছে। আকাশছোঁয়া আমদানি শুল্ক, বিশেষজ্ঞদের মজুরি, ভাষাগত বাধা ও সরঞ্জাম হাতে পেতে দেরির মতো একাধিক সমস্যায় পড়তে হয় ক্রেতাদের। সিগানের হিসাবে, চীন থেকে সরঞ্জাম এনে তিনি প্রায় ১ লাখ ডলার পর্যন্ত সাশ্রয় করেছেন। তবে গোটা প্রক্রিয়াটি যে একেবারেই সহজ নয়, সে কথাও বলেন তিনি। সিগান জানান, চীন থেকে নিজের পছন্দমতো সরঞ্জামভর্তি প্রতি কনটেইনার আনার জন্য তাকে গড়ে ১৩ হাজার ডলার মাশুল গুনতে হয়েছে।

আকাশছোঁয়া নির্মাণসামগ্রীর দাম

আমেরিকায় বাড়ি তৈরি করতে বিপুল খরচ বহন করতে হয়।

অর্থনীতিবিদ রবার্ট ডিয়েটজ সিএনএনকে বলেন, গত এক বছরে মেটাল মোল্ডিং ও ট্রিমের দাম ৪৫ শতাংশ বেড়েছে। ফলে বেড়েছে জানালার দামও। এক বছরে কাঠের দাম বেড়েছে ৮ শতাংশ।

লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল মাল্টিপল ডিস্ট্রিক্ট -২০ এর বার্ষিক কনভেনশন ২০২৬ সম্পন্ন

পরিচয় ডেস্ক: গত ১৫ ই এপ্রিল থেকে ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত লায়ন্স ক্লাবইন্টারন্যাশনাল এম ডি- ২০ এঁর বার্ষিক কনভেনশন নিউইয়র্কের অদুরেঐতিহাসিক শহর সিরাকুজ এ সম্পন্ন হয়ে গেলো। নিউইয়র্ক মাল্টিপলডিস্ট্রিক্ট ২০ এঁর অধীনে ১১ টি লায়ন্স ডিস্ট্রিক্ট এঁর প্রায় ১২০০ লায়ন্সসদস্যগণ উক্ত কনভেনশনে অংশগ্রহণ করেন।

আত্মমানবতার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসা বিশ্বের সর্ববৃহৎ সংগঠন লায়ন্সক্লাবের কার্যক্রম আরো ছড়িয়ে দেবার প্রত্যয় নিয়ে ৫ দিন ব্যাপী এইকনভেনশনে উপস্থিত সকল সদস্যরা নিজেদেরকে আরো সেবায়নিয়োজিত থেকে লায়নইজমের মূললক্ষ্য পূরণে দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেন। ১৫ ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার ১১টি ডিস্ট্রিক্ট এঁর প্রাক্তন

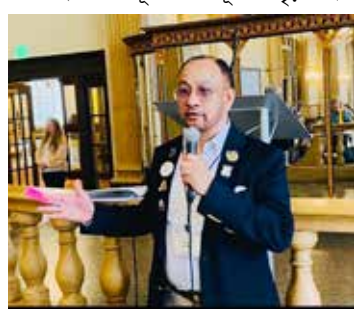

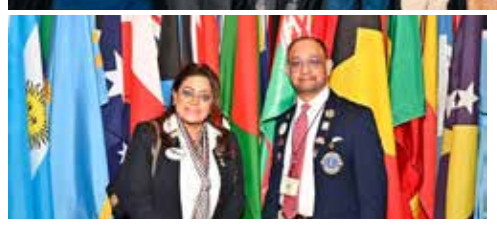

গভর্নর ও বর্তমানগভর্নরদের নিয়ে সংগঠিত "কাউন্সিল অব গভর্নরস" এঁর উচ্চমানসভায় সকল ডিস্ট্রিক্টের লায়ন্স গভর্নরদের সারাবছর কাজের সম্মাননাপ্রদান করা হয়। ২০২৫-২০২৬ লায়ন্স গভর্নরদের কার্যকালে এবছরমাল্টিপল ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর ২ এর গভর্নর লায়ন আসেফবারী,পিএমজেফ কে তাঁর অসামান্য নেতৃত্বের দূরদরশিতা, নিষ্ঠা এবংসেবার প্রতি অদম্য-প্রতিশ্রুতির প্রকৃত প্রতিফলনের স্বীকৃতি স্বরূপ ডিস্ট্রিক্টএমডি-২০ এঁর "নাম্বার ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট" হওয়ার মর্যাদা অর্জন করেন। লায়ন আসেফ বারীর অধীনে এবছর ৫টি নতুন লায়ন্স ক্লাব ও ১ টিলিওক্লাব নতুন চার্টার অর্জন করেন এবং লায়ন্স পরিবারে ২২৭ জননতুন সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করেন। এ অর্জন কেবল একটি মাইলফলকইনা_ এই কৃতিত্ব বাংলাদেশি প্রথম লায়ন্স গভর্নর হিসেবে লায়ন আসেফবারী লায়ন্স পরিবারে একটি উত্তরাধিকার সৃষ্টির পথচলা।

কনভেনশনের দ্বিতীয় দিনে মূল সেশনে প্রায় ১২০০ লায়ন্স সদস্যউদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ফ্ল্যাগ সিরিমনিতে অংশগ্রহন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানেঅত্যন্ত গর্বের মুহূর্ত যে, আমাদের বর্তমান ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর লায়ন আসেফবারী পিএমজেএফ এবং তাঁর পার্টনার ইন সার্ভিস লায়ন মুনমুন হাসিনাবারী, লায়ন্স ক্লাবস ইন্টারন্যাশনাল সাবেক আন্তর্জাতিক প্রেসিডেন্ট সহবিশিষ্ট উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে প্রথম বাংলাদেশি গভর্নর হিসেবেমর্যাদাপূর্ণ মঞ্চে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়ে তাঁরা গভীরভাবে সম্মানিতহয়েছেন যা পুরো বাঙালি কমিউনিটির জন্য এই ব্যাংকুয়েট সেশন এবং২০০ দেশের পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ এই মুহূর্তেটিকেআরো স্মরণীয় ও অর্থবহ করে তুলেছে।

সিরাকুস ম্যারিয়ট হোটেলে তৃতীয়দিনে "গ্র্যান্ড গালা ডিনারে" নিউইয়র্ক আমেরিকান বাংলাদেশি লায়ন্স ক্লাবের সদস্যরা উপস্থিত থেকেঅনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করেন। এবারের "গালা ডিনার" এর থিম ছিল আমেরিকার ২৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আমেরিকান ঐতিহ্যবাহীপোশাকে নিজেদের উপস্থাপন করা। বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট এঁর লায়ন্স সদস্যগণবর্ণিল পোষাকে উক্ত অনুষ্ঠানে নেচে-গেয়ে সুরের তালে তালে দারুণ একসন্ধ্যা উপভোগ করেন। অনুষ্ঠানের শেষে বাহারী খাবারের আয়োজনের মাধ্যমে কনভেনশন সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উক্ত কনভেনশনে অন্যান্যদের মাঝে আরও যারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা হলেন প্রাক্তণলায়ন্স ইন্টারন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট লায়ন এলব্রান্ডেল, লায়ন ডগলাস, সেকেন্ড ভাইস প্রেসিডেন্ট লায়ন মনোজ শাহ এবং পার্টনার ইন সার্ভিস। তাছাড়া মাল্টিপল ডিস্ট্রিক্ট ২০ এঁর অধীনে সকল ডিস্ট্রিক্ট গভর্নরগণ। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

নিউইয়র্কে ব্রঙ্কস বাংলাদেশ সোসাইটির নয়া কমিটি : সভাপতি জিকু, সাধারণ সম্পাদক আসাদ

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কে বাঙালীদের অন্যতম সামাজিক সংগঠন ব্রঙ্কস বাংলাদেশ সোসাইটির নতুন কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়েছে। ব্রঙ্কসের স্টারলিং-বাংলাবাজারের হাসান চাইনিজে গত ১৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় নূরে আলম জিকুকে সভাপতি এবং আসাদুজ্জামান আসাদকে সাধারণ সম্পাদক করে আংশিক কমিটি গঠন করা হয়।

ব্রঙ্কস বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী খসরুর পরিচালনায় এবং সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক জালাল চৌধুরীর সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ব্রঙ্কস কমিউনিটি বোর্ড ৯ এর চেয়ারম্যান মোহাম্মদ এন মজুমদার, বিশেষ অতিথি ছিলেন বোর্ড মেম্বার মঞ্জুর চৌধুরী জগলুল ও এ ইসলাম মামুন। অন্যদের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি এক্টিভিস্ট জাকির চৌধুরী সিপিএ, এডভোকেট সৈয়দ জুনেল, মুকিত চৌধুরী, হাসান আলী, বেলাল আহমেদ, ইমরান আলী, খন্দকার বাকী, জুয়েল খান, কামরুন্নাহার রিতা, বুরহান উদ্দিন, রেহানুজ্জামান রেহান, মঞ্জুর চকদার, মিয়া মো. আলতাফ, মো.

ইলয়াস হোসেন, ফজল খান, তাহের আহমেদ চৌধুরী, মহিদুর ইসলাম, এনাম আহমেদ, সালেহ আহমেদ, লাল মিয়া, বিদ্যুত দেব, ইমরুল জাবুল, রহমান খান, মিয়া মো. জহুর, আলী খান, আব্দুর রহমান প্রমুখ।

সভায় নির্বাচিত ব্রঙ্কস বাংলাদেশ সোসাইটির আংশিক কমিটির অন্যান্য কর্মকর্তারা হলেন : সহ সভাপতি খন্দকার বাকী, সহ সাধারণ সম্পাদক জুয়েল খান এবং কোষাধ্যক্ষ কামরুন্নাহার রিতা। এ কমিটিই পরে পূর্ণাঙ্গ কমিটির নাম ঘোষণা করবে বলে সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সংগঠনের নবনির্বাচিত সভাপতি নূরে আলম জিকু সভায় যোগদানকারী সকলকে ধন্যবাদ জানান। বিভিন্নভাবে সহযোগিতাকারীদের প্রতিও বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

ট্রাম্পের নৈশভোজে গুলি চালানো সন্দেহভাজন ব্যক্তি পেশায়

৫ পৃষ্ঠার পর

ওউন্মাদ্ব (লোন উলফ হোয়াকজব) বলে আখ্যা দিয়েছেন।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর এক সূত্র নিশ্চিত করেছে, অ্যালেন পেশায় একজন শিক্ষক। শনিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে অনুষ্ঠানের নিরাপত্তা তল্লাশি এলাকার কাছে গুলি চালানোর পর তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

অ্যালেনের নাম ও ছবির সঙ্গে মিল থাকা একটি লিঙ্কডইন প্রোফাইল খুঁজে পাওয়া গেছে। ওই প্রোফাইলের তথ্য অনুযায়ী, তিনিওসি২ এডুকেশন্স্থ নামের একটি টিউটরিং প্রতিষ্ঠানে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সি২-এর এক পোস্ট থেকে জানা যায়, ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে প্রতিষ্ঠানটি অ্যালেনকে মাসের সেরা শিক্ষক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল।

সোশ্যাল মিডিয়া সাইটের তথ্য অনুসারে, তিনি খণ্ডকালীন শিক্ষকতার পাশাপাশি ভিডিয়ো গেম ডেভেলপার হিসাবে কাজ করেন।

লিঙ্কডইন প্রোফাইলের তথ্য অনুযায়ী, অ্যালেন ২০১৭ সালে ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (ক্যালটেক) থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক পাস করেন। এরপর গত বছর ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি-ডমিঙ্গুয়েজ হিলস থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেন তিনি।

পরে ২০২৫ সালে ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি (ডোমিঙ্গুয়েজ হিলস) থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ক্যালটেক কর্তৃপক্ষও এক বিবৃতিতে নিশ্চিত করেছে, ওই নামের এক ব্যক্তি ২০১৭ সালে তাদের প্রতিষ্ঠান থেকে স্নাতক হয়েছেন।

ফেডারেল ইলেকশন কমিশনের (এফইসি) রেকর্ড অনুযায়ী, ২০২৪ সালের অক্টোবরে কমলা হ্যারিসের নির্বাচনী প্রচারণায় ২৫ ডলার অনুদান দিয়েছিলেন অ্যালেন।

লিঙ্কডইন প্রোফাইলে কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, গত কয়েক বছর ধরে কোল সি২ এডুকেশনে খণ্ডকালীন শিক্ষক এবং স্বাধীন গেম ডেভেলপার হিসাবে কাজ করছেন। এর আগে সাউথ প্যাসাডেনায় আইজেকে কন্ট্রোলস নামে একটি সংস্থায় এক বছর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে চাকরি করেছেন। তারও আগে ক্যালটেকে ওটিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট্ব হিসাবে যুক্ত ছিলেন কোল।

২০১৬ সালে ক্যালটেকে একটি রোবোটিক্স প্রতিযোগিতায় তার দলের জয়ের খবর স্থানীয় একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। সেই প্রতিবেদনটিও ওই প্রোফাইলে যুক্ত করা রয়েছে।

সবশেষে প্রোফাইলেরওকজেস্থ বিভাগে কেবল একটি বিষয়ই উল্লেখ করা হয়েছেওবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি।

অ্যালেন গুলি ছুড়তে ছুড়তে বলরুমের দিকে ছুটে যান। এ সময় তার গুলিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর এক কর্মকর্তা আহত হন, যিনি বুলেটপ্রুফ ভেস্ট পরা ছিলেন।

ওয়াশিংটন ডিসির পুলিশপ্রধান জেফরি ক্যারল বলেনওচেকপয়েন্টের দিকে ছুটে যাওয়ার সময় ওই ব্যক্তির কাছে একটি শটগান, একটি হ্যান্ডগান এবং বেশ কয়েকটি ছুরি ছিল। এখন পর্যন্ত মনে হচ্ছে সে একাই এই হামলা চালিয়েছে। জনসাধারণের জন্য আর কোনো ভয়ের কারণ নেইব্ব

শাহ নেওয়াজ লায়ন্সের মাল্টিপল ডিস্ট্রিক্টস এমডি ২০ এর ফার্স্ট ভাইস গর্ভনর নির্বাচিত

পরিচয় ডেস্ক: মাল্টিপল ডিস্ট্রিক্টস এমডি ২০ কনভেনশনে লায়নস ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর ২ এর ফার্স্ট ভাইস গর্ভনর নির্বাচিত হলেন গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের প্রেসিডেন্ট ও সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক লায়ন শাহ নেওয়াজ। গত ১৭-১৯ এপ্রিল নিউইয়র্কের সিরাকুজ এর ম্যারিয়ট সিরাকুজ হোটেলে অনুষ্ঠিত মাল্টিপল ডিস্ট্রিক্টস এমডি ২০ কনভেনশনে ১১টি ডিস্ট্রিক্ট অংশ নেয়। লায়নের ৪১টি ক্লাবের কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিদের সরাসরি ভোটে জনাব

শাহ নেওয়াজ নির্বাচিত হয়েছেন। তার সাথে গর্ভনর ও সেকেন্ড ভাইস গর্ভনর নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে নিনা স্মিথ ও গ্যাব্রিয়ালা র‍্যামেজিও।

এবারের কনভেনশনে নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের ৩০ জনের মতো ডেলিগেট ও ক্লাব সদস্য অংশ গ্রহণ করেন।

প্রথম ২ দিন সম্মেলনের নিয়মিত কার্যক্রমের পর ১৯ এপ্রিল রোববার সকালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের ১৬ জন ডেলিগেট সহ মোট ৬৩ জন ডেলিগেট ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। ডিস্ট্রিক্টের ৪১টি ক্লাবের ডেলিগেটদের গোপন ব্যালটে শাহ নেওয়াজ ফার্স্ট ভাইস গর্ভনর নির্বাচিত হন। মুর্হুমুহ করতালির মধ্যে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়। ২০২৬ সালে ওয়াশিংটন ডিসিতে পরবর্তী এমডি ২০ কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত কনভেনশনেই জনাব শাহ নেওয়াজ লায়নস ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর ২ এর গর্ভনর নির্বাচিত হবেন।

এ সম্মেলনে বাংলাদেশিদের মধ্যে ডেলিগেট হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন বতর্মান গর্ভনর আসেফ বারী টুটুল, সাবেক সেকেন্ড ভাইস গর্ভনর লায়ন শাহ নেওয়াজ ও রানো নেওয়াজ, আহসান হাবিব, রকি আলিয়ান, জেএফএম রাসেল, নিশান রহিম, হাসান জিলানী, নুরুল আজিম,মাসুদ রানা তপন, মুনমুন হাসিনা বারী, এফএমডি রকি, সাইফুল ইসলাম, অনিক রাজ, আবু বকর সিদ্দিক, আব্দুর রশীদ বাবু, বেলাল আহমেদ, বদরুদ্দোজা সাগর, আফরোজা ইসলাম, আজাজুল ইসলাম ও হাবিবুল বাহার।

নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন সংগঠন ও বিশিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ জনাব শাহ নেওয়াজের এই বিজয়ে অভিনন্দন জানান।

১৬ মে শনিবার নিউইয়র্কে লাগোয়ার্ডিয়া এয়ারপোর্ট ম্যারিয়ট হোটেলে তৃতীয় রিয়েল এস্টেট এক্সপো

পরিচয় ডেস্ক: আগামী ১৬ মে শনিবার নিউইয়র্কে 'ইউএসবিসিসিআই'র উদ্যোগে 'তৃতীয় রিয়েল এস্টেট এক্সপো' অনুষ্ঠিত হবে। কুইন্সের লাগোয়ার্ডিয়া এয়ারপোর্ট ম্যারিয়ট হোটেলের বলরুমে দিনব্যাপী এই এক্সপোতে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, ব্রোকার, অ্যাটর্নি, হালাল মর্টগেজ সংস্থা, সিটি ও স্টেট প্রশাসনে সংশ্লিষ্ট দফতরের নীতি-নির্ধারকরাও অংশ নেবেন। থাকবে সেমিনার-সিম্পোজিয়াম।

গত ২২ এপ্রিল দুপুরে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে এই এক্সপোর প্রস্তুতি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য অবহিত করেন 'ইউএসবিসিসিআই-এর (ইউনাইটেড স্টেট বাংলাদেশ-আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি) প্রতিষ্ঠাতা-প্রেসিডেন্ট ও সিইও লিটন আহমেদ, অন্যতম পরিচালক আহাদ আলী সিপিএ, শেখ ফরহাদ, ইসমাইল আহমেদ ও এক্সপোর অন্যতম স্পন্সর ফাহিম হোসেন। এক্সপোর আয়োজক সংস্থা ইউএসবিসিসিআই-এর (ইউনাইটেড স্টেট বাংলাদেশ-আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি) এর অন্যতম পরিচালক শেখ ফরহাদ সংবাদ সম্মেলনের স্বাগতিক বক্তব্য উপস্থাপনের সময় নিউইয়র্কে বাংলা ভাষার সংবাদ মাধ্যমসমুহের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, কমিউনিটিকে রিয়েল এস্টেট সেক্টরের সাথে পরিচিত করতে আমাদের গত দু'বছরের উদ্যোগকে ফলপ্রসূ করতে সাংবাদিকদের অবদান চির স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। কারণ এক্সপোতে সর্বোচ্চ দেড় হাজার জনের মত উপস্থিত হতে পারেন। অন্যরা এক্সপোর বিষয়ে সবিস্তারে অবহিত হয়েছেন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে। বাংলাদেশ-আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি) প্রতিষ্ঠাতা-প্রেসিডেন্ট ও সিইও লিটন আহমেদ জানান, গত দু'বছরে যেসব ভেন্ডার এসেছিলেন এবার তাদের প্রায় সকলেই রেজিস্ট্রেশন করেছেন। অর্থাৎ এই এক্সপোর মাধ্যমে তারা উপকৃত হয়েছেন।

এছাড়া কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এবারই প্রথম রেজিস্ট্রেশন করেছে। লিটন আহমেদ আরো জানান, বহুজাতিক এ সমাজে বাংলাদেশিরা একেবারেই নতুন হওয়ায় এখানকার সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে ততটা অবহিত নন। এজন্য অনেকের স্বপ্ন পূরণের পথ বাধাগ্রস্ত হয় কিংবা হতাশায় পড়তমার আশংকায় থাকেন। তেমন আশংকা দূর করতে এই এক্সপোর গুরুত্ব অপরিসীম। বাড়ী কেনাবেচা অর্থাৎ রিয়েল এস্টেট সেক্টরের অভিজ্ঞজনেরা এতে থাকবেন এবং অংশগ্রহণকারীদের সকল কৌতুহল মেটাতে সক্ষম হবেন। সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের বাইরেও তারা রিয়েল এস্টেট সেক্টরের সবধরনের প্রশ্নের উত্তর দেবেন।

লিটন আহমেদ আরো জানান, এই এক্সপোতে অংশ নিতে কোনো টিকিট লাগবে না। নিঃসংকোচে সকলে অংশ নিতে পারবেন। তবে সবাইকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে ।

অন্যান্য বারের মত এক্সপোতে এবারও থাকবে ব্যাংক, বীমা, শরিয়া ব্যাংক এবং খ্যাতনামা রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠানের ৬০টির অধিক স্টল। যার সবকটিই আমেরিকান প্রতিষ্ঠান হলেও ব্যবস্থাপনায় রয়েছেন বাংলাদেশি আমেরিকানরা। ফলে সাধারণ প্রবাসীদের কৌতূহলের অবসান ঘটানো সহজ হবে।

নিউ ইয়র্কে ১৪ এপ্রিল 'বাংলা নববর্ষ' ঘোষণার ঐতিহাসিক রেজুলেশন

তিন দিনের উৎসবের জাঁকজমকপূর্ণ সমাপ্তি

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক অঙ্গরাজ্যে বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের স্বীকৃতিতে এক ঐতিহাসিক অধ্যায়ের সূচনা হলো। গত ২২ এপ্রিল আলবেনির New York State Capitol-এ অনুষ্ঠিত অধিবেশনে ১৪ এপ্রিলকে 'Bangla New Year Day' হিসেবে ঘোষণার আহ্বান জানিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ রেজুলেশন গৃহীত হয়েছে। এই স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে তিন দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য বাংলা নববর্ষ উদযাপনের রাজকীয় সমাপ্তি ঘটে।

সকাল ১১টা ১৫ মিনিটে New York State Senate-এর অধিবেশনে এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন সিনেটর Luis R. Sepúlveda, Nathalia Fernandez এবং Toby Ann Stavisky । বক্তব্য প্রদানকালে সিনেটর Toby Ann Stavisky বলেন, বহুসাংস্কৃতিক নিউ ইয়র্কে বাঙালিরা শিক্ষা, ব্যবসা ও সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এবং এই রেজুলেশন সেই অবদানের স্বীকৃতি। তাঁর বক্তব্যের পর উপস্থিত সদস্যদের সমর্থনে অধিবেশন করতালিতে মুখরিত হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানে প্রায় ৫০ জন বিশিষ্ট প্রবাসী বাঙালি উপস্থিত ছিলেন, যারা এই মুহূর্তকে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানান।

রেজুলেশনের মূল প্রস্তাবনা অনুযায়ী, গভর্নর Kathy Hochul-কে ১৪ এপ্রিল ২০২৬ তারিখকে 'Bangla New Year DayÕ হিসেবে ঘোষণা করার আহ্বান জানানো হয়েছে। এতে বাংলা নববর্ষকে একটি অসাম্প্রদায়িক ও বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক উৎসব হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে, যার শিকড় মুঘল আমলের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে নিহিত। সংগীত, নৃত্য, চারুকলা এবং লোকঐতিহ্যের মাধ্যমে এই উৎসব বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ একসঙ্গে উদযাপন করে থাকে।

রেজুলেশনে আরও উল্লেখ করা হয় যে, বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী-যা বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ভাষাগোষ্ঠী-নিউ ইয়র্কে একটি শক্তিশালী সাংস্কৃতিক উপস্থিতি তৈরি করেছে। উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে শুরু করে আধুনিক সময় পর্যন্ত বাঙালিরা যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষা, গবেষণা, ব্যবসা, স্বাস্থ্যসেবা ও সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। বিশেষভাবে Muktadhara Foundation-এর তিন দশকের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং বাংলা উৎসব ও বইমেলার ঐতিহ্যও এতে স্বীকৃতি পেয়েছে। একই সঙ্গে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বজিত সাহার ভূমিকার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। রেজুলেশনের সমাপনী অংশে গভর্নর Kathy Hochul-এর প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে আহ্বান জানানো হয়েছে যাতে তিনি ১৪ এপ্রিল ২০২৬ তারিখকে নিউ ইয়র্ক অঙ্গরাজ্যে 'Bangla New Year Day' হিসেবে ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে রেজুলেশনের একটি অনুলিপি যথাযথভাবে প্রেরণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে গভর্নরের দপ্তরে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এই রেজুলেশনের কপি প্রেরণের তালিকায় বিশ্বজিত সাহা-মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও এনআরবি ওয়ার্ল্ডওয়াইডের সভাপতি-এর নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে, প্রবাসে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি বিকাশে তাঁর অবদান নিউ ইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের আইনসভা কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

মাস্টারশেফ ইউকে'তে 'পিয়াজু-মুড়ি' দিয়েই বাজিমাত

কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত সাবিনা

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় রান্নাবিষয়ক রিয়েলিটি শো মাস্টারশেফ ইউকে-তে নিজের রন্ধনশৈলীর জাদুতে বিচারকদের মুগ্ধ করেছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রতিযোগী সাবিনা খান। রান্নায় স্বাদের চমৎকার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে প্রতিযোগিতার ২২তম আসরে ইতোমধ্যেই নিজের জায়গা করে নিয়েছেন কোয়ার্টার ফাইনালে। খবর বিবিসির।

লন্ডনভিত্তিক পরিবেশ উপদেষ্টা হিসেবে কর্মরত সাবিনা খান তার রান্নার অনুপ্রেরণা পেয়েছেন ঢাকার গুলশানে কাটানো শৈশব এবং তার পারিবারিক ঐতিহ্য থেকে। বর্তমানে তিনি স্বামী আসিফ এবং দুই কিশোর সন্তানকে নিয়ে গ্রেটার লন্ডনে বসবাস করছেন।

নিজের রান্নাঘরকে সাবিনা স্বাদের পরীক্ষাগার হিসেবে অভিহিত করেন। রান্নার প্রতি গভীর কৌতূহল এবং নিত্যনতুন পরীক্ষার মানসিকতা থেকেই তার এই নামকরণ। সাফল্য বা ব্যর্থতা-উভয় থেকেই শেখার মানসিকতা নিয়ে তিনি তার বাংলাদেশি ও পাকিস্তানি ঐতিহ্যের সংমিশ্রণে রান্না করেন। শৈশবে দেখা বিভিন্ন মশলা, রান্নার কৌশল এবং স্বাদের স্মৃতি তার রান্নায় ফুটে ওঠে। তবে সাবিনা এক্সপেরিমেন্টেশন বলতে নারাজ; তার প্রধান লক্ষ্য থাকে খাবারের প্রকৃত স্বাদ অক্ষুণ্ন রাখা।

সাবিনার মতে, বিভিন্ন অঞ্চলের রন্ধনশৈলী একটি থালায় পাশাপাশি থাকতে পারে, যেখানে প্রতিটি পদের নিজস্ব পরিচয় বজায় থাকবে। খাবারের মূল উপাদান হারিয়ে ফেলে এমন কোনো মিশ্রণ তিনি পছন্দ করেন না। তার রান্নায় কাঁচামরিচের ঝাল, সরিষা বাটার ঝাঁজ কিংবা পাঁচফোড়নের সুনিপুণ ব্যবহার প্রাধান্য পায়।

এ বছর মাস্টারশেফ ইউকে-র ২২তম আসরটি বিবিসি ওয়ান এবং আইপ্লেয়ারে সম্প্রচারিত হচ্ছে। প্রতিযোগিতার প্রথম পর্বে বিভিন্ন পেশার ছয়জন প্রতিযোগী অংশ নেন, যাদের মধ্যে ছিলেন একজন আইটি শিক্ষক, একটি নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের এমডি এবং একজন আর্থিক উপদেষ্টা।

মাস্টারশেফের মঞ্চে সাবিনা খানের এই জয়যাত্রা বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশি খাবারের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তাকে আরও একবার অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেল। তার এই সাফল্য এখন প্রবাসী বাংলাদেশি ও ভোজনরসিকদের গর্বের বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

শুধু ডলারে আর পাউন্ডে না, সিলেটকে পড়ালেখায়ও ফার্স্ট

৯ পৃষ্ঠার পর

না। ফলে একই অঞ্চলের ভেতরেই সুযোগের অসম বণ্টন দেখা যাচ্ছে।

বুধবার সকালে সিলেটের জালালাবাদ গ্যাস অডিটরিয়ামে আসন্ন এসএসসি পরীক্ষা নিয়ে সিলেট শিক্ষা বোর্ড, অঞ্চলের মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের কেন্দ্র সচিবসহ শিক্ষা সংশ্লিস্টদের সঙ্গে বিনিময় সভায় শিক্ষামন্ত্রী এমনটি বলেন।

শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন বলেছেন, শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন আনবে সরকার। ইতোমধ্যে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষাখাতে জিডিপি ৫ শতাংশ বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন। দেশের শিক্ষাখাত উন্নয়নের জন্য যা যা করা দরকার সরকার তা করবে।

দেশে পরিচালিত ইংলিশ মিডিয়াম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে একটি সুসংগঠিত নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় একাধিক ধারার অস্তিত্ব থাকলেও তা কোনোভাবেই সরকারি নীতিমালার বাইরে থাকতে পারে না।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে ইংলিশ মিডিয়াম শিক্ষা থাকবে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু তা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিধি-বিধানের বাইরে থাকবে এটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

তিনি জানান, এই খাতকে জবাবদিহির আওতায় আনতে ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা ও প্রতিনিধিদের সঙ্গে একাধিক দফায় বৈঠক করা হয়েছে এবং একটি কার্যকর রেগুলেটরি বোর্ড গঠনের বিষয়েও আলোচনা চলছে।

তিনি বলেন, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে উচ্চ বেতনে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে এবং শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিপুল অঙ্কের ফি আদায় করা হচ্ছে। কিন্তু সেই তুলনায় মান নিয়ন্ত্রণ, কারিকুলামের সামঞ্জস্য এবং শিক্ষার সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। শিক্ষা যদি শুধু বিত্তবানদের নাগালের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, তাহলে সামগ্রিকভাবে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় বৈষম্য তৈরি হবে।

মন্ত্রী আরও বলেন, সরকার চায় দেশের প্রতিটি শিশুই মানসম্মত শিক্ষা পাবে সে ইংলিশ মিডিয়াম, বাংলা মাধ্যম বা মাদ্রাসা যেখানেই পড়ুক না কেন। এজন্য একটি সমন্বিত নীতিমালার মাধ্যমে সব ধারার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে একটি অভিন্ন কাঠামোর মধ্যে আনা হবে।

তিনি উল্লেখ করেন, শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করতে সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কারিকুলাম সংস্কার, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ জোরদার, এবং প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থার বিস্তার। এসব উদ্যোগ বাস্তবায়নে বেসরকারি খাতকেও দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে বলে তিনি মনে করেন।

সভায় তিনি সংশ্লিষ্টদের উদ্দেশে বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ও মান নিশ্চিত করতে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। সরকার একা সব করতে পারবে না-শিক্ষক, অভিভাবক ও প্রতিষ্ঠান পরিচালকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। সিলেট-ঢাকা মহাসড়ক ছয় লেন প্রকল্পের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ১৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জরুরি ভিত্তিতে স্থানান্তর করা হবে বলেও এসময় জানান শিক্ষামন্ত্রী।এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কেউ জায়গা দিলে উনার নামে স্কুল করে দেবো। বিল্ডিং আমরা করবো।

বাচ্চাদের সাথে শিক্ষামন্ত্রী এহছানুল হক মিলনের কথোপকথনের একটি ভিডিও সম্প্রতি ভাইরাল হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। শিশুদের সাথে তার এমন রাজনৈতিক আলাপের সমালোচনা করছেন অনেকে।

তবে শিক্ষামন্ত্রী বলছেন, ছড়িয়ে পড়িয়ে এই ভিডিও অনেক আগের। নির্বাচনের পূর্বের। সামাজিক মধ্যমে তার নামে অহেতুক সমালোচনা করা হয় বলে দাবি করেন মন্ত্রী।

নিউ ইয়র্কে জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির ২৫ বছর পূর্তী অনুষ্ঠান সেপ্টেম্বরে

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্কের অন্যতম সামাজিক সংগঠন জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভায় আগামী সেপ্টেম্বর মাসে সংগঠনের ২৫ বছর পূর্তী অনুষ্ঠান আয়োজনের পাশাপাশি জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে প্যারেড এবং আগষ্ট মাসের শেষের দিকে 'ব্যাক টু স্কুল' কর্মসূচী আয়োজনের সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও সভায় সংগঠনের সহ সভাপতি এএফএম মিসবাহউজ্জামান ও কার্যকরী সদস্য রিজু মোহাম্মদের ভাই আব্দুল কাদের লিপুর সুস্থ্যতা কামনায় বিশেষ দোয়া করা হয়। তারা বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

সিটির জ্যামাইকার একটি মিলনায়তনে মঙ্গলবার (২১ এপ্রিল) সন্ধ্যায় জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির উপদেষ্টা পরিষদ ও কার্যকরী পরিষদের যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার শুরুতে সোসাইটির বর্তমান ও চলতি বছরের আগামী দিনের কর্মসূচী সংক্ষেপে তুলে ধরেন সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ এনায়েত হোসেন মুন্সী। এরপর সংগঠনের ২৫ বছর পূর্তী অনুষ্ঠান আয়োজনের অগ্রগতি তুলে ধরেন কার্যকরী সদস্য ও ২৫ বছর পূর্তী অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটির সদস্য সচিব রিজু মোহাম্মদ।

পরবর্তীতে উল্লিখিত বিষয়ের উপর আলোচনায় অংশ নেন প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গণি, উপদেষ্টা যথাক্রমে মোহাম্মদ কামরুজ্জামান কামরুল, অধ্যাপিকা হুসনে আরা বেগম, এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, শাহাব উদ্দিন সাগর ও আব্দুল বাসির, সাবেক সভাপতি ও ২৫ বছর পূর্তী অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক বিলাল চৌধুরী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট-৩২ এর আগামী নির্বাচনে প্রার্থী মোহাম্মদ জে মোল্লা সানি। এছাড়াও সভায় উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশ নেন সংগঠনের সহ সভাপতি মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম সনি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেন স্বপন, প্রচার ও জনসংযোগ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম রিয়াদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক আলম সরকার, সাহিত্য সম্পাদক ইফফাত ইয়াসমীন, পলিসি ও এডভোকেসি সম্পাদক জিল্লুর রহমান, কমিউনিটি আউটরীচ সম্পাদক সাইফ আলম, তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক মইনউদ্দিন পাটোয়ারী, কার্যকরী সদস্য নওশাদ হায়দার ও ফিরোজ কবীর।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে সংগঠনের ২৫ বছর পূর্তী অনুষ্ঠান আয়োজনের পাশাপাশি জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে প্যারেড এবং আগষ্ট মাসের শেষের দিকে 'ব্যাক টু স্কুল' কর্মসূচী আয়োজনের সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়। ২৫ বছর পূর্তী অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটিতে মোহাম্মদ কামরুজ্জামান কামরুল ও শাহাব উদ্দিন সাগর-কে সমন্বয়ক হিসেবে অন্তর্ভূক্ত এবং 'ব্যাক টু স্কুল' কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য আলম সরকার-কে আহ্বায়ক, সাইদুল ইসলাম রিয়াদ-কে সদস্য সচিব ও ইসমাইল হোসেন স্বপন-কে প্রধান সমন্বয়কারী হিসেবে মনোনীত করা হয়। সভায় এএফএম মিসবাহউজ্জামান ও আব্দুল কাদের লিপুর সুস্থ্যতা কামনায় বিশেষ দোয়া মুনাজাতের মধ্য দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘটে। দোয়া মুনাজাত পরিচালনা করেন সংগঠনের উপদেষ্টা মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ। খবর ইউএনএ'র।

পরিচয়
PARICHOY
PUBLISHED FROM NEW YORK
শেষের পাতা
Issue 1678
Saturday, April 25, 2026

ট্রাম্প প্রশাসনের অধীনে গ্রিন কার্ড অনুমোদন অর্ধেকে নেমে এসেছে- আবেদনকারীরা যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন

পরিচয় ডেস্ক: লিবার্টারিয়ান থিংক-ট্যাঙ্ক 'ক্যাটো ইনস্টিটিউট'-এর একটি বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ইউ.এস. সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (USCIS) গ্রিন কার্ড অনুমোদন প্রায় অর্ধেকে কমিয়ে দিয়েছে এবং অভিবাসনের বিভিন্ন বিভাগের অধীনে জমা পড়ে থাকা আবেদনগুলোর প্রক্রিয়াকরণের গতি মন্থর করে দিয়েছে।

গবেষণায় দেখা গেছে যে, কর্মসংস্থান-ভিত্তিক ভিসা ছাড়া অভিবাসনের অধিকাংশ বিভাগেই বৈধ স্থায়ী বসবাসের অনুমোদন কমে গেছে। সামগ্রিকভাবে গ্রিন কার্ড প্রদানের হার পূর্ববর্তী স্তরের তুলনায় প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে।

USCIS-এর তদারককারী সংস্থা 'ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি' (উঐঝ)-এর একজন মুখপাত্র 'নিউজউইক'-কে বলেন, "বিদেশি নাগরিকদের ক্ষেত্রে মৌলিক যাচাই-বাছাই ও স্ক্রিনিং প্রক্রিয়াগুলোকে দুর্বল করে দিয়ে বাইডেন প্রশাসন আমেরিকান নাগরিকদের ব্যর্থ করেছে। দুর্ভাগ্যবশত, এই দায়িত্বজ্ঞানহীনতার সুযোগ নিয়ে বিপজ্জনক *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

এক নিমিষেই শেষ ৬টি প্রাণ; দুই ভাইয়ের 'সুইসাইড প্যাক্ট' কেড়ে নিল পুরো পরিবারের হাসি!

পরিচয় ডেস্ক: রাত তখন ১টা বেজে ৪০ মিনিট। টেক্সাসের ডালাসের শহরতলি অ্যালেনের ১৫০০ ব্লক পাইন ব্লাফ ড্রাইভের একটি অভিজাত বাড়ির সামনে পুলিশের কয়েকটি গাড়ি এসে থামে। ভেতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। এক বন্ধুর কাছ থেকে ফোন পেয়ে পুলিশ সেখানে 'ওয়েলফেয়ার চেক' করতে এসেছিল। তারা যখন দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকে, টর্চের আলোয় যা দেখেছিল তা কোনো হরর সিনেমার চেয়েও ভয়ংকর। ঘরের মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে রক্তাক্ত ৬টি নিথর দেহ। অথচ কয়েক ঘণ্টা আগেও এই বাড়িটি ছিল ইতালির মতো এক টুকরো সুখী বাংলাদেশ।

নিচে এই বুক কাঁপানো ঘটনার লোমহর্ষক এবং বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হলো যা এর আগে কোনো মিডিয়া এত গভীরভাবে কাভার করেনি: *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

আরো ব্যয়বহুল হতে পারে উড়োজাহাজ ভ্রমণ

পরিচয় ডেস্ক: জ্বালানিসংকটের কারণে টিকিটের মূল্যবৃদ্ধি পাবে বলে সতর্ক করেছে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ। শুক্রবার প্রকাশিত এক বিবৃতিতে সংস্থাটি জানিয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যের *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

টেক্সাসকে অভিবাসী গ্রেপ্তারের আইন কার্যকর করার অনুমতি দিল ফেডারেল আপিল আদালত

পরিচয় ডেস্ক: গত শুক্রবার নিউ অরলিন্স-ভিত্তিক পঞ্চম ইউ এস আপিল আদালত টেক্সাস স্টেট কর্তৃপক্ষকে রিপাবলিকান-সমর্থিত একটি স্টেট আইন কার্যকর করার পথ সুগম করে দিয়েছে। এই আইনের আওতায় টেক্সাস কর্তৃপক্ষ এমন ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার ও বিচার করতে পারবে, যাদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্ত অবৈধভাবে অতিক্রম করার সন্দেহ রয়েছে।

নিউ অরলিন্স-ভিত্তিক পঞ্চম ইউএস আপিল আদালত ১০-৭ ভোটের ব্যবধানে একটি স্থগিতাদেশ বাতিল করে দিয়েছে। ওই স্থগিতাদেশটি আইনটির কার্যকারিতা *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

'বোর্ড অফ ইমিগ্রেশন আপিলস' DACA মর্যাদাপ্রাপ্তদের ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়া সহজতর করল

পরিচয় ডেস্ক: ট্রাম্প প্রশাসন 'ডিফার্ড অ্যাকশন ফর চাইল্ডহুড অ্যারাইভালস' (DACA) কর্মসূচির *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

১ লাখ ডলার ফি করার পরও যুক্তরাষ্ট্রের এইচ-১বি ভিসা আবেদনের সংখ্যা কমেনি, দাবি বিশেষজ্ঞের

পরিচয় ডেস্ক: সেন্টার ফর ইমিগ্রেশন স্টাডিজের এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, এইচ-১বি ভিসা আবেদনের জন্য নির্ধারিত ১ লাখ ডলারের ফি ভিসার সংখ্যাকে কমাতে পারেনি, কারণ অধিকাংশ সুবিধাভোগী আগেই যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছিলেন।

২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হওয়া এই ফি মূলত তাদের জন্য প্রযোজ্য, যারা আবেদন করার সময় যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে থাকেন। তবে যারা ইতোমধ্যে অন্য কোনো ভিসা কর্মসূচির আওতায় যুক্তরাষ্ট্রে চলে এসেছেন, তাদের ক্ষেত্রে এই ফি প্রযোজ্য নয়-প্রতিবেদনে এমনটাই যুক্তি দিয়েছেন জন মিয়ানো। মিয়ানো বিদেশি শ্রমিকদের প্রযুক্তি খাতে প্রভাব নিয়ে গবেষণাকারী একজন বিশেষজ্ঞ। তবে প্রতিবেদনটি প্রকাশের পরই বিতর্কের সৃষ্টি হয়। ক্যাটো ইনস্টিটিউটের ইমিগ্রেশন স্টাডিজ *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশসহ ৭৫ দেশের অভিবাসী ভিসা স্থগিত করল যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের নাগরিকদের জন্য অভিবাসী ভিসা প্রদান স্থগিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র। আজ শনিবার (২৫ এপ্রিল) সকালে ঢাকায় অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসের ভেরিফায়েড ফেসবুকে দেওয়া এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়েছে। মার্কিন দূতাবাস জানায়, ৭৫টি দেশের নাগরিকদের জন্য অভিবাসী ভিসা প্রদান স্থগিত করেছে ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট, যার মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে। এসব দেশের অভিবাসীদের মধ্যে *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্প প্রশাসনের শাসনক্ষমতা নিয়ে সন্দিহান ৫৬ শতাংশ আমেরিকান

পরিচয় ডেস্ক: ফক্স নিউজের এক জরিপ অনুযায়ী, ৫৬ শতাংশেরও অধিকাংশ ভোটার মনে করেন, ট্রাম্প প্রশাসন সরকার পরিচালনায় দক্ষ ছিল না। বুধবার জরিপটি প্রকাশ পায়। প্রতি ১০ জন রিপাবলিকানের মধ্যে ২ জন এই মতের সঙ্গে একমত।

অন্যদিকে, স্বতন্ত্রদের মধ্যে প্রতি ১০ জনে ৭ জন এবং ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে প্রতি ১০ জনে ৯ জন একই মত পোষণ করেন।

এ ছাড়া, নন- *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*